ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুন, ২০১৭ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ২২

ভারতীয় যুবা : আগামী দিনের শক্তি

ভারতীয় যুবা : আগামী দিনের শক্তি
এ. কে. দুবে

কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ ও সাম্প্রতিক পদক্ষেপ
অলখ এন. শর্মা, বলবন্ত সিং মেহতা

যুবসমাজ : পরিবর্তনের হোতা
সুনীতা সাংহি

বিশেষ নিবন্ধ

কর্মসংস্থান : নতুন শিল্পোদ্যোগই পাখির চোখ
সৌরভ সান্যাল, ড. রঞ্জিত মেহতা

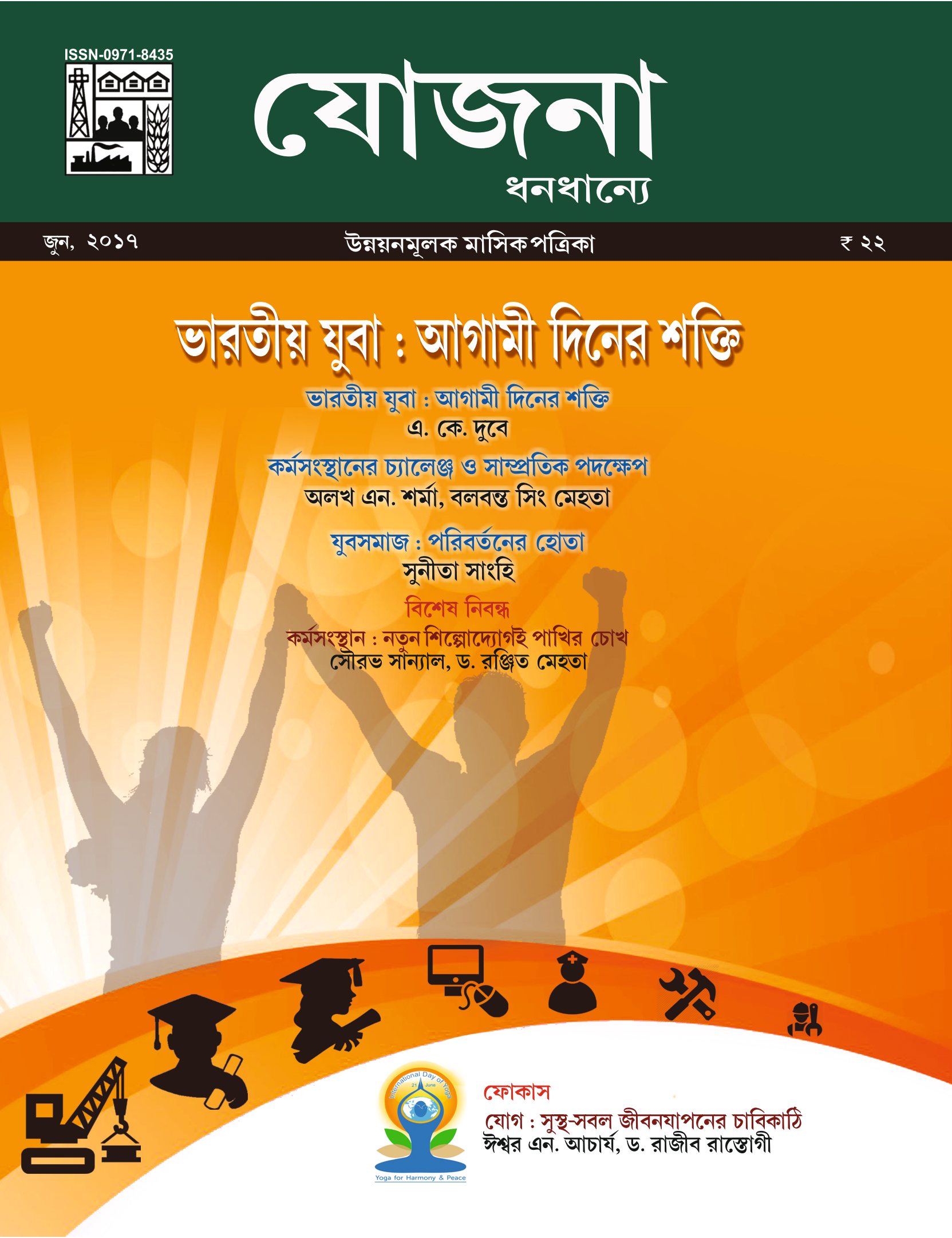

ফোকাস

যোগ : সুস্থ-সবল জীবনযাপনের চাবিকাঠি
ঈশ্বর এন. আচার্য, ড. রাজীব রাস্তোগী

উড়ান : আঞ্চলিক গতিবিধিকে সুগম করতে উদ্যোগ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতকে অনায়াস করে তুলতে অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে চালু হল নতুন এক প্রকল্প-"উড়ান" (UDAN)। সিমলা বিমানবন্দর থেকে পতাকা নেড়ে গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৭ প্রথম "উড়ান" ফ্লাইটটির যাত্রারম্ভের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই উড়ানটি সিমলা-দিল্লি রুটে যাতায়াত করবে। সিমলা ছাড়া নান্দেদ এবং কাডাপা বিমানবন্দর থেকেও "উড়ান" ফ্লাইট চলাচল করবে। কাডাপা থেকে হায়দরাবাদ এবং নান্দেদ থেকে হায়দরাবাদের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী ওই দিনই এই দুই উড়ান ফ্লাইটেরও সূচনা করেন।

উড়ান (UDAN), অর্থাৎ, "উড়ে দেশ কা আম নাগরিক" নামক এই প্রকল্পটি অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের। দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (Tier-2, Tier-3) শহরগুলিতে বিমানযাত্রাকে নাগরিকদের সাধ্যায়ত্ত করতে এই উদ্যোগ। গত ১৫ জুন, ২০১৬-এ অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক "জাতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ নীতি" (NCAP) প্রকাশ করে। এই নীতিরই এক মুখ্য অংশ হল উড়ান প্রকল্প। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পের সূত্রে দেশের পশ্চাদভূমি (Hinterland) অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জোরদার হবে; এলিট বিমান সংস্থাগুলির একচেটিয়া কারবারের অবসান ঘটবে। পাশাপাশি, দেশের ছোটোখাটো শহরগুলিতে বসবাসকারী বিপুল আয়তনের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা তরুণ পেশাদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের বিমানে যাতায়াত সাধ্যায়ত্ত হবে।

উড়ান প্রকল্পটি পরিকল্পনা ও রূপায়ণের গোটা সময়পর্ব জুড়ে এক গুচ্ছ ইস্যু নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে, সংশিষ্ট সব পক্ষের (Stakeholders) সঙ্গে বহু শলাপরামর্শ করতে হয়েছে। বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত সুগম করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গোটা বিশ্বে এটি এ ধরনের সর্বপ্রথম প্রকল্প। প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা "ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ" (AAI)। RCS-UDAN-এর আওতায় আসা প্রস্তাবপত্রগুলির মধ্যে ২৭-টি প্রস্তাবপত্রের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ "Letter of Awards" ইস্যু করেছে। প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল :

- দেশের মোট ৭০-টি বিমানবন্দরের মধ্যে উড়ান ফ্লাইট চালানো হবে। এর মধ্যে ২৭-টি বিমানবন্দর থেকে বর্তমানে পুরোদস্তুর বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে। ১২-টি বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল করলেও ফ্লাইটের সংখ্যা অনেক কম। আর ৩১-টি বিমানবন্দর এমন, যা থেকে বর্তমানে বিমান পরিষেবা চালু নেই।
- বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অঞ্চল বিশেষে কোনও বৈষম্যের অবকাশ থাকছে না। কারণ উড়ান প্রকল্পে যুক্ত বিমানবন্দরগুলির মধ্যে ২৪-টি রয়েছে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে, ১৭-টি উত্তর ভারতে, ১২-টি পূর্বাঞ্চলে, ১১-টি দক্ষিণ ভারতে ও ৬-টি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।
- যে সব প্রস্তাবপত্রকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১৬-টি একক রুটের, অর্থাৎ, দু'টি শহরকে যুক্ত করবে। বাকি ১১-টি উড়ানের নেটওয়ার্কে তিন বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শহর জুড়বে। ৬-টি প্রস্তাবপত্রের ক্ষেত্রে "Zero viability gap funding" (VGF)-সহ দরপত্র দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, চাহিদা বাড়ার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রয়েইছে।
- ২৭-টি প্রস্তাবপত্রের জন্য VGF দরকার প্রায় ২০০ কোটি টাকার মতো এবং ব্যবস্থা করা হবে ৬.৫ লক্ষ উড়ান ফ্লাইটের আসন।

কোনও নির্দিষ্ট বিমান সংস্থার উড়ানে মোটের উপর ৫০০ কিলোমিটার দূরত্বের এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য বিমানভাড়া বা হেলিকপ্টারে ৩০ মিনিট যাত্রার জন্য ভাড়া ধরা হয়েছে আড়াই হাজার টাকা। উড়ান পথের দূরত্ব ও সময় বৃদ্ধির সঙ্গে এই ন্যূনতম ভাড়ার গুণিতক হিসাবে ভাড়া বাড়তে থাকবে। নির্বাচিত বিমান সংস্থাগুলি তাদের বিমানের উড়ানগুলিতে মোট আসনের পঞ্চাশ শতাংশ (সংখ্যার হিসাবে ন্যূনতম নয়টি থেকে সর্বাধিক ৪০-টি আসন) এই "আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রকল্প"-র (Regional Connectivity Scheme, RCS) জন্য আলাদা করে রাখবে। হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫-টি থেকে সর্বোচ্চ ১৩-টি আসন এই খাতে আলাদা করে রাখতে হবে। এই সব সংস্থাকে তিন বছরের জন্য একচেটিয়াভাবে পরিষেবা দানের অধিকার দেওয়া হবে। এই সব রুটে বিমান চালাতে সম্মত উড়ান সংস্থার পরিচালন ব্যয় কমাতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সংস্থান রাখা হচ্ছে। যেমন, কিনা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের ছাড়ের আকারে, বিমানবন্দর পরিচালন সংস্থাগুলির তরফ থেকে এবং "Viability Gap Funding"-এর মাধ্যমে। দিনের শেষে উদ্দেশ্য সেই একটাই, বিমানভাড়া যেন সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদে অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিকে VGF-এর ২০ শতাংশ অর্থ জোগাতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে।❑

জুন, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

ফেসবুক : www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতীয় যুবা : আগামী দিনের শক্তি — ড. এ. কে. দুবে — ৫
- কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ ও সাম্প্রতিক পদক্ষেপ — অলখ এন. শর্মা, বলবন্ত সিং মেহতা — ৯
- যুবসমাজ : পরিবর্তনের হোতা — সুনীতা সাংহি — ১৩
- ভারতীয় তরুণ ব্রিগেড : বিশ্বজোড়া উপস্থিতি — ড. শীতল শর্মা, ভাস্কর জ্যোতি — ২১
- অস্থির এলাকা, যুবসমাজ : সরকারের বিশেষ ভাবনাচিন্তা — রবি পোখারনা — ২৭

বিশেষ নিবন্ধ

- কর্মসংস্থান : নতুন শিল্পোদ্যোগই পাখির চোখ — সৌরভ সান্যাল, ড. রঞ্জিত মেহতা — ৩১

ফোকাস

- যোগ : সুস্থ-সবল জীবনযাপনের চাবিকাঠি — ঈশ্বর এন. আচার্য, রাজীব রাস্তোগী — ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল — ৪১
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৪২
- জানেন কি? — সংকলক : যোজনা ব্যুরো — ৪৪
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : রমা মণ্ডল — ৪৫
- যোজনা কলাম — সংকলক : যোজনা ব্যুরো — ৬৬
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

যুবসমাজ : আগামীর আশা ও ভরসা

কোনও রাষ্ট্র বা জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি গচ্ছিত থাকে সে জাতির যুবসমাজের কাছে। বর্তমান সময়ে উন্নত দুনিয়ার অধিকাংশ দেশই বয়স্ক জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত জাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দোরগোড়ায়। অথচ আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ভারত হয়ে উঠতে চলেছে দুনিয়ার তরুণতম (জনসংখ্যা বিশিষ্ট) দেশ। ভারতের মোট জনসংখ্যার মোটের উপর ৪০ শতাংশই পড়বে তরুণতর শ্রেণিতে। জনসংখ্যার এই তরতাজা কর্মচঞ্চল অংশভাকই দেশের সব চেয়ে মূল্যবান মানবসম্পদ। ভারত যে জনসংখ্যার বিন্যাসের এই সুবিধাজনক ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, তা ইতোমধ্যেই দুনিয়া জুড়ে অর্থনীতিবিদ ও নীতি পরিকল্পনা প্রণেতাদের চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তারাই যেহেতু জাতির ভবিষ্যৎ, তাই, দেশ গঠনে যুবসমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে। তাদের মধ্যে নিহিত সৃজনশীল সম্ভাবনার সাথে যখন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, কর্মশক্তি এবং বহুমুখী গুণ বা প্রতিভা যুক্ত হয়, তা যে কোনও দেশের জন্য ইন্দ্রজালের মতো কাজে দেয়।

প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যাংকিং পেশাদার, উদ্যোগপতি, ক্রীড়াবিদ ইত্যাদি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা মজুত রয়েছে যুবশ্রেণির মধ্যে। সঠিক মার্গদর্শন ও সহায়সম্পদের বন্দোবস্ত করে তাদের সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ যাতে ঘটানো যায়, নজর দিতে হবে সে দিকে। এক সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশ, যেখানে ছেলেমেয়েরা সুস্থ-সবলভাবে বেড়ে উঠতে পারবে; তথা উঁচু মানের (স্কুল) শিক্ষার নাগাল পেতে পারে, তার বন্দোবস্ত করাটাই এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ। শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ লাগু হওয়াটা এই সুনিশ্চিয়তা প্রদানের এক মাহেন্দ্রক্ষণ বিশেষ। "সর্বশিক্ষা অভিযান", "ই-পাঠশালা", "উড়ান" (UDAAN) ইত্যাদি হল সব স্তরে উঁচু মানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকারের তরফে হাতে নেওয়া কয়েকটি মৌলিক কর্মসূচি। দেশের পাহাড়ি, দূর-দূরান্তবর্তী, প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে উঁচু মানের শিক্ষার নাগাল পাওয়াটা সমস্যার। সে ক্ষেত্রে দূর-শিক্ষা (Distance education) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের যুবাশ্রেণির কাছে শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দিতে দূর-শিক্ষার মূল্য আজকের দিনে বিশেষভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। জ্ঞান (GIAN), স্বয়ম (SWAYAM), "জাতীয় ডিজিট্যাল লাইব্রেরি" ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার নাগাল আরও ভালোভাবে পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই শিক্ষিত যুবসমাজকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কর্মবিনিয়োগের উপযুক্ত করে তুলতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার হাতিয়ার দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়াটা জরুরি। শুধুমাত্র প্রথাগত স্কুল ও কলেজ শিক্ষার পাঠ সাঙ্গ করলেই তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের দরজাটা খুলে যাওয়া বেশ মুশকিল; বিশেষ করে আজকের দিনের এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্ব দুনিয়ায়। প্রয়োজন সঠিক এবং পর্যাপ্ত দক্ষতার বিকাশ ও প্রশিক্ষণ; যা কিনা এই শিক্ষিত যুবসমাজের ভোল বদলে দেবে, তাদের পরিণত করবে প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের বৃহত্তম উৎস হিসাবে। আমাদের সরকার দক্ষতা বিকাশের জন্য অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে চালু করেছে "Skill India Mission"। যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতাকে ক্ষুরধার করার কাজে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেই নেওয়া হয় এই সুবিশাল উদ্যোগ। মিশনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে, ২০১২ সালের মধ্যে ৪০ কোটি মানুষকে সুদক্ষ করে তোলা। এজন্য তাদের নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে তাদের কর্মনিয়োগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। দক্ষতা বিকাশের এই কর্মসূচির মধ্যে দূর-শিক্ষারও সংস্থান রাখা হয়েছে।

তবে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই হোক, আর তার পর তাদের দক্ষতাকে ক্ষুরধার করে তোলাই হোক, সব শেষে কিন্তু মোদ্দা কথা হয়ে দাঁড়ায় সঠিক কর্মসংস্থান। বেকার তরুণদের বোঝা বয়ে চলতে হলে যে কোনও দেশের অর্থনীতির উপর ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে; এছাড়াও সমাজের পক্ষে তা এক আশঙ্কার কারণও বটে। সরকার বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবগত বলে ইদানীংকালে উদ্ভাবনা ও উদ্যোগ স্থাপনের এক সংস্কৃতির প্রসারে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপনের জন্য "Start up India" ও "Stand up India" কর্মসূচির মাধ্যমে উৎসাহের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। MUDRA, SETU, AIM (Atal Innovation Mission)-এর মতো কর্মসূচিগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে উল্লিখিত সংস্কৃতির প্রসারে।

যুবসমাজ জাতি গঠনের স্তম্ভস্বরূপ। ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত। যে কোনও দেশই হোক না কেন, যদি নিজেদের ভোল বদলাতে চায়, তবে এই বহুমূল্য সম্পদ, অর্থাৎ, যুবসমাজের কর্মশক্তি ও উচ্চাশাকে সব দিক থেকে এবং সর্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট একদা বলেছিলেন, "আমরা সব সময় আমাদের যুবসমাজের জন্য ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি না, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমরা এই যুবসমাজকে নিঃসন্দেহে গড়ে তুলতে পারি"।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতীয় যুবা : আগামী দিনের শক্তি

ড. এ. কে. দুবে

*সামাজিক, রাজনৈতিক বা নাগরিক—যে কোনও আন্দোলনেরই চালিকাশক্তি থেকেছে যুবসমাজ। রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি থেকে নারীদের সমানাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে মানবাধিকার রক্ষা—সব আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা যুবারা জনজীবনের নানা অংশ ছুঁয়ে যায়, প্রায়শই এরা সমাজের **'pressure group'** বা কার্যকর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। তাদের বহুধাবিস্তৃত চিন্তাধারা ও আগ্রহের প্রকাশ ঘটে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো নতুন প্রচার মাধ্যমে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনবরত চলে তর্ক-বিতর্ক ও চিন্তার আদান-প্রদান। জনপ্রিয় মতামত ক্রমাগত ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এক-একটি ধারণার গঠন, সম্মিলন ও সংযোগে সাহায্য করে। এইভাবেই জনমত সংগঠিত হয়।*

যুবা বলতে ঠিক কী বোঝায়? UNESCO বলছে, এটি আসলে "শৈশবের নির্ভরতা ঝেড়ে ফেলে প্রাপ্তবয়স্কত্বের স্বাধীনতায় পা ফেলার এক যাত্রাপথ। গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসাবে স্বাধীনতার চেতনা এই সময়েই মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নির্দিষ্ট যে কোনও বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের মধ্যে এইটিই সব থেকে বেশি পরিবর্তনশীল।"

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের ২০১৬-'১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সবথেকে উৎসাহী অংশ হল এই যুবারাই। এদের টগবগে উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্যই ভারত আজ এক যুব রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত, যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশেরই বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনই বলছে, ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যার গড় বয়স হবে ২৮ বছর। চিন ও অন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির গড় বয়স তখন ৩৮। ভারতের জনসংখ্যার ২৭.৫ শতাংশের বয়সই ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে, যা ভারতকে জনসংখ্যা বিন্যাসগত এক অনন্য সুবিধার জায়গায় নিয়ে গেছে।

জনসংখ্যার বিন্যাসগত এই সুবিধার ফসল ঘরে তুলতে হলে দেশের যুবসমাজকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এই যুবশক্তি বিশ্বমঞ্চে ভারতকে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ সহযোগিতার দরকার। যুবসমাজ রাষ্ট্রের উপজাত উৎপাদনের পরীক্ষাগার নয়, বরং সমসাময়িক জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এরাই ভারতের বাজি।

Michael Greene তাঁর "Youth as active agents of social change" বইতে বলেছেন, যুবকল্যাণের লক্ষ্যে ইতিবাচক, ক্রমপ্রসারী, শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে কোথায় কী খামতি আছে তা না ভেবে, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার দিকে নজর দিতে হবে। সমস্যাদীর্ণতা কাটিয়ে উঠে জোর দিতে হবে সমাধানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

সামাজিক, রাজনৈতিক বা নাগরিক—যে কোনও আন্দোলনেরই চালিকাশক্তি থেকেছে যুবসমাজ। রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি থেকে নারীদের সমানাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে মানবাধিকার রক্ষা—সব আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা যুবারা জনজীবনের নানা অংশ ছুঁয়ে যায়, প্রায়শই এরা সমাজের 'pressure group' বা কার্যকর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। তাদের বহুধাবিস্তৃত চিন্তাধারা ও আগ্রহের প্রকাশ ঘটে সোশ্যাল মিডিয়ার মতো নতুন প্রচার মাধ্যমে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনবরত চলে তর্ক-বিতর্ক ও চিন্তার আদান-প্রদান। জনপ্রিয় মতামত ক্রমাগত ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এক-একটি ধারণার গঠন, সম্মিলন ও সংযোগে সাহায্য করে। এইভাবেই জনমত সংগঠিত হয়। ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এই স্বাভাবিক

[ড. দুবে সচিব, কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ মন্ত্রক। ই-মেল : secy-ya@nic.in]

প্রবণতার জন্যই যুবসমাজকে যে কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রাখা উচিত।

যুবারা দুই প্রজন্মের মধ্যে সার্থক মেলবন্ধনের কাজ করতে পারে। বুঝিয়ে বললে তারা নিজেদের বিকাশ ও উন্নয়নের তাগিদে অনেকটাই নমনীয় হয়। আদর্শগত গোঁড়ামি অথবা পশ্চিমি সংস্কৃতির বোধহীন অনুকরণ—কোনও চরমপন্থাই দীর্ঘমেয়াদে জাতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। আজকের যুবারা বোঝেন, কেবল স্বশাসনই সব সমস্যার সমাধান নয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিয়ে এক সামগ্রিক চালিকাশক্তিতে পরিণত করা দরকার। যুবারাই নতুন সামাজিক চিন্তাভাবনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার অনুঘটক।

আজকের যুবসমাজ অন্তঃশক্তিতে বলীয়ান, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। ভারতের বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে এই দুইয়ের সঠিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে তারা সক্ষম।

সামাজিক অচলায়তনকে ভাঙ্গতে যুব সমাজের হাতিয়ার হল যুক্তিতর্ক ও নতুন সম্ভাবনার সন্ধান। আজকের যুবারা আর অন্য জাতের হাতে খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না, অসবর্ণ বিয়ের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি তারা ত্যাগ করেছেন। জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে আরেকজন মানুষের প্রতি অবমাননাকর, অসংবেদনশীল আচরণ নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলছেন। খুব বড়ো আকারে না হলেও ছোট ছোট সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সঠিক অভিমুখে।

যুবসমাজকে শিকড়ের দিকে নিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। সরকার নগদবিহীন অর্থনীতি, ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে ডিজিট্যালাইজেশনের যে প্রয়াস চালাচ্ছে, তার মূল চালিকাশক্তিই হল প্রযুক্তি। প্রাত্যহিক জীবনে প্রযুক্তিকে এড়িয়ে আমরা চলতে পারি না। আধুনিকতা ও উন্নয়নের এ এক ইতিবাচক প্রভাব। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে এই প্রযুক্তি। আজও এর সাহায্যে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাইলফলক পেরিয়ে চলেছি। জীবনযাপনের মানোন্নয়নেও প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

ভারতের এই ডিজিট্যাল পরিবেশ, ভারতীয় যুবাদের বিশ্বের সামনে নিজেদের আরও সুসংহতভাবে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি এসেছে, শিক্ষাগ্রহণ দ্রুততর হয়েছে, ভৌগোলিকভাবে বিপুল দূরত্বে থাকা প্রত্যন্ত এলাকাগুলি আসতে পেরেছে অভিন্ন এক মঞ্চে। এখানে সমজাতীয় ধারণাগুলির সঙ্কলন করে সেগুলির সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করা যায়। বোতামের এক ছোঁয়ায় আদান-প্রদান ঘটে বিভিন্ন ধারণা, চিন্তাভাবনা ও কাজের। প্রযুক্তি আমাদের চাক্ষুষ দেখার সীমাকে ছাপিয়ে বহুদূরে নিয়ে যায়। প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও ছাত্র প্রচুর স্টাডি মেটিরিয়ালের নাগাল পেতে পারে। বিশেষ স্টাডি সেন্টার আছে, এমন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারে সে। প্রযুক্তি সবার সামনে সমান সুযোগ এনে দিয়েছে, অন্তত কোনও কিছুর নাগাল পাবার ক্ষেত্রে। এর কৃতিত্বও যুবাদেরই প্রাপ্য, কারণ নতুন প্রযুক্তির তালিম ও প্রয়োগে তারাই রয়েছে সামনের সারিতে।

যুবসমাজ ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের সবথেকে বড়ো আশীর্বাদ হল ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি, যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'Start up'-এর সূচনা। মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণিই কেবল উদ্যোগ ও পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে, একের পর এক সুনির্দিষ্ট দক্ষতা-নির্ভর প্রয়াসের মাধ্যমে এই ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে 'Start up'-গুলি। যুবসমাজের দৃঢ়তা ও প্রযুক্তির মিশেল, উদ্যোগ স্থাপনকে করে তুলেছে সর্বজনীন।

ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মাধ্যমে সরকার সততই যুবসমাজের বিকাশ ও উন্নয়নে সচেষ্ট। এজন্য নিয়মিত পর্যালোচনার পাশাপাশি যুবসমাজ সংক্রান্ত নানা কর্মসূচি ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়, ব্যবস্থা করা হয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বদান নিয়ে প্রশিক্ষণের।

২০১৬-'১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুবারা যাতে নিজেদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে জাতি গঠনের কাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে জাতীয় যুব নীতি ২০১৪, যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি সমগ্র জাতির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

"দেশের যুবসমাজ যাতে নিজেদের শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে যথাযথ আসনে বসাতে সমর্থ্য হয় সেই লক্ষ্যে জাতীয় যুব নীতি ২০১৪-তে যুবসমাজের ক্ষমতায়নে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।"

জাতীয় যুব নীতি ২০১৪-র উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল :

"আজকের যুবার ওপর আগ্রাসী নগর সভ্যতার কুপ্রভাব পড়ে, সচ্ছল জীবনযাপনের টোপ সামনে রেখে হাতছানি দেয় অপরাধের অন্ধকার জগৎ। এই নেতিবাচকতার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যেকার বিপুল ফারাক। সরকারের বহুবিধ প্রয়াস ও কর্মসূচি থাকলেও সেগুলির নাগাল সহজে পাওয়া যায় না। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকে, রয়ে যায় সামাজিক কাঠামোর প্রতিকূলতা। এছাড়া আর একটা বড়ো কারণ হল, বৃহত্তর বৌদ্ধিক জগতে যুব সমাজের সমস্যা ও তার প্রতিকারের বিষয়ে যথাযথ ধারণার অভাব। আত্মপরিচয়ের যে সংকট যুব সমাজের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তা নিয়ে শিক্ষা জগত পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ও সংবেদনশীল নয়।"

(১) এমন এক উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি গড়ে তোলা যা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুস্থিত অবদান রাখতে পারবে।

এজন্য অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল :

- শিক্ষা
- উদ্যোগ স্থাপন ও পরিচালনা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

(২) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব নেবার যোগ্য এক সবল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রজন্ম গড়ে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন—

- স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্যকর জীবনচর্যা
- খেলাধুলো

(৩) সামাজিক বোধ জাগ্রত করা এবং সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করা। এজন্য প্রয়োজন—

- সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার
- সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ

(৪) সব শাসনকেন্দ্রের কাজে যুবাদের অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংযোগ বৃদ্ধি। এজন্য দরকার—

- রাজনীতি ও প্রশাসনের কাজে অংশ নেওয়া
- যুবাদের সক্রিয় সংযোগ

(৫) ঝুঁকি নিতে যুবাদের উৎসাহিত করা এবং সব অনগ্রসর প্রান্তিক যুবার কাছে সমান সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এখানে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল—

- অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সামাজিক ন্যায়।

বর্তমান সরকার যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি নিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের কথা বলা যায়, যারা জাতি গঠনের কাজে যুবাদের নিযুক্ত করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। 'National Service Scheme' (NSS) বা জাতীয় পরিষেবা প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে নৈতিকতা ও মানবিকতার বোধ।

এছাড়া রয়েছে 'National Programmes for Youth and Adolescent Development' বা জাতীয় যুব কিশোর উন্নয়ন কর্মসূচি। এর সঙ্গে হয় জাতীয় যুব উৎসব। যুবাদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিতে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, দেশের জনসংখ্যার ৪১ শতাংশের বয়সই ২০ বছরের নিচে। এই সময়টাই ব্যক্তিত্ব ও

মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরামর্শ, সাহচর্য ও দিকনির্দেশ এই সময়ে একান্ত আবশ্যক। আজকের যুবার ওপর আগ্রাসী নগর সভ্যতার কুপ্রভাব পড়ে, সচ্ছল জীবনযাপনের টোপ সামনে রেখে হাতছানি দেয় অপরাধের অন্ধকার জগৎ। এই নেতিবাচকতার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যেকার বিপুল ফারাক। সরকারের বহুবিধ প্রয়াস ও কর্মসূচি থাকলেও সেগুলির নাগাল সহজে পাওয়া যায় না। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকে, রয়ে যায় সামাজিক কাঠামোর প্রতিকূলতা। এছাড়া আর একটা বড়ো কারণ হল, বৃহত্তর বৌদ্ধিক জগতে যুব সমাজের সমস্যা ও তার প্রতিকারের বিষয়ে যথাযথ ধারণার অভাব। আত্মপরিচয়ের যে সংকট যুব সমাজের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তা নিয়ে শিক্ষা জগত পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ও সংবেদনশীল নয়। যুব সমাজের পূর্ণ সম্ভাবনা এবং সামাজিক বহুমুখী ক্ষেত্রে তার সুফলের বিষয়েও খুব একটা সচেতন নন তারা। যুব মনের উৎকর্ষকে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানো দরকার। লাগানহীন প্রত্যাশার অনমনীয় চাপ এই স্বীকৃতিকে যাতে আবিল করে না তোলে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বরং আলোচনা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ কীভাবে ঘটানো যায়, তাতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। 'National Service Scheme' ও নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের আওতায় বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সব সমস্যার বহুমুখী সমাধান খোঁজার প্রয়াস চলছে। মন্ত্রকের ২০১৬-'১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় যুব নীতি ২০১৪—র সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল :

- শিক্ষার পদ্ধতিগত ক্ষমতা ও গুণগত মান বাড়ানো।
- যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের সচেতন করে তোলা—কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।
- উদ্যোগ স্থাপন ও পরিচালনায় পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন।
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।

RYSK-র আওতায় এখন যুবসমাজের সার্বিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষায়ণের বদলে এসেছে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়। সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস সম্বন্ধে নিচে জানানো হল।

(১) Skill Upgradation Training Program (SUTP)—দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক দিয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা উপার্জনে সক্ষম হয় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

স্থানীয় চাহিদা বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই কর্মসূচিতে।

(২) লোকশিল্প, সংস্কৃতি ও যুবা কৃতির প্রচার।

বর্তমান প্রজন্ম যখন পশ্চিমি ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন, তখন এই কর্মসূচিতে গ্রামীণ যুব সমাজকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রতিভার বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৩) মহাত্মা গান্ধী যুব স্বচ্ছতা অভিযান ও শ্রমদান কার্যক্রম।

এর আওতায় স্বচ্ছতা ও জল সংরক্ষণের প্রতি যুবসমাজের সচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়।

জাতির মধ্যে যে বৈষম্য এবং অংশগ্রহণের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তা মাথায় রেখে সরকার সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল 'বয়ঃসন্ধিক্ষণে জীবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ' (কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন)।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিতে যুব সমাজের বিচ্যুতির শুশ্রূষা করা হয়। চাপ সামলাবার কৌশল এবং সুস্থ জীবন বেছে নেবার তালিম দেওয়া হয় এই প্রশিক্ষণে। শুধু তাই নয়, এর আওতায় যৌন জীবন, জনন প্রক্রিয়া, এ সংক্রান্ত সমস্যা এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করে তোলা হয়।

ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে দু'টি কর্মসূচির উল্লেখ বিশেষভাবে করা যায়।

(ক) 'Tribal Youth Exchange Program' (TYEP) বা তপশিলি যুব বিনিময় কর্মসূচি।

এই কর্মসূচির আওতায় অতি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত আদিবাসী এলাকাগুলি থেকে সম্ভাবনাময় যুবক-যুবতীদের বেছে নিয়ে সারা দেশে ঘোরানো হয়। এতে তারা দেশকে জানতে পারে, স্থানীয় প্রভাব কেটে গিয়ে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার

ঘটে। এছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে আসা বিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই কর্মসূচিতে। আদিবাসীপ্রধান এলাকায় পরিকাঠামোগত বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।

(খ) 'The North East Youth Exchange Program' বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুবা বিনিময় কর্মসূচি।

নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন, কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মহারাষ্ট্রের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটিয়ে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিচয় তুলে ধরা হয়।

এই প্রথম তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১২ সালে প্রণয়ন করা আইন মোতাবেক এখানে 'The Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development' স্থাপিত হয়েছে। যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সারস্বত উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের মঞ্চে নিজেকে পরিচিত করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

এখানে স্নাতকোত্তর স্তরে M.Sc. in Counseling Psychology, M.A. in Social Innovation and Entrepreneurship, M.A. Gender studies, M.A. in development policy and practice প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়। এখানে গবেষণা করার ব্যবস্থাও আছে।

সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকা, ব্যস্ত শহর ও পর্যটনস্থলে ইয়ুথ হস্টেল গড়ে তোলা হয়েছে। জল ও বিদ্যুতের সুবিধা সমন্বিত এই হস্টেলগুলির ভাড়া সামান্য। যুবসমাজ যাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে সেখানকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়, সেজন্য এই উদ্যোগ।

প্রতিটি যুবার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও শক্তির পূর্ণ বিকাশে সরকার নিরলসভাবে সচেষ্ট। শুধু ব্যক্তিত্বের বিকাশই নয়, এর লক্ষ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বরের নির্মাণ। ভোলবদলে এই যুবারাই হয়ে উঠবে সংবেদনশীল, সচেতন, সমন্বয়সাধনকারী বিশ্বের অগ্রপথিক।

আমাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই অগ্নিমন্ত্র—"ওঠো! জাগো! অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে কিছুতেই থেমো না।"❑

তথ্য সূত্র :

- Census 2011 Report
- India 2017, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, GOI
- Annual Report 2016-2017, MYAS, GOI

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ ও সাম্প্রতিক পদক্ষেপ

অলখ এন. শর্মা, বলবন্ত সিং মেহেতা

সামগ্রিক জনসংখ্যায় তরুণদের অনুপাতকে ভারতীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের ইদানীংকার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যক তরুণদের জন্য ভালো শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার। কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ যে কতটা দুরূহ বিশেষ করে শিক্ষিত যুব সমাজের ক্ষেত্রে তা উল্লিখিত বিশ্লেষণে স্পষ্ট করা হয়েছে। এটাও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মহিলাদের বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণে হারের নিরিখে ভারতের অবস্থান সবার নিচে এবং কর্মপ্রার্থী তরুণ মহিলাদের বেকারত্ব হার যথেষ্ট বেশি। নিঃসন্দেহে সরকারি প্রকল্পগুলির অভিমুখ সঠিক পথেই রয়েছে।

তরুণ জনসংখ্যার মাপকাঠিতে ভারত এখন বিশ্বে সবার শীর্ষে। সমগ্র বিশ্বের তরুণ বয়সীদের এক-পঞ্চমাংশই রয়েছেন ভারতে। শ্রমের বাজারে যথাযথভাবে নিয়োজিত হলে ভারতীয় যুবসমাজ দেশকে উচ্চতর বিকাশের পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। ভারতীয় জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (৬০.৩ শতাংশ) ১৫-৫৯ কর্মক্ষম বয়ঃক্রমের পর্যায়ভুক্ত এবং এক-চতুর্থাংশ ১৫-২৯ যুব বয়ঃক্রমের পর্যায়ভুক্ত (আদম শুমারি, ২০১১)। ২০০১ থেকে ২০১১-এর মধ্যবর্তী সময়ে সার্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের (১.৬ শতাংশ) সঙ্গে তুলনায় ভারতের যুব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হার বেশি (২ শতাংশ)। এর ফলে প্রতি বছর শ্রম বাজারে প্রায় এক কোটি তরুণের প্রবেশ ঘটছে। দেশে কর্মসংস্থানমুখী তরুণদের সংখ্যায় এভাবেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা কি না বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে। অন্য দিকে প্রতি বছর কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তা শ্রম বাজারে যোগদানকারী ক্রমবর্দ্ধমান তরুণদের সংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। সমস্যাটির সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে একাধিক কর্মসংস্থানমুখী কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি বা Prime Minister Employment Generation Programme, স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা, স্বর্ণজয়ন্তী শহরি স্বরোজগার যোজনা, Make in India, দক্ষতা ভারত বা Skill India প্রভৃতি। ওই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটির উদ্দেশ্য হল দেশে যুব কর্মসংস্থান সমস্যার বিভিন্ন দিক এবং তার মোকাবিলায় সরকারি প্রয়াসগুলি নিয়ে আলোচনা করা। যেসব উপাত্ত ও তথ্যকে ভিত্তি করে নিবন্ধটি রচিত হয়েছে তা সংগৃহীত হয়েছে ভারত সরকারের শ্রম ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত ২০১৫-'১৬ সালের পঞ্চম বার্ষিক কর্মসংস্থান সমীক্ষাটি থেকে। সাধারণভাবে যুব জনসংখ্যাকে ১৫-২৯ বয়ঃসীমায় ধরা হলেও আলোচ্য নিবন্ধে এই বয়ঃক্রমকে ১৮ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। এর কারণ হল শ্রম বাজারে ১৫-১৭ বয়ঃক্রমের কর্মসন্ধানীর সংখ্যা খুবই কম। কর্মসংস্থানের আসল সমস্যাটি ১৮-২৯ বয়ঃসীমার তরুণদের নিয়েই।

কর্মী অংশগ্রহণ হার বা Worker Participation Rate

সমগ্র জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে কী অনুপাতে কর্মনিযুক্তি হয়েছে তা সূচিত হয়ে থাকে কর্মী অংশগ্রহণ হার বা W.P.R. দ্বারা। ২০১৫ সালে ৩০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের W.P.R. ৫৭.৩-র তুলনায় যুবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ওই হার ছিল ৩৯.২ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এই হার অপ্রত্যাশিত নয়, কেন না ১৮-২৯ বয়ঃক্রমের অনেকেই তখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত। সারণি-১

[অলখ শর্মা 'Institute for Human Development'-এর অধিকর্তা। ই-মেল : alakh.sharma@ihdindia.org; বলবন্ত মেহতা ওই প্রতিষ্ঠানেরই ফেলো। ই-মেল : balwant.mehta@ihdindia.org]

আরও প্রমাণ করে যে, শহরাঞ্চলের তুলনায় W.P.R. গ্রাম এলাকায় অনেক বেশি। পাশাপাশি এটিও উল্লেখ করতে হয় যে, ১৮-২৯ বয়ঃসীমার তরুণদের ক্ষেত্রে এই হার তরুণীদের তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি।

দেখা গেছে যে, ১৮-২৯ বয়ঃসীমার কর্মীদের দুই-পঞ্চমাংশ এবং ত্রিশোর্ধ্ব কর্মীদের প্রায় অর্ধেক স্বনিযুক্ত (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এই সারণি এটাও প্রতিপন্ন করে যে নিয়মিত ও অস্থায়ী মজুরি কর্মী বা ক্যাজুয়াল ওয়েজ ওয়ার্কার হিসাবে যুব সমাজের মধ্যে কাজের অন্বেষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয়ের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা লক্ষণীয়।

কর্ম বিভাজন

কর্মভিত্তিক বিভাজন করলে দেখা যাবে যে, ১৮-২৯ বয়ঃক্রমের অধিকাংশই নিয়োজিত রয়েছেন কৃষি ও সহযোগী কর্মকাণ্ডে (৩৮.১ শতাংশ) এবং এর ঠিক পরেই রয়েছে বাণিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরায় (১৯.৪ শতাংশ); নির্মাণ শিল্পে (১৫.১ শতাংশ) এবং উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ও অন্যান্য পরিষেবায় (১৩.১ শতাংশ) নিয়োজিত। তিরিশ বছর বা তার বেশি বয়সীদের সঙ্গে তুলনা করলে প্রমাণিত হয় যে নির্মাণ শিল্প, উৎপাদন শিল্প, বাণিজ্য ও বাণিজ্য সম্পর্কিত কাজকর্মের মতো অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিতে তরুণ বয়সীরা বিপুল সংখ্যায় কাজ করতে আসছেন। কৃষিকাজ থেকে সরে আসার এই প্রবণতার প্রধান কারণ হল কৃষিতে আর বাড়তি শ্রম সংযোজনের জায়গা নেই এবং শ্রম বাজারে যেসব শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীরা আসছেন তাদের কাছে কৃষিকাজজনিত রোজগার আদৌ আকর্ষণীয় নয়।

বেকারত্বের হার

বেকারত্বের হার বলতে বোঝায় সেই সব ব্যক্তিদের আনুপাতিক হিসাব, যারা কর্মপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কাজ পাননি এবং কাজের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। ২০১৫-'১৬ সালে ১৮-২৯ বয়ঃসীমার তরুণদের বেকারত্ব হার ছিল ১৩.২ শতাংশ (সারণি-৩) যা কিনা ত্রিশোর্ধ্ব (১.৬ শতাংশ) কর্মীদের বেকারত্ব হারের তুলনায় ৮ গুণ বেশি। এই যুবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তরুণীদের ক্ষেত্রে বেকারত্ব হার ছিল ২০ শতাংশ, যা কিনা তরুণদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (১১.৩ শতাংশ)। বেকারত্বের বিদ্যামানতা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে এবং তরুণদের তুলনায় তরুণীদের মধ্যে বেশি। শহরাঞ্চলে তরুণীদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার ২৮ শতাংশ যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক; যেখানে তরুণদের ক্ষেত্রে ওই হার রয়েছে ১১.৫ শতাংশে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ১৫-১৭ বয়ঃক্রমের তরুণদের এক সামান্য অংশ কর্মপ্রার্থী হলেও এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু বেকারত্ব হার ১৮-২৯ বয়ঃক্রমের মতোই উচ্চমাত্রায় রয়েছে। গ্রাম-শহর এবং পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে এই একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেকারত্বের প্রবণতা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের পরিমাপও ঊর্দ্ধগামী হচ্ছে (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। যেসব তরুণ বয়সীরা স্নাতক স্তর পর্যন্ত সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রম বা স্নাতক স্তরের ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে যারা স্নাতক বা তদূর্ধ্ব পাঠ্যক্রম উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ওই বেকারত্ব আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশ। আরও লক্ষণীয় হল শিক্ষিত তরুণীদের মধ্যে বেকারত্বের প্রবণতা শিক্ষিত তরুণদের চেয়ে অনেক বেশি।

১৮-২৯ বয়ঃসীমার শিক্ষিতা তরুণীদের মধ্যে যারা স্নাতক-পূর্ব অথবা স্নাতক-পর্যায়ের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করেছেন তাদের এক-তৃতীয়াংশই বেকার। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর তরুণীদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও বড়ো হয়ে উঠেছে কারণ এদের বেকারত্ব হার ৪৮ শতাংশ। এর অর্থ হল ভারতীয় শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ততা ছাড়াও মহিলাদের প্রতি বৈষম্যের প্রশ্নটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হতে পারে যে মহিলাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে না অথবা তাদের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার্থে পরিবহণ, ক্রেশের মতো পরিকাঠামোর অভাবও বাস্তব ঘটনা। আসল

সারণি-১
বয়ঃসীমা গোষ্ঠীর, ২০১৫-'১৬

ক্ষেত্র	১৫-১৭ বছর			১৮-২৯ বছর			৩০ বছর ও তদূর্ধ্বে		
	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি
গ্রামীণ	১১.১	৪.৩	৮.০	৬৩.১	১৯.১	৪২.৩	৮৯.০	২৯.৮	৬০.১
শহরাঞ্চলীয়	৪.০	১.৪	২.৮	৪৮.৬	১১.৮	৩০.৭	৮২.৬	১৬.৭	৫০.৪
মোট	**৯.৩**	**৩.৬**	**৬.৭**	**৫৯.৩**	**১৭.১**	**৩৯.২**	**৮৭.১**	**২৬.০**	**৫৭.৩**

সূত্র : শ্রম ব্যুরোর তরুণ কর্মসংস্থান ও তরুণ বেকারত্ব অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড ২০১৫-'১৬, ভারত সরকার উল্লেখ্য : UPS : Usual Principal Status M-Male, F-Female, P-Persons।

সারণি-২
বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীতে কাজকর্মভিত্তিক কর্মী বিভাজন বা Activity wise distribution of Workers, ২০১৫-'১৬

	১৫-১৭ বছর			১৮-২৯ বছর			৩০ বছর ও তদূর্ধ্ব		
	গ্রাম	শহর	গ্রাম + শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম + শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম + শহর
স্বনিযুক্ত	৪০.৮	৩০.৯	৩৯.৭	৪০.৫	৩৩.৩	৩৯.০	৫১.২	৪৩.৪	৪৯.২
মজুরি/বেতনভুক কর্মী	৫.১	১৮.৯	৬.৫	১৪.১	৩৭.৬	১৯.০	১০.৫	৩৩.৮	১৬.৫
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক	৩.৬	৭.৭	৪.০	৪.৬	৮.৪	৫.৪	২.৪	৪.৯	৩.০
অস্থায়ী শ্রমিক	৫০.৬	৪২.৬	৪৯.৭	৪০.৮	২০.৭	৩৬.৬	৩৫.৯	১৭.৯	৩১.০
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

সূত্র : শ্রম ব্যুরোর যুব কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড ২০১৫-'১৬, ভারত সরকার উল্লেখ্য : UPS : R-Rural, U-Urban।

কথা হল ভারত তার যুবসমাজকে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শহরাঞ্চলের তরুণীদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি মারাত্মক আকার নিয়েছে।

কয়েকটি সাম্প্রতিক সরকারি প্রয়াস

অতীতে তরুণদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু হলেও সেগুলির ফলাফল খুব একটা সন্তোষজনক হয়নি। এই প্রেক্ষিতেই তরুণদের মধ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে একাধিক নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে Startup India with Mudra (Micro Units Development and Refinance Agencey)। 'Standup India', প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, 'Ease of Doing Business', 'Startup Village Entrepreneurship Programme' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল :

সারণি-৩
বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর কর্মীদের কর্মভিত্তিক বিভাজন, ২০১৫-'১৬

ক্ষেত্র/শিল্প	১৫-১৭ বছর	১৮-২৯ বছর	৩০ বছর +
কৃষি ও কৃষি সহযোগী	৫৩.৪	৩৮.১	৪৭.২
খনন ও খাদান	১.৯	০.৯	১.১
শিল্পোৎপাদন	১৪.৫	১৩.২	৯.৬
বিদ্যুৎ গ্যাস ও জল সরবরাহ	০.২	০.৬	০.৬
নির্মাণ	১৪.৮	১৫.১	১০.০
ব্যবসা, হোটেল ও রেস্তোরাঁ	১২.২	১৯.৪	১৭.৫
পরিবহণ, মজুত এবং যোগাযোগ	১.১	৩.৭	৩.৯
আর্থিক, বিমা, রিয়াল এস্টেট ও ব্যবসায়িক পরিষেবা	১.৪	৮.৩	৯.২
গোষ্ঠী, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিষেবা	০.৬	০.৭	০.৮
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

সূত্র : যুব কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫-'১৬।

সারণি-৪
বয়ঃগোষ্ঠী অনুযায়ী বেকারত্ব হার, ২০১৫-'১৬

ক্ষেত্র	১৫-১৭ বছর			১৮-২৯ বছর			৩০ বছর ও তদূর্ধ্বে		
	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি
গ্রামীণ	১৮.৪	২২.৮	১৯.৫	১১.২	১৭.৯	১২.৭	০.৯	৩.৭	১.৬
শহরাঞ্চলীয়	২২.১	২১.৪	২২.০	১১.৫	২৭.৯	১৫.১	০.৭	৫.৩	১.৫
মোট	**১৮.৮**	**২২.৭**	**১৯.৮**	**১১.৩**	**২০.০**	**১৩.২**	**০.৯**	**৪.০**	**১.৬**

সূত্র : ভারত সরকারের শ্রম ব্যুরোর তরুণ কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫-'১৬।

● Startup India এবং Standup India :

সরকারি প্রয়াসে 'Startup India' এবং 'Standup India'-র সূত্রপাত হয় গত বছরের জানুয়ারি মাসে। উদ্দেশ্য হল ১০ হাজার কোটি টাকার একটি মেগা 'স্টার্ট আপ' তহবিল গঠন করে এবং কর রেহাই প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপন করাকে উৎসাহিত করা। এজন্য 'স্টার্ট আপ'-গুলির স্বার্থে বাধামুক্ত ও সহজ ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়ে নথিভুক্তকরণ, আইনগত রীতিনীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি ও কর রেহাই প্রভৃতির ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর অবধি ভারতে গঠিত Startup-এর সংখ্যা ৪৭০০। প্রকল্পটিতে প্রত্যাশিত সাড়া না পাওয়ায় এক বছরের মধ্যেই দুশো-র বেশি 'Startup' গুটিয়ে ফেলা হয়। চেষ্টা হয়েছে প্রকল্পটিকে 'স্বাভাবিক অগ্রগমন' বলে চিহ্নিত করার এবং বলা হয়েছে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে ২০ শতাংশের বেশি 'Startup'-এর অস্তিত্ব রক্ষা বেশ কঠিন ব্যাপার (India Startup Outlook Report, 2017) তা সত্ত্বেও আরোপণ হার বা attribution rate-এর প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। 'Standup India' প্রকল্প চালু হয় ২০১৬-এর জানুয়ারি মাসে। এটির উদ্দেশ্য হল তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলা ইত্যাদির মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ জোগানো। ২০১৬-এর ডিসেম্বর অবধি গৃহীত হিসাবে দেখা যায় 'Standup India' প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত হয়েছে ১৫৩৪১ জনের জন্য ঋণ যাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ২০৫৫, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্তদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫৬৮ ও ৭১৮ (ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রক, ২০১৭)।

● প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY) :

সরকারের আর একটি প্রকল্প PMMY-এর সূচনা হয় ২০১৫-এর এপ্রিল মাসে। এর উদ্দেশ্য হল অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র বাণিজ্য ইউনিটগুলির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। অগ্রগতি বা উন্নয়ন এবং ইউনিটের তহবিল চাহিদার মাপকাঠিকে ভিত্তি করে PMMY-র আওতায় তিন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। এগুলি হল শিশু (৫০ হাজার টাকা), কিশোর (৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা) এবং তরুণ (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা)। গত বছরের মার্চ অবধি গৃহীত হিসাবে দেখা যায় যে, PMMY প্রকল্পের আওতায় মোট ঋণ প্রদান ১.২৫ ট্রিলিয়ন ভারতীয় টাকারও বেশি। ৩২.৭ মিলিয়ন ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৩০.৩ মিলিয়নই হলেন শিশু ক্যাটেগরিভুক্ত।

● Startup Village Entrepreneurship Programme (SVEP) :

গ্রামাঞ্চলে উদ্যোগ পরিচালনাকে উৎসাহ দিতে সরকার SVEP চালু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সুসাধ্য স্বনিযুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রাম তথা তৃণমূল স্তরের নিজস্ব উদ্যমেই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথকে সুগম করা। আশা করা হচ্ছে যে, SVEP-এর সফল রূপায়ণ ২০১৫-'১৯ সালের মধ্যে চার বছরেই দেশের ২৪-টি

রাজ্যের ১২৫-টি ব্লকে ১.৮২ লক্ষ গ্রামীণ উদ্যোগ তৈরি করে সেগুলিকে মজবুত ভিতের ওপর স্থাপন করবে। প্রকল্পটি দ্বারা প্রায় ৩.৭৮ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে। এটির সাফল্য ক্রমবর্দ্ধমান গ্রামীণ যুব জনগোষ্ঠীর সামনে স্বনিযুক্তি-নির্ভর বিকাশের এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনা এনে দেবে।

উপসংহার

সামগ্রিক জনসংখ্যায় তরুণদের অনুপাতকে ভারতীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের ইদানীংকার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যক তরুণদের জন্য ভালো শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার। কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ যে কতটা দুরূহ বিশেষ করে শিক্ষিত যুব সমাজের ক্ষেত্রে তা উল্লিখিত বিশ্লেষণে স্পষ্ট করা হয়েছে। এটাও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মহিলাদের বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণে হারের নিরিখে ভারতের অবস্থান সবার নিচে এবং কর্মপ্রার্থী তরুণ মহিলাদের বেকারত্ব হার যথেষ্ট বেশি। নিঃসন্দেহে সরকারি প্রকল্পগুলির অভিমুখ সঠিক পথেই রয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টিকে অর্থনীতির ম্যাক্রো (Macro) তথা অন্যান্য নীতিসমূহের অঙ্গ হিসাবেই দেখা দরকার। অনস্বীকার্য যে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতি তেমন কৃতকার্য হয়নি তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিকে উপযুক্ত নীতিকৌশল গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় মধ্য ও পূর্ব-ভারতের এক বিস্তীর্ণ এলাকা পিছিয়ে রয়েছে। এ ধরনের আঞ্চলিক অসাম্য দূর করে জোর দিতে হবে স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা যাতে তাদের নিজ অঞ্চলেই কাজের সুযোগ পান তার ওপর। এছাড়া যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিতে হবে মহিলা কর্মসংস্থানের সঠিক নীতি-কৌশল রচনার ওপর। জনসংখ্যার ইতিবাচক দিকগুলি চরিতার্থ করার অন্যতম শর্ত হল দেশের বিকাশ হারকে দ্রুততর করা। এ কাজে ব্যর্থ হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।❑

সারণি-৫
শিক্ষার মান ও বয়ঃগোষ্ঠী এবং বেকারত্ব হার (U.P.S), ২০১৫-'১৬

শিক্ষাগত মান/যোগ্যতা	১৮-২৯ বছর			৩০ বছর ও তদূর্ধ্ব		
	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি	পুরুষ	মহিলা	ব্যক্তি
নিরক্ষর	৪.০	৬.২	৪.৯	০.৬	৩.০	২.২
প্রাথমিকের নিচে	৪.৮	৫.৮	৫.১	০.৬	১.৯	১.৬
প্রাথমিক	৫.৫	৮.০	৬.২	০.৬	২.৩	১.০
উচ্চ প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক	৯.২	১৭.১	১০.৪	০.৭	৪.৮	১.৬
স্নাতক স্তরের নিচে সার্টিফিকেট, কোর্স	২১.৩	৩১.৩	২৩.৫	০.৬	১১.২	২.৪
স্নাতক স্তরে ডিপ্লোমা	২০.৯	৩৩.১	২৩.০	১.০	৭.৬	১.৪
স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	২৯.৭	৪৭.৭	৩৪.৮	২.৩	১৩.৫	৬.২
মোট	**১১.৩**	**২০.০**	**১৩.২**	**০.৯**	**৪.০**	**১.৬**

সূত্র : ভারত সরকারের শ্রম ব্যুরোর তরুণ কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব বিষয়ক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫-'১৬।

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জি :

- India startup outlook report, (2017), 'Innoven Capital : India startup outlook report, 2017', accessed from http://www.innovencapital.com/sites/default/files/on 12 May, 2017
- Institute for Human Development (2014), India Labour and Employment Report 2014, India Employment Report 2016, Delhi
- Labour Bureau (2017), 'Youth Employment and Unemployment Scenario, Vol. II, 2015-16', accessed from http://labourbureau.nic.in/EUS_5th_Vol_2.pdf on 10 May, 2017
- Ministry of Finance, GoI (2017), 'Year End Review, Department of Financial Services, and Ministry of Finance' accessed from ttp://pib.nic.in/newsite/PrintRelease. aspx?relid = 156054 on 12 May, 2017
- Mitra, Arup, Verick, Sher (2013). "Youth employment and unemployment : an Indian perspective". ILO Asia-Pacific, DWT for South Asia and Country Office for India, New Delhi : ILO, Working Paper Series.
- Nasscom and Zinnov (2016) 'Indian Start-up Eco-System Maturing' NASSCOM, 2016, New Delhi accessed from www.nasscom.in/download/summary_file/fid/135625 on 12 May, 2017.

যুবসমাজ : পরিবর্তনের হোতা

সুনীতা সাংহি

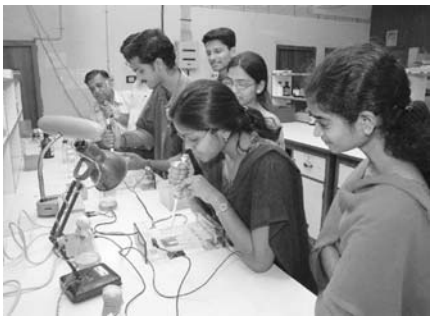

দেখা যাচ্ছে এক স্ববিরোধী পরিস্থিতি—যুবারা কাজ খুঁজছে ও শিল্প চাইছে দক্ষ কর্মী। কিন্তু না জুটছে যুবাদের কাজ, না শিল্প পাচ্ছে দক্ষ কর্মী। দক্ষতার অভাবে যুবারা কাজ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। এর কারণ, এক বিশেষ ধরনের দক্ষতার চাহিদার তুলনায় জোগান হয়তো বা বেশি; বা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উপযুক্ত কাজ পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে অসঙ্গতি, অনেক প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষতা হয়তো অচল বা সেকেলে হয়ে পড়েছে।

২০১৪-র ১৫ আগস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "দক্ষতা ভারতকে আরও উন্নত করে গড়ে তুলছে। ভারতকে উন্নয়নের পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, দক্ষতার বিকাশ আমাদের মিশন হওয়া উচিত।"

ভারত এ সময়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত অবস্থান্তরের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে। লোকজনের ৬৫ শতাংশ কাজকর্ম করার বয়স, অর্থাৎ ১৫-৫৯-এর মধ্যে পড়ে। জনসংখ্যার বেশিরভাগ প্রৌঢ়, এমন সব অর্থনীতির দেশে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশ্বের দক্ষতার ঘাঁটি বা মূলকেন্দ্র হয়ে উঠতে এ এক মস্ত সুবিধে। এজন্য আমাদের উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করা দরকার।

২০১৪-র জাতীয় যুব নীতি মোতাবেক ১৫-২৯ বছর বয়সিরা যুবার সংজ্ঞায় পড়ে। এই যুবাদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনে আছে রকমফের। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী যুবারা জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ। ভারতের মোট জাতীয় আয়ে এদের অবদান ৩৪ শতাংশ। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এই অংশভাক বাড়াতে হলে চাই কর্মীবাহিনীতে তাদের আরও বেশিমাত্রায় যোগদান এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। তাদের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং দক্ষ কর্মী জোগানোয় ভারতকে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে সক্ষম করার জন্য এখন দরকার যুবাদের ক্ষমতায়ন।

জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত যে সুবিধে ভোগ করে, তা দেশের সব জায়গায় সমান নয়। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপদ্বীপ এবং সমুদ্র থেকে দূরের মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের মধ্যে এর ফারাক বেশ স্পষ্ট। উপদ্বীপ রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার ধাঁচ অনেকটা চিন ও কোরিয়ার মতো, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত ওঠানামা করে। সমুদ্র থেকে দূরবর্তী রাজ্যগুলিতে তুলনায় যুবার অনুপাত বেশি, কিছু সময়ের জন্য এদের সংখ্যা বাড়ছে, এই শতকের মাঝামাঝি নাগাদ স্থিতাবস্থায় পৌঁছবে। জনসংখ্যাগতভাবে, ভারত তাই দু' ধরনের। নীতিগত পদক্ষেপের তাৎপর্যও আলাদা। শীঘ্র প্রৌঢ়ের সংখ্যা বেশি হতে চলা ভারতে (উপদ্বীপ ভারতে) বয়স্ক ও তাদের প্রয়োজনের দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া দরকার হবে। কম বয়সিদের ভারতে (সমুদ্র থেকে দূরবর্তী রাজ্যগুলি) শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের দিকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

এসব রাজ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা/দক্ষতার জন্য যুবাদের হাজির করানোটা অবশ্য শক্ত। এজন্য দায়ি হচ্ছে তাদের ঘর ছেড়ে না নড়ার ইচ্ছে, প্রশিক্ষণের জন্য টাকা খরচের অক্ষমতা, নিয়োগকর্তাদের তরফ থেকে মদতের অভাব, লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা, সচেতনতায় খামতি ইত্যাদি ইত্যাদি। যুবাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি তলিয়ে দেখতে শ্রমের বাজারে তাদের অংশগ্রহণের দিকে এক ঝলক নজর দেওয়া দরকার।

[সুনিতা সাংহি নীতি আয়োগের পরামর্শদাতা (দক্ষতা বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং নগরায়ন ব্যবস্থাপনা)। ই-মেল : sunitasanghi1906@gmail.com]

● **যুবারা ও শ্রম বাজার :**

সারণি-১-এ দেওয়া শ্রম বাজারের লক্ষণ যথা, কর্মীবাহিনীর অংশগ্রহণের হার (নিযুক্ত বা কাজ খুঁজছে), কর্মী সংখ্যার অনুপাত ও বেকারি হার থেকে ভারতে যুবাদের জন্য শ্রম বাজারের অবস্থা বেশ বোঝা যায়।

সারণি থেকে স্পষ্ট, নারী-পুরুষ ও স্থান নির্বিশেষে শ্রমিক বাহিনীতে সব বয়স গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের হার যাচ্ছে কমে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এই হার অবশ্য কমেছে সবচেয়ে বেশি। গ্রামে কাজের সুযোগের অভাব বা সামাজিক/ধর্মীয় প্রথা হয়তো এজন্য দায়ি। শহর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে কম বয়সি পুরুষগোষ্ঠীর হার নামাটা শ্রম বাজারে ঢোকার আগে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাদের শিক্ষায় লেগে থাকার ইঙ্গিত দেয়।

বেকারি প্রসঙ্গে বলতে হয় সব শ্রেণিতে জুড়ে এটা ঘোরাফেরা করেছে ৬.১ শতাংশ থেকে ১৫.৬ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি ১৫.৬ শতাংশ বেকারি ছিল শহরের মহিলাদের (১৫-২৯ বছর বয়সি)। পরিবার থেকে সাহায্য মেলায় এদের হয়তো কাজের দরকার হয়নি। যুবাদের মধ্যে ১৫-১৯ বছর বয়স গোষ্ঠীর বেকারি সবচেয়ে বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বেকারি কমে এলেও জাতীয় গড়ের চেয়ে তা বেশি থেকে যায়।

যুব সম্প্রদায়, বিশেষত শিক্ষিত যুবাদের মধ্যে বেকারি বেশি থাকাটা জনসংখ্যাগত সুবিধের সুফল লাভের পক্ষে এক অন্তরায়। ২০১১-'১২-র তথ্য অনুসারে শিক্ষিত যুবাদের মধ্যে বেকারির উচ্চ হার কাজের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি ও কাজ এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তালমিল না থাকার ইঙ্গিতবাহী। সারণি-২ থেকে দেখা যায় যে শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষিত নয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যেও বেকারি বেশ চড়া।

সারণি-১
বিভিন্ন বয়সগোষ্ঠীর যুবাদের মধ্যে শ্রমিক বাহিনীতে অংশগ্রহণের হার, কর্মী সংখ্যার অনুপাত ও বেকারত্বের হার

	গ্রামীণ পুরুষ					
	১৯৯৯-২০০০			২০১১-২০১২		
	শ্রমিকবাহিনীতে অংশগ্রহণের হার	কর্মী সংখ্যার অনুপাত	বেকারত্বের হার	শ্রমিকবাহিনীতে অংশগ্রহণের হার	কর্মী সংখ্যার অনুপাত	বেকারত্বের হার
১৫-১৯	৫৩২	৫০৩	৬.৫	৩৩৩	৩০৩	১১.৪
২০-২৪	৮৮৯	৮৪৪	৬.২	৭৮৮	৭৪২	৬.৯
২৫-২৯	৯৭৫	৯৫০	৩.২	৯৬৩	৯৪২	২.৮
১৫-২৯	—	৭৪১	৫.১	—	৬১৬	৬.১
মোট	**৫৪০**	**৫৩১**	—	**৫৫৩**	**৫৪৩**	—
	গ্রামীণ মহিলা					
১৫-১৯	৩১৪	৩০৪	৩.১	১৬৪	১৫৬	৮.০
২০-২৪	৪২৫	৪০৯	৪.৯	২৯৭	২৭৮	৯.৯
২৫-২৯	৪৯৮	৪৯১	২.৪	৩৬৯	৩৫৭	৫.৮
১৫-২৯	—	৪০০	৩.৭	—	২৫৮	৭.৮
মোট	**৩০২**	**২৯৯**	—	**২৫৩**	**২৪৮**	—
	শহরাঞ্চলের পুরুষ					
১৫-১৯	৩৬৬	৩১৪	১৫.৪	২৫৬	২২৩	১৪.৪
২০-২৪	৭৫৫	৬৫৮	১৩.৯	৬৬৪	৫৯৪	১১.৬
২৫-২৯	৯৫১	৮৮৩	৭.৫	৯৫১	৯০৬	৫.৩
১৫-২৯	—	৫৯৩	১১.৫	—	৫৫৮	৮.৯
মোট	**৫৪২**	**৫১৮**	—	**৫৬৩**	**৫৪৬**	—
	শহরাঞ্চলের মহিলা					
১৫-১৯	১২১	১০৫	১৫.৫	৮৯	৭৮	১৫.৩
২০-২৪	১৯১	১৫৫	২৫.৮	১৯৭	১৬০	২১.৯
২৫-২৯	২১৪	১৯৪	১৫.৮	২৫৩	২৩১	১০.৮
১৫-২৯	—	১৪৯	১৯.৯	—	১৫৭	১৫.৬
মোট	**১৪৭**	**১৩৯**	—	**১৫৫**	**১৪৭**	—

উৎস : জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (এনএমএসও) কর্মসংস্থান ও বেকারি সংক্রান্ত বিভিন্ন দফার সমীক্ষা।

টীকা : (১) শ্রমিক বাহিনীতে অংশগ্রহণের হার (এই হার নির্ধারিত হয় শ্রমিক বাহিনীতে (কাজে নিযুক্ত ও বেকার উভয়কে ধরে) ১০০০ ব্যক্তি/ব্যক্তি দিবসপিছু ব্যক্তি/ব্যক্তি-দিবস-এর সংখ্যা।
(২) কর্মী সংখ্যার অনুপাত হল ১০০০ ব্যক্তি/ব্যক্তি দিবসপিছু নিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তি দিবস-এর সংখ্যা।
(৩) বেকারি হার (শ্রমিক বাহিনীতে প্রতি ১০০০ ব্যক্তি/ব্যক্তি দিবসে ব্যক্তি/ব্যক্তি দিবসের বেকারত্বের সংখ্যা)।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে এক স্ববিরোধী পরিস্থিতি—যুবারা কাজ খুঁজছে ও শিল্প চাইছে দক্ষ কর্মী, কিন্তু না জুটছে যুবাদের কাজ, না শিল্প পাচ্ছে দক্ষ কর্মী। দক্ষতার অভাবে যুবারা কাজ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। এর কারণ, এক বিশেষ ধরনের দক্ষতার চাহিদার তুলনায় জোগান হয়তো বেশি; বা শিক্ষাগতযোগ্যতা ও উপযুক্ত কাজ পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে অসঙ্গতি; অথবা প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষতা হয়তো অচল বা সেকেলে হয়ে পড়েছে।

বেকারদের মধ্যে প্রায় ৪৯ শতাংশ হচ্ছে কম বয়সি কর্মপ্রত্যাশী। ৯৩ শতাংশ কর্মসংস্থান হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ভারতে ভালোমতো শিক্ষিত যুবাদের এক বড়ো অংশ বেকার, আধা বেকার, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে বা অনিশ্চিত কাজে লেগে আছে। দক্ষতা সংক্রান্ত একেবারে হালফিল ২০১৭-র প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে ৪০ শতাংশের মত শিক্ষিত যুবা কাজ পাওয়ার যোগ্য। কর্মস্থলের দীনহীন দশা, কাজ চলে যাওয়ার ভয়, বাজারের পক্ষে উপযুক্ত দক্ষতার অভাব, তথ্যের অসঙ্গতি, দক্ষতার উন্নয়ন বিষয়ে

অপরিণত ধ্যানধারণা—এসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। উপরের এসব তথ্য, বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে দরকার হচ্ছে : (১) চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা জোগান, (২) পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কর্মী ও সংস্থাকে সাহায্য, (৩) ভবিষ্যতের শ্রম বাজারের চাহিদা মাফিক দক্ষতা গঠন। প্রশ্ন হচ্ছে নিয়োগযোগ্যতায় উন্নতির স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল কিভাবে ঠিক করা যায়।

● নিয়োগযোগ্যতার জন্য প্রচেষ্টা :

জনসংখ্যা সংক্রান্ত সুবিধে কাজে লাগানো ও যুবাদের নিয়োগযোগ্য করতে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগের জন্য নতুন নীতি-সহ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন মিশন চালু হয় ২০১৫ সালে। শ্রম বাজারে সবসময় দক্ষ মানুষের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা, চাহিদা অনুসারে জোগানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্দক্ষ করে তোলা, আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশনে সহায়তা করতে জাতীয় দক্ষতা শিক্ষণ কাঠামো গঠনের পক্ষে সওয়াল, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সংযোগ ও সঙ্গতি এবং উদ্যোগে অনুঘটকের ভূমিকা নেওয়ার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে এই মিশন। মিশনের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রকের মিলেমিশে কাজ করার বাতাবরণ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন দুর্বলগোষ্ঠীর কাছে কর্মসূচিগুলির নাগাল পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় খুব জোর দেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণি থেকে বৃত্তিমূলক স্কুল শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং পাঠক্রম তৈরিতে শামিল করা হয়েছে শিল্পমহলকে, প্রায়োগিক (প্র্যাকটিক্যাল) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সহায়তা; শিল্পের চাহিদার দিকে নজর রেখে পাঠক্রম চালু করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলির (আইটিআই) খোলনলচে বদল, অংশীদার শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে নমনীয় সমঝোতাপত্র (ফ্লেক্সি এমওইউ), আরও বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার; শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণে গুরুত্ব—তাদের জন্য ওয়েব পোর্টাল এবং শিক্ষানবিশ নিয়োগে নমনীয়তা; পরিবর্তনশীল কর্মজগতের দক্ষতার প্রয়োজন ও শিল্প মহলের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি পদ্ধতিতে বহুমুখী দক্ষতা অর্জনে উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার নতুন প্রতিষ্ঠান; বহুসংখ্যক যোগ্য ইন্সট্রাকটরের একটি পুল বা ভাণ্ডার গঠন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পাঠক্রম ও শিক্ষা প্রণালী নিয়ে গবেষণার জন্য কয়েকটি দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় (স্কিল ইউনিভার্সিটি) গড়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

সারণি-২
২০১১-'১২-র শিক্ষার স্তর অনুযায়ী বেকারত্বের হার

সাধারণ শিক্ষা স্তর	বেকারত্বের হার (১৫-২৯ বছর)			
	গ্রামীণ		শহরাঞ্চলে	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
নিরক্ষর	২.৩	০.৮	২.৫	১.৬
সাক্ষর ও প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত	৩.২	০.৬	৪.৮	৪.৩
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত	৪.২	৪.৬	৫.১	৫.৮
মাধ্যমিক	৪.৬	৮.৬	৫.৫	১৫.১
উচ্চমাধ্যমিক	৬.৫	১৩.৮	১২.০	১৪.৬
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট	১৫.৯	৩০.০	১২.৫	১৭.৩
স্নাতক ও উচ্চতর	১৯.১	২৯.৬	১৬.৩	২৩.৪
মোট	**৫.০**	**৪.৮**	**৮.১**	**১৩.১**

যুবাদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক-সহ ২০-টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিভিন্ন উদ্যোগকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ফেলা যায়—সাধারণ, অঞ্চল ও ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মসূচি। দক্ষতার প্রয়োজন মেটাতে আছে ১৩ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান, ৪ হাজার + পলিটেকনিক এবং ২০ হাজারের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক। এরা জীবনভর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক কর্মীর দক্ষতার পুঁজি অতি অল্পই। দক্ষতার মানোন্নয়ন ও পুনর্দক্ষ করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শ্রমের বাজারে ঢুকতে মাধ্যমিক স্কুল ছুটদের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের আর একটা সুযোগ করে দিচ্ছে এই যোজনা।

ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট এজেন্সি, ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক-এর মতো সার্বিক বিষয় নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। এর ফলে খরচ, স্থায়িত্ব ও পাঠক্রমে সমতা আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য অভিন্ন রীতিনীতি চালু করার সুবিধে হবে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য তথ্যে সাযুজ্য আনার সমস্যার সমাধানে শ্রম বাজার তথ্য ব্যবস্থার জন্য এজেন্সি সাহায্য করবে, দেশে দক্ষতার অগ্রগতির দিকে নজর রাখবে ইত্যাদি। ২০১৫-র নীতিতে ধার্য লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকাঠামো জোরদার করতে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রচেষ্টায় অনুঘটকের ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছে ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন বা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম। ক্ষেত্রীয় দক্ষতা পর্ষৎ, শিল্পমহল পরিচালিত সংস্থারা পাঠক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণে সহায়তা করছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগদানকারী গরিব ছাত্রদের জন্য সরকার দক্ষতা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে।

প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও, উপযুক্ত দক্ষতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুব শক্তিকে কাজে লাগাতে আরও অনেক কিছু করা দরকার। যুব শক্তিকে কাজে লাগানোর স্ট্যাটেজি বা কৌশলের মূল উপাদানগুলি নিয়ে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

যুব শক্তিকে কাজে লাগানো : আরও কী কী দরকার

(১) যুবাদের আশা-আঙ্ক্ষার হদিশ রাখা : আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ভদ্রস্থ

কাজ জোটানোর সুযোগ পেতে সহায়তা জোগানোর জন্য যুবাদের আকাঙ্ক্ষার হদিশ রাখা সুস্থায়ী দক্ষতা উন্নয়নের এক মূল কথা। প্রশিক্ষণের জন্য ২০১১-'১২-র তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রাম ও শহরে কিছু নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তির দিকে ঝোঁক। ২২.৩ শতাংশ পুরুষ ড্রাইভিং এবং মোটর মেকানিকের কাজে প্রথাগত প্রশিক্ষণ নিয়েছে বা নিচ্ছে। শহরে পুরুষদের ২৬.৩ শতাংশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেয়। বস্ত্র সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নেয় গ্রামাঞ্চলের ৩২.২ শতাংশ মহিলা। শহরে মেয়েদের মধ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে আগ্রহ সবচেয়ে বেশি, ৩০.৪ শতাংশ। এসব তথ্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগমের স্কিল গ্যাপ রিপোর্ট বা দক্ষতার চাহিদা ও জোগানের ফারাক সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পাশে রাখলে চাহিদা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির জোগানের মধ্যে বেমানানটা ধরা পড়ে। নিগমের প্রতিবেদন অনুসারে বেশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলি দক্ষ কর্মী আকর্ষণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। ১ নং ক্রোড়পত্রে নিগমের দক্ষতার চাহিদা ও জোগানের ফারাক সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত আকাঙ্ক্ষা মেট্রিক্সে এর সমর্থন মেলে এবং তা চাহিদা ও জোগানে ভারসাম্য আনতে আকাঙ্ক্ষার হদিশ রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে। এই মেট্রিক্সে দেখা যায় অধিকাংশ রাজ্যে নির্মাণ, পরিবহণ, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-সহ সহযোগী কাজকর্মের মতো ক্ষেত্রে চাহিদা বেশি কিন্তু এসব কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুকদের সংখ্যা কম।

চাহিদা-জোগানের তালমিল ও অর্থনীতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাই আকাঙ্ক্ষার হদিশ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতায় উৎকর্ষের জন্য স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলে তা যুবাদের দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে। অল্প বয়স থেকে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হলে কায়িক শ্রম সম্পর্কে ধ্যানধারণা বদলাতে তা সাহায্য করবে। শ্রমিকশ্রেণির কাজ সম্ভ্রমের চোখে দেখা হবে। দক্ষতা কর্মসূচি জনপ্রিয় করতে ও আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে দক্ষতা অর্জনের জন্য যুবাদের জড়ো করার সুবিধে হবে।

(২) দক্ষতার জন্য যুবাদের সমাবেশ ঘটানো এক বড়ো কথা :

২০১৫-র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ নীতির হিসেব মতো ২০২২ সাল নাগাদ ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ করে তোলা দরকার। এছাড়া পুনর্দক্ষ করে তোলা ও দক্ষতার উন্নতি চাই ২ কোটি ৯০ লক্ষ কর্মীর। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের জন্য দেশজুড়ে ছাত্র ও যুবাদের জড়ো করা প্রয়োজন। কতটা ভালোভাবে আমরা এই সমাবেশ করতে পারব তার উপর নির্ভর করছে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাফল্য। এখন প্রার্থী জোগাড় করার কাজ প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের। বৃত্তিমূলক কোর্স ও শ্রম বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে তথ্যের অভাবে যুবাদের প্রশিক্ষণে তেমন একটা টেনে আনা যাচ্ছে না। এর খরচপাতিও অনেকের সঙ্গতির বাইরে। এছাড়া আছে বাড়ি ছেড়ে দূরে যাওয়ায় অনীহা, সেকেলে পাঠক্রম ইত্যাদি। সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল। দক্ষতা উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজকে যুক্ত করা ও স্থানীয় পরিবর্তনকারীদের গড়ে তোলার এক নয়া দিশা দেখাচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকারের স্কিল সখি মডেল। এই ব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মেয়েদের একত্র করার কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্থানীয় মহিলাদের। স্থানীয় পুর বা পঞ্চায়েত কর্মকর্তারা পরিবর্তনকারীর ভূমিকা নিতে পারেন এবং যুবাদের তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে সাহায্য করতে পারেন। আধার কার্ড, ভোটার পরিচয় পত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর সঙ্গে যুক্ত স্মার্ট সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট মডেলের পোর্টালে এসব তথ্য ঢোকানো যেতে পারে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার, অভিভাবকদের বোঝানো এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য যুবাদের তালিকা তৈরি ইত্যাদি কাজের ভারও কর্মকর্তাদের দেওয়া যায়।

স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ-সহ এক জাতীয় সচেতনতা অভিযান এবং শ্রম বাজারের পরিস্থিতি তুলে ধরতে রোল মডেল নিয়োগ করলে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বহু যুবা আকৃষ্ট হবে।

(৩) বৈচিত্র্য :

ভারতের শ্রম বাজারে ক্ষেত্র, লিঙ্গ ও স্থানগত বিভিন্নতা আছে। শ্রমের বাজারে অসংগঠিত কর্মসংস্থানেরই বাড়বাড়ন্ত (৯৩ শতাংশ), সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে শ্রমিকদের মাত্র ৭ শতাংশ। দুই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের। অসংগঠিত ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর শ্রম বিভাগ দেখিয়ে দেয় দক্ষতায় বিশেষ জ্ঞান বা স্পেশালাইজেশন এর খামতি এবং কাজ করতে করতে শেখার ধ্যানধারণার জন্য মার খায় উৎপাদনশীলতা। আরও দক্ষ কর্মীর জন্য জাতীয় শিক্ষানবিশি কর্মসূচি কাজে লাগানো দরকার।

মেয়েরা হচ্ছে জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ শতাংশ। শ্রমিকবাহিনীতে তারা কিন্তু মাত্র ২২ শতাংশের মতো। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মহিলাদের সামর্থ্য তৈরি হলে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তারা যুক্ত হলে, দেশের উন্নয়ন বাড়বে লাফিয়ে লাফিয়ে।" এই মুহূর্তে শ্রমের বাজারে প্রবেশের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে মহিলাদের দক্ষতা ও পুনর্দক্ষতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া চাই। মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট নীতিগত হস্তক্ষেপে তাদের দক্ষ ও পুনর্দক্ষ করে তোলা, নিয়োগকারীদের তরফে তাদের কাজে নিতে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলা এবং কর্মী হিসাবে সমাজকে তারা যাতে কিছু প্রতিদান দিতে পারে, মহিলাদের তার সুযোগ দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ধরাবাঁধা গতের গণ্ডি পেরিয়ে ভিন ধরনের কাজকর্মে যোগ দিতে মেয়েদের উৎসাহ দেওয়া চাই। এ ব্যাপারে জিন্দাল সংস্থার সাহায্যে ইস্পাত ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য মেয়েদের সক্ষম করে তুলতে হরিয়ানা সরকারের উদ্যোগ অনুসরণযোগ্য।

শুধুমাত্র ক্ষেত্র বা লিঙ্গগত ফারাক নয়, দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামোরও ঘাটতি আছে। সরকারি ও বেসরকারি আইটিআই-গুলির ৬৭ শতাংশ দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

ক্রোড়পত্র-১

আকাঙ্ক্ষা মেট্রিক্স (ASPIRATION MATRIX)

জনবিন্যাসগত দিক থেকে থেকে এগিয়ে থাকা রাজ্য	বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির চাহিদা	যুবাদের আকাঙ্ক্ষা		
		উচ্চ	গড়পড়তা	নিম্ন
উত্তরপ্রদেশ	বিল্ডিং, নির্মাণ ও রিয়াল এস্টেট, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা এবং ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা ও বিমা	তথ্যপ্রযুক্তি, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা এবং গণমাধ্যম ও বিনোদন	BFSI, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আতিথেয়তা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	বিল্ডিং ও নির্মাণ, পরিবহণ, কৃষি ও কৃষি সহযোগী, বয়ন, অন্যান্য উৎপাদন ওষুধ/ভেষজ
দিল্লি	খুচরো ব্যবসা, নির্মাণ, পরিবহণ, বাড়ির কাজের লোক, তথ্য-প্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা ও বিমা (BFSI)	খুচরো ব্যবসা তথ্যপ্রযুক্তি ও BPO, শিক্ষা, মোটর ও মোটর যন্ত্রাংশ, সরকারি প্রশাসন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বস্ত্র ও পোশাক, বৈদ্যুতিন ও হার্ডওয়্যার	নির্মাণ, পরিবহণ, আথিতেয়তা, BFSI, মোটর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গণমাধ্যম ও বিনোদন, ধাতব সামগ্রী, অধাতব সামগ্রী, ছাপা ও প্রকাশনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক ও ভেষজ	বাড়ির কাজে সাহায্যকারী, নিরাপত্তা রক্ষী, পাইকারী ব্যবসা, কাঠ ও আসবাবপত্র, রিয়েল এস্টেট পরিষেবা
ঝাড়খণ্ড	বিল্ডিং ও নির্মাণ, পর্যটন, আতিথেয়তা ও ভ্রমণ, বাণিজ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রিয়েল এস্টেট পরিষেবা, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, বস্ত্র ও পোশাক, মোটর, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্রসমূহ	পর্যটন, আতিথেয়তা ও ভ্রমণ, বাণিজ্য, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসায়িক পরিষেবা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জল সরবরাহ	বিল্ডিং ও নির্মাণ, খনন, হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা, চর্ম ও চর্মজাত পণ্য, রসায়ন ও ভেষজ
মধ্যপ্রদেশ	নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, বস্ত্র, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ	তথ্যপ্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ মোটর ও মোটর যন্ত্রাংশ, গণমাধ্যম/বিনোদন	আতিথেয়তা, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা, বস্ত্র, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ	নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, বস্ত্র, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ
রাজস্থান	ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ও তথ্য-প্রযুক্তি, মোবাইল সারাই, ওয়্যারিং ও মেরামতি (বাড়িতে), মোটর মিস্ত্রি, ক্যুরিয়ার ডেলিভারি, বিক্রি ও বিপণন, রত্ন ও গহনা, হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁত	ইলেকট্রিক মিস্ত্রি	হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প	কম্পিউটারভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি, মোবাইল সারাই, ওয়্যারিং ও মেরামতি (বাড়িতে), ক্যুরিয়ার ডেলিভারি, বিক্রি ও বিপণন, রত্ন ও গহনা
পশ্চিমবঙ্গ	নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, MSME, পাটজাত সামগ্রী, কৃষিজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	তথ্যপ্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা, সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং-মোটর, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, রত্ন ও গহনা	পর্যটন, আতিথেয়তা ও ভ্রমণ, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ যোগাযোগ, রাবার ও প্লাস্টিক, বৈদ্যুতিন ও হার্ডওয়্যার	নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, MSME, পাটজাত সামগ্রী, কৃষিজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
মহারাষ্ট্র	তথ্যপ্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র-সমূহ, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা, নির্মাণ, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, রাসায়নিক ও ভেষজ, রত্ন ও গহনা	তথ্যপ্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র-সমূহ, সংগঠিত খুচরো ব্যবসা, পর্যটন, আতিথেয়তা ও ভ্রমণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোটর ও মোটর যন্ত্রাংশ	গণমাধ্যম ও বিনোদন, BFSI, পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ, বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ	বিল্ডিং ও নির্মাণ, অন্যান্য শিল্পোৎপাদন, কৃষি ও কৃষি সহযোগী কাজকর্ম, রাসায়নিক ও ভেষজ, রত্ন ও গহনা
তামিলনাড়ু	খুচরো ব্যবসা, নির্মাণ, ভ্রমণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা, গাড়ি শিল্প, BFSI	গাড়িশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র, পর্যটন, ভ্রমণ ও আতিথেয়তা, খুচরো ব্যবসা, BFSI, বৈদ্যুতিন ও হার্ডওয়্যার, শিক্ষা	বস্ত্র, গণমাধ্যম ও বিনোদন, পরিবহণ, পণ্য পরিবহণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, রিয়েল এস্টেট	চর্ম, নির্মাণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রত্ন ও গহনা, রাসায়নিক ও ভেষজ, আসবাবপত্র, কৃষি, হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প

সূত্র : জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগমের "Skill Gap Reports 2012", পরিসংখ্যান সকংলন করেছেন ড. সাক্ষী খুরানা, নীতি আয়োগ

আইটিআই-এ মোট আসন সংখ্যার ৬০ শতাংশ এই দুই অঞ্চলে। উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে আছে মাত্র ৩৩ শতাংশ আইটিআই এবং ৪০ শতাংশ আসন। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি অঞ্চলে রাজ্যগুলির মধ্যেও আছে বিস্তর পার্থক্য। উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া চাই। এই দু' অঞ্চল থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে পাড়ি জমানো শ্রমিকদের পুনর্দক্ষতা ও দক্ষতার জন্য সেখানকার প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধে যথাসম্ভব কাজে লাগানো উচিত। এছাড়া ভিন অঞ্চল বা রাজ্যে কাজ করতে ইচ্ছুকদের জন্য তাদের নিজ রাজ্য এবং গন্তব্য রাজ্যে সহায়তা কেন্দ্র খোলার কথাও ভাবা দরকার। পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্ম প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ভাবী কাজের প্রস্তুত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে পাঠক্রম সংশোধনে সরাসরি অংশগ্রহণ বা কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রের পটুতাকে ব্যবহার করতে হবে।

(৪) দ্বিতীয় সুযোগ : পুনর্দক্ষতা/দক্ষতা বাড়ানোয় গুরুত্ব ও আগের শিক্ষায় স্বীকৃতি :

মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরনোর আগেই পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দেয় পড়ুয়াদের এক বড়ো অংশ। দ্বাদশ যোজনার হিসেবে এই স্কুল-ছুটের আওতায় পড়ে ৪৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী। ফলে শ্রম বাজারে কর্মপ্রার্থী হওয়ার সময় তাদের দক্ষতা থাকে খুব নিরেস এবং মজুরি জোটে যৎসামান্য। এদের জন্য চাই দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ। নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় স্তরে আছে বহু কর্মসূচি। কিন্তু জাতীয় নীতিতে উল্লেখিত লক্ষ্যপূরণে দক্ষতা, পুনর্দক্ষতা ও দক্ষতার উন্নয়নের জন্য কর্মসূচিগুলির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকা দরকার। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এ ধরনের কর্মীদের শনাক্ত করা। দক্ষতায় ঘাটতি থাকার বিশ্লেষণ, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয়সূচি তৈরি এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থায় নেমে পড়তে হবে। টাকাকড়ির সদ্ব্যবহার, প্রশিক্ষণের সুবাদে কাজ, মজুরি, জীবনযাত্রা ও উৎপাদনশীলতার মানোন্নয়ন বাস্তবে কতটা হচ্ছে তা ভালো করে বোঝার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়নে একচুলও ফাঁক রাখা চলবে না।

আগেকার শিক্ষাদীক্ষারও স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। যারা আগে কর্মী হিসেবে ঢুকেছে, অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু কোনও সার্টিফিকেট নেই এবং কারিগর ও হস্তশিল্পীদের মতো যারা জন্ম জন্ম ধরে দক্ষতার উত্তরাধিকারী, তাদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করে খাটে। নিয়োগযোগ্যতা, গতিশীলতা, জীবনভর শিক্ষা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও আত্মমর্যাদা বাড়াতে আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতি যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে। ভারতে ২৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মীকে পুনর্দক্ষ/আরও দক্ষ করে তুলতে আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতি থাকা চাই। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের জাতীয় নীতিতে এদিকটি গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতির জন্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে। সব ধরনের শিক্ষা ও সব পরিস্থিতির জন্য মানানসই কোনও বিশেষ মডেল নেই; বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন মডেল। অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি, আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতির সাফল্য নির্ভর করে, কার্যকর বৃত্তিমূলক পরামর্শ, আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য নীতি, আইনি ও নিয়ামক কাঠামোর সঙ্গে এর সংহতির উপর; সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ; আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত কার্যকর ও দক্ষ মূল্যায়ন এবং কর্মপদ্ধতি; আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতির জন্য খরচপাতি ভাগ করে নেওয়া এবং তহবিল জোগানে এক টেঁকসই ও ন্যায্য ব্যবস্থা; আগেকার শিক্ষার স্বীকৃতির উমেদারদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

(৫) স্কুল থেকে কর্মস্থলে উত্তরণ সমীক্ষা— স্কুল টু ওয়ার্ক ট্রানজিশান সার্ভে (এসডাব্লিউটিএস) :

তরুণদের (১৫-২৯ বছর) জন্য শ্রম বাজার তথ্যের পরিমাণ ও গুণামানে উন্নতি করা দরকার। শ্রমিক বাহিনী সমীক্ষা থেকে কর্মসংস্থান, বেকারি সংক্রান্ত তথ্যাদি মেলে এবং বেকারির স্থায়িত্বকাল, ক্ষেত্রগত কর্মসংস্থান-এর মতো নির্দেশকও তৈরি করা যায়। এটা অবশ্য কাজে সন্তুষ্টি, স্কুল থেকে কর্মস্থানে উত্তরণ কতটা সহজ বা শক্ত সে সম্পর্কে তথ্য জোগাতে অপারগ। স্কুল থেকে কর্মস্থানে উত্তরণ সমীক্ষা জাতীয় কর্মসংস্থান কর্মসূচির ছক কষা ও রূপায়ণে স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল রচনার জন্য সময়মতো ও দরকারি শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য জোগাবে। এটা দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। এর ফলে অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে সঠিক গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে নীতি প্রণেতারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই সমীক্ষা ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসকে তরুণদের আরও বেশি সন্তোষজনক ও নির্ভরযোগ্য কাজের খোঁজ দিতে সহায়তা জোগাবে। শ্রম বাজারে এটা বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হতেও সাহায্য করবে এবং কর্মীদের, বিশেষত যারা সাধারণত প্রশিক্ষণ পায় না তাদের প্রশিক্ষণ দিতে সংস্থাগুলির জন্য সরকার ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দিতে পারে। এর ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দরুন উদ্ভূত কর্ম সংক্রান্ত ভাবী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তা সাহায্য করবে।

শেষ করার আগে বলতে হয়, অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন ও কর্মসংস্থানের ভাবী রূপরেখা যুব সম্প্রদায়কে আরও উন্নত জীবনের জন্য তাদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুটোই হাজির করেছে। নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধির সুবাদে কাজের সুরক্ষা ও কর্মজীবনে উন্নতি সুনিশ্চিত হবে। এর ফলে তা অর্থনীতিক বিকাশে অবদান রাখতে তরুণদের ক্ষমতা জোগাবে এবং সেই সঙ্গে তারা এই বিকাশের সুফল পাবে। যুবাদের পরিবর্তনের এজেন্ট বা প্রতিনিধি করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেরা রীতি-প্রকরণগুলির প্রয়োগ বাড়াতে ও সব রাজ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।❑

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবারও সাফল্যে No. 1
1st
Executive WBCS-2015
SOUVIK GHOSH
1st
CTO WBCS-2015
MOUMITA SENGUPTA
OUR SUCCESS IN WBCS 2015
Group | Our Success | Result Published on
A & B | 30+ | 05.10.2016
C | 60+ | 06.04.2017
D | 30+ | 26.04.2017
Total | 120+
EXE (Rank-9) SUPRATEEM ACHARYA
EXE BIJOY GIRI
EXE SAUGATA CHOWDHURY
EXE MIHIR KARMAKAR
EXE ARGHYA GHOSH
EXE BISWAJIT DAS
EXE MD MOSARRAF HOSSAIN
EXE HUMAYUN CHOWDHURY
EXE SM ERFAN HABIB
EXE SARWAR ALI
EXE RAMJIBAN HANSDA
EXE RATHIN BISWAS
DSP MD ALI RAZA
CTO SOMESWAR PATRA
CTO DHRUBA JYOTI MAJUMDER
CTO JUNAID AMIR
CTO BHANU KEORAH
CTO ALOKE KUMAR BAR
EXCISE HABIBUR RAHAMAN
CO-OPT. SERVICE ABHISHEK BASU
CO-OPT. SERVICE NIKHAT PARWEZ
CO-OPT. SERVICE BASUDEB SARKAR
ADSR (Rank-2) MD JAWED
ADSR AYAN KUMAR SINHA
ADSR ARMAN ALAM
ADSR DEBABRATA MANDAL
JT BDO SAIKAT BHATTACHARYA
JT BDO SUMAN MAITY
JT BDO SUBHA ROY
JT BDO SHANTANU S. THAKUR
JT BDO SK ASLAM
JT BDO SUVENDU BARMAN
JT BDO PREETAM MONDAL
সদ্য প্রকাশিত রেজাল্টে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক সাফল্য
WBCS-2015 : A, B, C এবং D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনেরও অধিক
JT BDO INDRAJIT MONDAL
ACTO BINOD CHAKRABORTI
ACTO TUHIN DAS
ACTO SHAIKH SHANAWAZ ISLAM
ACTO HIRAK DAS
ACTO DEBI PRASAD HAZRA
ACTO PALLABI SANTRA
ACTO JAHANGIR HOSSAIN
Rehab. Officer WASIF MD SAMID
Rehab. Officer PRITAM HALDER
Rehab. Officer ARIJIT DWARI
R.O SAFIKUL ALAM
R.O RAJARSHI MANDAL
R.O SUBOJIT DUTTA
R.O SOUVIK DAS
R.O SOURAV GHOSH
R.O NILOFER YASMEEN
R.O SAMAYETA BISWAS
R.O ARUP PATHAK
CDPO KOUSTAV SASARU
CDPO SANTANU ROY
CDPO GANESH PANIGRAHI
CDPO SUBHRANIL DHAURIA
CDPO NIKITA AGARWAL
CDPO INDRANI SAHA
CDPO WASHIM REJA SARDAR
JAILOR MITHUN MUKHERJEE
PDO SANJOY KARMAKAR
C.I DEBARATI MAITY
C.I DEBJIT DUTTA
C.I TANMOY SAHA
C.I ABHISHIKTA GHOSH
C.I KUMARDIPTI MAITI
WBCS-2018 নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। ক্লাস শুরু ১লা জুলাই, ২০১৭ থেকে
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন
9038786000
9674478644
হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩
Website : www.academicassociation.in
Uluberia-9051392240
Barasat-9800946498
Berhampur-9474582569
Birati-9674447451
Siliguri-9474764635
Medinipur Town-9474736230

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

ভারতীয় তরুণ ব্রিগেড : বিশ্বজোড়া উপস্থিতি

ড. শীতল শর্মা, ভাস্কর জ্যোতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যত পরিমাণ বিদেশি ঠাঁই নিয়েছে, তার সিংহভাগই ভারতীয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাতেই অভিবাসী ভারতীয়দের ঝোঁক থাকলেও; দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম ও নবীনতম কিছু রাষ্ট্রেও এদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। যেমন কি না দক্ষিণ সুদান। বিভিন্ন ধরনের ভিসা ও নাগরিকত্ব নিয়ে বর্তমানে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় ৩.২ মিলিয়ন ভারতীয় বসবাস করছে। আমেরিকার পরেই ভারতীয়দের দ্বিতীয় সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্য হল উপসাগরীয় দেশগুলি।

দুনিয়া জুড়ে ভারতীয় প্রজ্ঞা, সভ্যতা এবং কৃষ্টির ধ্বজাকে বহন করার পেছনে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসেছে। বিশ্ব তখনও মগ্ন ছিল নিজের নিজের ধর্ম ও জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদাওয়া প্রমাণে। ঠিক সেই সময়, এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী তাদের সামনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে ব্যাখ্যা করলেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার তাৎপর্য কী? সেটা ছিল ১৮৯৩ সাল; আর মঞ্চটা হল শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন। মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সফররত এক তরুণ ব্যারিস্টার। সেখানে তিনি প্রথমবারের জন্য তার সত্য ও অহিংসার ধ্যানধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরবর্তীকালে যা বিশ্বশান্তি ও সংহতির মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মন থেকে বিশ্বাস করা হয় যে তিনিই হলেন প্রথম "প্রবাসী ভারতীয়"; যিনি বিশ্বকে এমন এক উপহার দিয়েছেন, মানবসভ্যতা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তার মূল্য স্বীকৃতি পাবে। ভারতীয় ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার ঐতিহ্য হালের নয়, তা সনাতন। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোক তার বয়সে নিতান্ত নবীন পুত্র ও কন্যাকে সিংহল (আজকের শ্রীলঙ্কা) পাঠিয়ে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই মানসিক গঠনের তারুণ্যের পরম্পরা আজও বজায় আছে। তাই তো লক্ষ লক্ষ তরুণ বয়সী প্রতিভাধর ভারতীয় আজকের দিনে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই নিজেদের সোচ্চার উপস্থিতি জাহির করতে পেরেছে।

ভারতীয় পরিযাণ : যুব ব্রিগেডের সূত্রেই

রাষ্ট্রসংঘের "International migration report, 2015"-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে যত মানুষ বিবিধ কারণে দেশান্তরে পাড়ি জমান, তাদের গড় বয়স মাত্রই ৩৯ বছর। বাকি বিশ্বের নিরিখে ভারতীয় জনবিন্যাস চিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, জনসংখ্যার সিংহভাগই তরুণ বয়সী। কাজেই ভারত থেকে যারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, দূরদূরান্তে সফর করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তাদের বয়সটাও কম। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অভিবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা কমপক্ষে ২৫ মিলিয়ন। গত ২০১৫ সালের রাষ্ট্রসংঘের "Department of Economic and Social affairs (DES)"-র তরফে চালানো এক সমীক্ষা অনুযায়ী, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যত পরিমাণ বিদেশি জনসংখ্যা ঠাঁই করে নিয়েছে, তার সিংহভাগই ভারতীয়। মূলত বিশ্বের কয়েকটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাতেই অভিবাসী ভারতীয়দের ডেরা বাঁধার দিকে ঝোঁক থাকলেও; দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম ও নবীনতম কিছু রাষ্ট্রেও এদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। যেমন কিনা দক্ষিণ সুদান। এখানে মোটের উপর শ'খানেকের নিচে ভারতীয়ের বাস। বিভিন্ন ধরনের ভিসা ও নাগরিকত্ব নিয়ে বর্তমানে এক মার্কিন

[ড. শর্মা জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের "Centre For European Studies"-এর সহকারী অধ্যাপক। ই-মেল : sheetal88@gmail.com; ভাস্কর জ্যোতি একই প্রতিষ্ঠানের গবেষক। ই-মেল : bhaskar_jyoti@yahoo.com]

যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় ৩.২ মিলিয়ন ভারতীয় বসবাস করছে। আমেরিকার পরেই ভারতীয় অভিবাসীদের দ্বিতীয় সবচেয়ে পছন্দের গন্তব্য হল উপসাগরীয় দেশগুলি। সব মিলিয়ে এই সব দেশে ঘাঁটি গেড়েছে প্রায় ৭ মিলিয়ন ভারতীয়। বর্তমানে দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্তেই এই যে ভারতীয়দের নজরে পড়ার মতো উপস্থিতি, তা এক ঔপনিবেশিক পরম্পরার উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তেছে। কাজেই সেই কার্যকারণের এক ওপর ওপর পর্যালোচনা অন্তত এখানে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। ঔপনিবেশিক যুগে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেশিরভাগটাই ব্রিটিশদের স্বার্থের সঙ্গে তাল রেখে চলত। কাজেই বিশ্বের যেসব দেশে ব্রিটিশ রাজ উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, সেখানে ভারতীয় জনসংখ্যারও আনাগোনা বৃদ্ধি পায় ভালো রকম। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উপস্থিতি নজরে পড়াতে তাই আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ব্রিটিশ শাসনকালের প্রথম দিকে সুযোগের সন্ধানে নয়, ভারতীয়রা নিতান্ত অনিচ্ছাতেই দেশান্তরী হতেন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, সৈন্য, নাবিক, লস্কর এবং আয়া, মূলত এসব পেশায় নিয়োগের জন্যই এক রকম ধরে বেঁধেই এদের দেশান্তরে পাঠানো হ'ত। বয়সে এরা নবীন হলেও নিজেদের কেরিয়ার গড়া বা অভিবাসী দেশে পড়ে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থার ফেরবদল করার স্বাধীনতা এদের আদৌ ছিল না। পরের পর্যায়ে যে ভারতীয়রা দেশান্তরী হন; তারা সব বিত্তবান উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র, আইনের ডিগ্রিধারী এবং ব্যবসায়ী। এরা ব্রিটেন ও তার বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে থিতু হন এবং ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে কার্পণ্য করেননি। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ছিলেন এরকমই একজন ব্যারিস্টার, যিনি ব্রিটেনে থিতু হয়ে "India House" খোলেন; স্বনামধন্য অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটেনে পাড়ি জমানো তরুণ টগবগে সব ছাত্রদের আশ্রয় দিতে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এমনকি জলপানির

বন্দোবস্তও করতেন কৃষ্ণ বর্মা। লন্ডনে "India House"-এর সঙ্গে জড়িত ছিল সাভারকার, মাদাম ভিকাজী কামা, মদনলাল ধিংড়ার মতো তরতাজা তরুণ ছাত্র ও ক্রান্তিকারীদের নাম। এই তরুণ ছাত্র ব্রিগেড ভারতে অমানবিক ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ তুলে ধরত যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। লন্ডন হয়ে উঠেছিল ভারতীয় তরুণদের স্নায়ু কেন্দ্র বিশেষ। মাদাম কামা পরে প্যারিসে পাড়ি দিয়ে সেখানেই থিতু হন। কিন্তু সেখানেও একজন ভারতীয় হিসাবে সমানভাবে নিজের কাজ করে গেছেন। একইভাবে আমেরিকা ও কানাডায় এক দল তরুণ বয়সী ভারতীয় বিপ্লবী গদর আন্দোলন গড়ে তোলেন। এভাবেই এসব দেশও ক্রান্তিকারীদের নিয়মিত যোগাযোগ ও মতামত বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়।

যাই হোক ভারতীয়দের দেশান্তরী হওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বের সূচনা হয় ঔপনিবেশিক যুগ খতম হওয়ার পর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতে IIT-র মতো অসাধারণ মানের প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ প্রতিভাধর প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিগ্রিধারী ভারতীয় তরুণেরা পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগকে মুঠোয় পুরতে পাড়ি জমান। দেশগুলিও জহুরির চোখ নিয়ে এদের সম্ভাবনাকে চিনে নিয়েছিল। যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিদেশি মুদ্রায় সম অনুপাতেই তাদের মূল্যায়ন করে। এদের অনেকেই ইংল্যান্ড, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিলেন।

বিশ্বায়ন : অভিবাসনের পালে হাওয়া লাগার মূল কারণ

ভারতে উদারীকরণের শেষের পর্ব তরুণ প্রজন্মের প্রতিভাধর ভারতীয়দের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। উন্নত দুনিয়ার দেশগুলিতে উৎপাদন ও শ্রমিক উভয় খাতে দ্রুত ব্যয় বাড়তে থাকায় তারা এক সস্তা অনুকল্পের সন্ধানে নামেন। ভারতের ভূখণ্ড ও শ্রমিক তাদের এই চাহিদা মেটানোর প্রশ্নে একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়। আমেরিকার দৈত্যাকৃতি প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি যে বেতনে প্রতিভাধর ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগ করছে, একই যোগ্যতাসম্পন্ন মার্কিন কর্মী নিয়োগ করতে তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে হ'ত। ফলত, ব্যয় কমায় ও মুনাফা বাড়ায় লাভবান হচ্ছে কিন্তু মার্কিন কোম্পানিগুলিই। অন্য দিকে, এর ফলে চাকরিহীন তরুণ ভারতীয় প্রযুক্তি ডিগ্রিধারীদের সামনে সম্মানজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ভারত ও উন্নত দুনিয়া উভয় পক্ষের জন্যই এ ছিল এক বাজি জেতার সমান পরিস্থিতি।

সিলিকন ভ্যালি : ভারতীয় উদ্যোগপতিদের এক সাফল্য গাঁথা

১৯৬০ সাল নাগাদ গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মাত্র ১২ হাজার ভারতীয় অভিবাসীর সন্ধান মেলে। এদের সিংহভাগই ছিল আবার অদক্ষ শ্রমিক ও স্বল্প দক্ষ অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন, ১৯৯০-এ অনুকূল রদবদলের সূত্রে সুদক্ষ, তরুণ বয়সী শিক্ষিত ভারতীয়দের সামনে ব্যাপক হারে আমেরিকায় ঢুকে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৮০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে মার্কিন দেশে সুদক্ষ ভারতীয় জনসংখ্যার আয়তন ২ লক্ষ ৬ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.০৪ মিলিয়ন। প্রতি দশকে সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ হতে থেকেছে। বাইরের দেশের অতি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য মার্কিন সরকার যে সাময়িক H-1B ভিসা ইস্যু করে আজকের দিনে, তার সিংহভাগই পেয়ে থাকে ভারতীয় নাগরিকরা। ২০১৪-'১৫ অর্থ বছরে "US citizenship and Immigration Services" ৩ লক্ষ ১৬ হাজার H-1B ভিসার আবেদন মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই জুটেছে ভারতীয় নাগরিকদের কপালে। এর সাথেই উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৩-'১৪ শিক্ষা বর্ষে মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তালিকাভুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা ব্যুরোর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের গড় বয়স ৩৯ বছর এবং সে দেশে ঠাঁই নেওয়া মোট ভারতীয়ের মধ্যে ৮৩ শতাংশই এক বা একাধিক জ্ঞানভিত্তিক শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত। ভারতীয় অভিবাসীদের মাত্র ১১ শতাংশের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি। এই সব অভিবাসী ভারতীয়দের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান এতটাই উঁচু যে তারা 'নেটিভ' মার্কিনীদেরও পেছনে ফেলে দিয়েছেন। ২০১৫-এ ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে ৮২ শতাংশই (বয়স ২৫ ও তদূর্দ্ধ) ছিলেন স্নাতক বা আরও উচ্চ স্তরের ডিগ্রিধারী। তুলনায় প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিপুত্র মার্কিনীদের মধ্যে এই যোগ্যতা ছিল মাত্র ৩০ শতাংশের।

চিত্র-১
পেশা ও আদি বাসস্থান অনুযায়ী অসামরিক শ্রমশক্তিতে নিযুক্ত কর্মী, ২০১৩

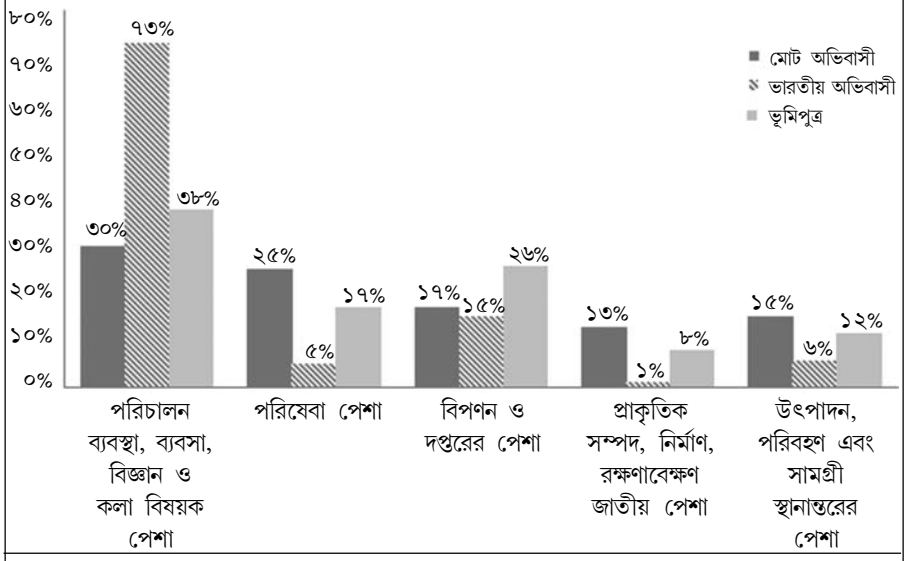

সূত্র : যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা ব্যুরোর প্রতিবেদন, ২০১৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি। সফটওয়্যার প্রযুক্তির তথা 'startups'-র ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি। দীর্ঘদিন ধরেই তার সাথে ভারতের এক নিবিড় যোগসূত্র বজায় আছে। Google, Microsoft, AMD, Adobe ইত্যাদি সিলিকন ভ্যালি থেকে কারবার ফাঁদা দৈত্যাকৃতি সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (CEO) পদে আসীন ভারতীয়রাই। অন্যান্য বহু বড়ো কোম্পানি ও 'startups' প্রতিষ্ঠান (স্বল্প দিন ধরে ব্যবসা করছে যারা), যেমন—Facebook, Motorola, Reckitt Benckiser, MasterCard ইত্যাদিতে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের রাশ ভারতীয় পরিচালন ব্যবস্থাপকদের হাতেই ন্যস্ত। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের অতুলনীয় প্রতিভা ও তাকত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ ও লন্ডন : ভারতীয়দের চিরলালিত স্বপ্ন

যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যেকার যোগসূত্র তো নতুন নয়, এই যোগাযোগ কয়েক শতকের। ঔপনিবেশিক সময় পর্বের পুরোনো তিক্ত স্মৃতিকে পেছনে ফেলে ভারত ও যুক্তরাজ্য, দু' দেশই একে অন্যের বিকাশ কর্মকাণ্ডে শামিল হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ইন্দো-ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ২ মিলিয়ন। এরা বিভিন্ন সময়ে ভারত থেকে ব্রিটেনে পাড়ি দিয়েছেন এবং সেখানেই থিতু হয়েছেন। এই জনসংখ্যার সিংহভাগই বয়সে নবীন এবং অত্যন্ত করিৎকর্মা তথা তৃতীয় প্রজন্মের অভিবাসী। উদ্যোগপতি, ব্যবসায়ী, প্রযুক্তিবিদ, পরিচালন ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক ইত্যাদি পেশায় এরা সেরা মানের বলে সুনাম অর্জন করেছেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্কৃতির সাথে এই নবীন প্রজন্মের ভারতীয়রা এত চমৎকারভাবে মিলেমিশে গেছেন যে তারা আজ সেখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন; সে দেশের গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। রেকর্ড সংখ্যক, ১০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী যুক্তরাজ্যে গত ২০১৫ সালের সংসদীয় নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য, ৪৫ বছর বয়সী প্রীতি পটেল প্রথমবার ইন্দো-ব্রিটিশ মহিলা মন্ত্রী নির্বাচিত হন ক্যামেরুন সরকারে।

উপসাগরীয় দেশসমূহ ও মালয়েশিয়া

সমসাময়িককালে ভারত থেকে দেশান্তরের ক্ষেত্রে দুই সুস্পষ্ট ভেদরেখা নজরে পড়ে। প্রথম দলে পড়েন চূড়ান্ত দক্ষ পেশাদার, কর্মী এবং শিক্ষার্থীরা। 'white collar job'-এ নিযুক্ত হন এরা। আর এদের

গন্তব্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলি। অন্যদিকে, অভিবাসীদের আর একটা বিপুল শ্রেণিতে পড়ছেন স্বল্পমাত্রায় দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীরা। এদের মধ্যে উপসাগরীয় দেশগুলি এবং মালয়েশিয়ায় পাড়ি দেওয়ার ব্যাপক প্রবণতা চোখে পড়ে। ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমানো অভিবাসীদের গড় বয়সের তুলনাতেও এই সব দেশে পাড়ি জমানো ভারতীয়দের গড় বয়স কম। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে খনিজ তেল উত্তোলনে বাড়বাড়ন্তের পর থেকেই এসব দেশের উদ্দেশে ভারত থেকে গণ হারে দেশান্তরের ঘটনা ঘটতে থাকে। উপসাগরীয় দেশগুলিতে ডেরা বাঁধা ভারতীয়দের সংখ্যাটা প্রায় ৬ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশই অনাবাসী ভারতীয় (Non Resident Indians, NRIs)। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা কানাডার মতো উপসাগরীয় দেশগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই ভারতীয় অভিবাসীদের স্থায়ী 'work visa' দেয়। এসব দেশে মূলত নির্মাণ ক্ষেত্রে এবং কায়িক শ্রমের প্রয়োজন এমন 'blue collar' ক্ষেত্রেই লোকের দরকার পড়ে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর এ ধরনের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। সুতরাং, এসব দেশে বয়স্ক জনসংখ্যার জন্য দরজা বন্ধ। ভারত থেকে যাওয়া কিছু রিয়েল এস্টেট উদ্যোগপতি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতারের মতো দেশে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় সফল হয়েছেন বটে; কিন্তু সাধারণভাবে উপসাগরীয় দেশগুলিতে ভারতীয় উদ্যোগপতিদের কপালে খুব একটা শিঁকে ছেঁড়ে না। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উপসাগরীয় দেশগুলিতে পাড়ি জমানো বাসিন্দার সংখ্যা সব চেয়ে বেশি কেরালায়। এ রাজ্যের কম বয়সী মেয়েরা উপসাগরীয় দেশগুলির সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিতে খুব সাফল্যের সঙ্গে নার্স ও ধাত্রীর কাজ করছেন। এসব দেশে রুজিরুটির খোঁজে পাড়ি জমানো ভারতীয়দের সূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দি সিনেমা বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে দিন দিন।

মেধা পাচার না কি সাংস্কৃতিক দূত?

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে পরিমাণ ভারতীয় অভিবাসী থিতু হয়েছেন, কর্মসূত্রে দেশান্তরী হয়ে আছেন, তাদের সূত্রে প্রায় ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতের আয় হয়। যে কোনও দেশের তুলনায় এই পরিমাণ সব চেয়ে বেশি। এর গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে এই তথ্য থেকে যে, একা কেরালাই উপসাগরীয় দেশগুলিতে কর্মরত রাজ্যবাসীর সূত্রে যে পরিমাণ অর্থ আয় করে তা সে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Net State Domestic Product, NSDP) ৩৬.৩ শতাংশের সমান। যাই হোক, বহু দশক ধরে দেশান্তরে পাড়ি জমানো ভারতীয় সম্প্রদায় গোটা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় ভূখণ্ড ও সভ্যতার মূল্যবোধ, প্রজ্ঞা ও কৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে এসেছেন। তারা শুধু নিজস্ব কর্মজগতের ক্ষেত্রে সেরা মেধার প্রদর্শন করে নিজেরাই সম্মান-স্বীকৃতি পাননি; বরং বলা যায় তরুণ ভারতীয়দের প্রতিভা সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে। ভারত সম্পর্কে বাকি দুনিয়ার সেই আদ্যিকালের ধ্যানধারণার অবসান ঘটিয়ে ভারতের এক বিকল্প মজবুত ছবি গড়ে তুলতে এরা সাহায্য করেছেন। এভাবেই এই শ্রেণির ভারতীয়দের সূত্রে দেশ এক দিক থেকে যেমন কৃষ্টিগত নিরিখে লাভবান হয়েছে, অন্য দিকে তেমনই আর্থিক লাভালাভের প্রশ্নেও উপকৃত হয়েছে।

তবে এই সূত্রেই উঠছে এক গুরুতর প্রশ্নও। বিপুল সংখ্যক সুদক্ষ/প্রশিক্ষিত ভারতীয় বিদেশে পাড়ি দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে 'মেধা পাচার' (Brain Drain)-এর প্রশ্নকে ঘিরে। ২০১০ সালে ভারত থেকে প্রায় ৬০ হাজার তরুণ প্রশিক্ষিত চিকিৎসক বিদেশে পাড়ি দেন। গোটা বিশ্বে এ ব্যাপারে ভারতের স্থান ছিল শীর্ষে। ভারত এর মধ্যে বেশিরভাগ চিকিৎসককে পাঠায় ইংরেজি ভাষার চলন রয়েছে এমন OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) দেশগুলিতে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত পেশাদারদের এমন ব্যাপক হারে দেশান্তরের ঘটনায় ভারতের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলে যেখানে ডাক্তারের সংকট অতি তীব্র। ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর হার ১০ শতাংশের মতো। সেখানে চিনে এই হার মাত্র ১ শতাংশ। 'Genetic engineering' ও 'Biotechnology'-র পাঠ শেষ করার পর ভারতের ৯০ শতাংশ পেশাদার আমেরিকায় পাড়ি জমায়। আর দেশের ল্যাবরেটরি এবং 'গবেষণা ও বিকাশ কেন্দ্রগুলি' সেরা মানের গবেষকের অভাবে ধুঁকতে থাকে।

চিত্র-২
২০১৬-এ দেশান্তরী IIT-র স্নাতকদের সংখ্যা

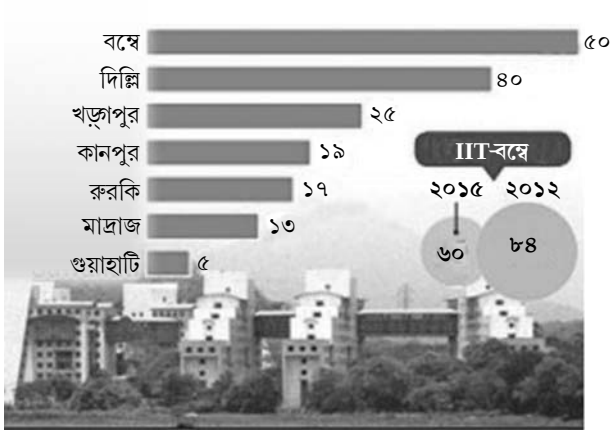

সূত্র : Time of India

জনবিন্যাসগত সুবিধা বনাম অভিবাসন

এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ দেশ খুব দ্রুত বয়স্ক জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে চলেছে। পক্ষান্তরে, ২০২৫ সাল নাগাদ ভারত বিশ্বের তরুণতম

দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে; যার জনসংখ্যার গড় বয়স হবে ২৬ বছর। ২০২০ সাল নাগাদ গোটা বিশ্বের কর্মরত জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশ বাস করবে ভারতে। অভিবাসী/দেশান্তরী জনসংখ্যার পরিমাণের নিরিখে ভারত ইতোমধ্যেই বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অভিবাসন/দেশান্তরের ঘটনাও বাড়বে। সেক্ষেত্রে ভারত দু' দিক থেকেই সুফললাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে। দেশের অভ্যন্তরে জনবিন্যাসগত সুবিধার লাভ ওঠাবে। সেই সূত্রে অভিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌলতে আন্তর্জাতিক দিক থেকেও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাবে। বিশ্বের সব প্রধান প্রধান দেশে তরুণ ভারতীয় অভিবাসীরা ছড়িয়ে থাকাটা ভারতের আজকের দুনিয়ায় 'soft power' হয়ে ওঠার এক বড়ো হাতিয়ার বিশেষ। উপার্জনের যে অংশটা এরা দেশে পাঠাচ্ছে তার সৌজন্যে ভারত লাভবান তো হচ্ছেই; পাশাপাশি বিদেশে এরা যে গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন তার মাধ্যমেও ভারত উপকৃত হচ্ছে। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতির দাবি, সঠিক দিশায় উচ্চমানের গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিতে হবে সরকারকে; যাত করে যেসব গবেষক-পেশাদার বিদেশি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে দেশান্তরী হয়েছিলেন, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়। এক সময় চিন থেকে উদ্যোগপতি/পেশাদাররা সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় বিদেশে পাড়ি জমাতেন। পরে এই সব সফল উদ্যোগপতি দেশে ফিরে এসে দেশীয় 'startups' এবং গবেষণা ও বিকাশ ভেঞ্চার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম নেন। তবে ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আদৌ চোখে পড়ে না। দেশান্তরী 'মেধা'-কে ঘরে ফেরানোর লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচি অবশ্য সম্প্রতি হাতে নেওয়া হয়েছে।

- **প্রবাসী ভারতীয় দিবস** : ভারতীয় অভিবাসীদের সাফল্যকে উদ্‌যাপন করা এবং বর্তমানে তারা যে দেশের বাসিন্দা, সেই দেশ ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র মজবুত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে এক বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পরের দিকে একে এক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে, ভারতের বৃদ্ধি ও বিকাশের কাহিনীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলে ধরার জন্য। যাতে কিনা ভারতীয় অভিবাসীরা এ দেশে বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট বলভরসা অর্জন করতে পারেন।
- **PIO (Persons of Indian Origin) এবং OCI (Overseas Citizen of India) কার্ড মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে** : ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষজন যাতে কোনও ঝুটঝামেলা ছাড়াই দেশে আসা-যাওয়া করতে পারেন তার সুযোগ করে দিতে এই দু' ধরনের কার্ডকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন দেশে থাকার ক্ষেত্রে যখন তখন পুলিশ থানায় হাজিরা দেওয়ারও যাতে দরকার না পড়ে তা সুনিশ্চিত হয়েছে এর ফলে।
- **যুবা প্রবাসী ভারতীয় দিবস** : আজকের দিনে তরুণ অভিবাসী ভারতীয়দের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তথা ভারতের বৃদ্ধির কাহিনীতে তাদের শামিল করার প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে সরকার এই প্রকল্পের সূচনা করেছে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী নতুন প্রজন্মের সাথে যোগসূত্র স্থাপনই এর মূল লক্ষ্য।
- **প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্র** : বিশ্বের ১৫০-টির বেশি দেশে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়রা এখন নতুন দিল্লিতে তাদের

জন্য তৈরি এক নতুন "ঘর", প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে এসে উঠতে পারেন। নিজেদের শিকড়ের খোঁজ করতে, বিনিয়োগের জন্য পরামর্শ নিতে, এ দেশের মাটিতে সফরের বন্দোবস্ত করতে, সুবিশাল এক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এবং ব্যবসায়িক মিটিং করতে তাদের সুযোগ করে দিতে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

- **Vajra (Visiting Adjunct Joint Research Faculty) :** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশের বিকাশে অবদান রাখতে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- **Know India Programme (KIP) :** ১৮ থেকে ২৬, এই বয়ঃসীমার প্রবাসী ভারতীয় তরুণেরা যাতে ভারতীয় ভূখণ্ড ও নিজেদের পূর্বপুরুষদের সাথে পরিচিত হতে পারে; নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নিতে পারে; সমকালীন ভারতের সাথে যাতে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সেই সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই চালু করা হয়েছে এই কর্মসূচি।

দেশের মাটিতে 'মেধা' ফেরানোর আহ্বান এবং 'Make in India' প্রকল্প বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী তরুণ প্রজন্মের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বেশ ভালো রকম সাড়া ফেলেছে। তারা ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। ভারতে তাদের বৌদ্ধিক, ভৌত এবং আর্থিক তাকতকে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন। ২০০০ সালে মুম্বাই এবং দিল্লি IIT-র স্নাতক তরুণদের জন্য প্রায় ১০০ শতাংশ আন্তর্জাতিক কর্মনিযুক্তির প্রস্তাব এসেছিল। আজকের দিনেও কিন্তু প্রস্তাবে খুব বেশি কিছু এদিক-ওদিক হয়নি। তা সত্ত্বেও প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যে দেশান্তরী হওয়ার প্রবণতা বেজায় কমে গেছে।

"দেশের মাটিতে 'মেধা' ফেরানোর আহ্বান এবং 'Make in India' প্রকল্প বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী তরুণ প্রজন্মের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বেশ ভালো রকম সাড়া ফেলেছে। তারা ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। ভারতে তাদের বৌদ্ধিক, ভৌত এবং আর্থিক তাকতকে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন। ২০০০ সালে মুম্বাই এবং দিল্লি IIT-র স্নাতক তরুণদের জন্য প্রায় ১০০ শতাংশ আন্তর্জাতিক কর্মনিযুক্তির প্রস্তাব এসেছিল। আজকের দিনেও কিন্তু প্রস্তাবে খুব বেশি কিছু এদিক-ওদিক হয়নি।"

চিত্র-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালে বম্বে IIT-র ৮৪ জন স্নাতক বিদেশে পাড়ি দেয়; ২০১৫-এ সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ৬০; এবং ২০১৬-এ আরও কমে হয় ৫৯।

উপসংহার

ভারতের কাছে তরুণ বয়সী প্রবাসী প্রজন্মের গুরুত্ব অসীম। সাম্প্রতিককালে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো কয়েকটি দেশে রক্ষণশীল সরকার ক্ষুরধার দক্ষতাসম্পন্ন ভারতীয়দের 'work visa' কাটছাঁট করার কথা ঘোষণা করেছে। এসব দেশে এ ধরনের ভিসার দৌলতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন ভারতীয়রাই। কাজেই এ ধরনের যে কোনও পদক্ষেপ কেবল যে এদের কেরিয়ারের উপর প্রভাব ফেলবে তা নয়; তাদের ওই দেশে থাকা ও প্রবাস জীবনের উপরও ছাপ ফেলবে। সৌদি আরবও 'Nitaqat' নামক এক প্রকল্প এনেছে অভ্যন্তরীণ কর্মস্থলকে বাইরের দুনিয়ার কর্মপ্রার্থীদের নাগালের বাইরে রাখতে। এদিকে ইয়েমেন, কিনিয়া, সুদান বা ইরাকের মতো দেশে ভারতীয়রা প্রায়শই যুদ্ধের মতো সংকট পরিস্থিতির দরুন আটকে পড়েন। ভারত সরকার অবশ্য এই সব আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ব্যতিক্রমী তৎপরতা ও পেশাদারিত্ব দেখায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের তরুণ শ্রমশক্তিকে এ ধরনের যে কোনও চরম পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য এক সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। জটিল 'GAAR' (General anti-avoidance rule) প্রক্রিয়ার দরুন বেশ কিছু ইচ্ছুক প্রবাসী ভারতীয় এ দেশের 'startups'-গুলিতে বিনিয়োগে পিছিয়ে যাচ্ছেন। এই আইনগুলিকে তাই যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে সরল করা দরকার। তরুণ জনসংখ্যা ঘরের মাটিতে এবং বাইরের দুনিয়া, সর্বত্রই সম্পদ বিশেষ। কাজেই দেশের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য "প্রবাসী কৌশল বিকাশ যোজনা"-র মতো আরও ঐকান্তিক প্রকল্প আনা দরকার।❑

তথ্য সূত্র :

- Annual Ministry of External Affairs report on emigration 2014-'15.
- CARIM India-Developing A knowledge base for policymaking on India-EU migration paper by Natalia Buga, Jean Baptiste Meyer.
- World Migration in Figures-UnDESA report 2013.
- Indian Immigrants in the United States, migration policy report, MPI 2015.
- USA census bureau report 2015.
- United Nation International Migration Report 2015.
- "How India Can go from brain drain to brain gain" by Bhagwan Chowdhury, San Francisco chronicle, 23 September 2015.
- "Growing Up together : The next evolution for the India-Silicon Valley Relationship" by Mathew Howard PromodHaque, Recode, 5 Jan 2016.
- "The most powerful Indian technologists in Silicon Valley" by Samuel Gibbs, the Guardian, 11 April 2014.
- "Indian Diaspora is world's largest at 16 m : UN" Times of India, 14 Jan 2016.

অস্থির এলাকা, যুবসমাজ : সরকারের বিশেষ ভাবনাচিন্তা

রবি পোখারনা

"অস্থির এলাকার বাসিন্দা যুবসমাজ, নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর অরক্ষিত পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন কাটায়। বিষয়টি সম্পর্কে ভারত সরকার ভালো রকম ওয়াকিবহাল। এসব অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও তা রূপায়ণের উপর জোর দিচ্ছে সরকার। দেশের ৩৪-টি জেলা অতি বাম চরমপন্থী কার্যকলাপ পীড়িত। উত্তর-পূর্ব ভারতের এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কয়েকটি অঞ্চলকে বিক্ষোভ অস্থিরতা কব্জা করে ফেলেছে। এই সব অঞ্চল জুড়ে সরকার স্থানীয় তরুণদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে।"

আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগের কথা। দিনটি ছিল ১৯৬৭ সালের ১৮ মে। নিয়তি নির্ধারিত সেই দিনটিতে পশ্চিম বাংলার শিলিগুড়ি কিষান সভা নকশালবাড়ি গ্রামে কিছু আগন্তুককে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। যারা কিনা ভূমিহীন মানুষজনের মধ্যে জমি বিলিবন্টনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথে হাঁটতে পরামর্শ দিচ্ছিল। এই নকশাল আন্দোলন, এই নামেই এখন একে উল্লেখ করা হয়, তার পর বছরের পর বছর ধরে ভৌগোলিক বিচারে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত ছাপিয়ে গেছে নিষ্ঠুরতা, খুনখারাবি ও সশস্ত্র কার্যকলাপে।

এই ধরনের অস্থির এলাকার বাসিন্দা যুবসমাজ, নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর অরক্ষিত পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন কাটায়। বিষয়টি সম্পর্কে ভারত সরকার ভালো রকম ওয়াকিবহাল। তাই এসব অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও তা রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার। দেশের ৩৪-টি জেলা বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওবাদী) দলের অতি বাম চরমপন্থী কার্যকলাপ পীড়িত। তা বাদে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু এলাকা এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলকে বিক্ষোভ অস্থিরতা কব্জা করে ফেলেছে। এই নিবন্ধের বাকি অংশ জুড়ে এই তিন ধরনের অস্থির অঞ্চল জুড়ে সরকার স্থানীয় তরুণদের জন্য যে সব প্রকল্প রূপায়ণ করছে, তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

● **মাওবাদী অস্থিরতা পীড়িত, "রেড করিডর"-এ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প :** নকশাল সমস্যার ব্যাপকতা সরকার বহু আগেই জেনেবুঝে গেলেও, এই সবে মাত্র বছর কয়েক আগে, ২০০৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি আলাদা বিভাগ, "Left Wing Extremism (LWE) Division" খোলা হয়। সব দিক থেকে আঁটঘাট বেধে অস্থিরতা সৃষ্টিকামী অতি বাম চরমপন্থী কার্যকলাপের সঠিক ভাবে মোকাবিলা করার জন্য। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ হাতে নেওয়া হচ্ছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটির দায়িত্বও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত। বলা যেতে পারে গত শেষ কয়েক বছরে।

এই সমস্যার মোকাবিলায় আরও আঁটঘাট বেধে, বিচার-বিবেচনার সঙ্গে আঁটসাঁট রণকৌশল নিয়ে এগোনো গেছে। নতুন সংহত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার আদিবাসীদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার পাশাপাশি কড়া হাতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবিলার পরিকল্পনা নিয়েছে। অতি বাম চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার "স্বল্প মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা" পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোটা জেলা জুড়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালানোর পথ থেকে সরে এসে ব্লক স্তরে এই কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

[রবি পোখারনা রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বীকৃত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, *"Rambhau Mhalgi Prabodhini"*-র দিল্লিস্থিত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। সংস্থাটি নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সক্রিয় রাজনৈতিক-সমাজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ই-মেল : pokharna@gmail.com]

মারাত্মক ভাবে মাওবাদী কার্যকলাপে জেরবার জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে উন্নয়নের ঘাঁটি (Development Hub) তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। নকশাল পীড়িত এলাকাগুলিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৎপরতা বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী দান্তেওয়াড়া পরিদর্শনে যান। জেলাটিকে মাওবাদীদের স্বর্গরাজ্য বলা যেতে পারে। মাওবাদীদের দাপটের কারণেই প্রধানমন্ত্রী জেলাটিকে বেছে নেন তার সফরের জন্য। দান্তেওয়াড়ায় ২৪ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাতে বন্দুক নিয়ে নয়, কাঁধে লাঙ্গল তুলে নিলেই সম্ভব হবে উন্নয়ন। আর তা হলেই প্রত্যেকটি মানুষকে দেশের মূলস্রোতে শামিল করা যাবে। হিংসার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। শান্তির পথেই ভবিষ্যৎ। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার অতি বাম চরমপন্থী কার্যকলাপ পীড়িত এলাকার তরুণ বাসিন্দাদের জন্য এক গুচ্ছ উদ্যোগ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার যুবাদের যাতে উপকারে আসে এই মর্মে শিক্ষাক্ষেত্র ও দক্ষতার বিকাশকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন দিক থেকে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক দিকে এসব এলাকায় চালু প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণের জন্য অভিযান চালাচ্ছে সরকার। অন্য দিকে নির্দিষ্ট অঞ্চল ধরে ধরে সেখানকার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভাবনামূলক পন্থাপদ্ধতি ও হস্তক্ষেপের পথে হাঁটা হচ্ছে। নিজেদের দলে ভেড়ানোর জন্য অস্থিরতা সৃষ্টিকামী শক্তিগুলির সহজ শিকার হল অশিক্ষিত ও বেকার যুবারা। কাজেই অস্থির এলাকার যুবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকার এক সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় আবাসিক স্কুল শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সব শিশুর জন্য। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারের কন্যা শিশুদের জন্য কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক পর্যায়ে উঁচু মানের শিক্ষাকে নাগালে এনে দিয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার গন্ডি পেরোনো সুনিশ্চিত করতে চালু করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA)। বেশ কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নবোদয় বিদ্যালয় খুলতে চলেছে অবিলম্বে।

"দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রক" অতি বাম চরমপন্থী কার্যকলাপ পীড়িত ৩৪-টি জেলার প্রত্যেকটিতে ১৬০ জন করে যুবাকে "প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা"র আওতায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলিও যুবসমাজের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগসুবিধা সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ছত্তিশগড় সরকার সে রাজ্যে এই ধরনের এলাকায় জীবিকা মহাবিদ্যালয় (Livelihood College) খুলেছে। পাশাপাশি সরকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান "প্রয়াস"-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চাকরিবাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করছে। এ রাজ্যের বস্তার অঞ্চলের পাঁচটি জেলাই LWE শ্রেণিতে পড়ে। ২০১৬ সালে এই বস্তার থেকেই ২৭ জন তরুণ IIT-তে সুযোগ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগস্থাপন মন্ত্রকের LWE পীড়িত ৩৪-টি জেলায় দক্ষতা বিকাশের যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প চালু আছে, তার আওতায় দেশের নয়টি রাজ্যের এই ৩৪-টি জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে ITI এবং দু'টি করে দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র খোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশ রাজ্যের LWE পীড়িত পালামৌ অঞ্চলের বাচ্চাদের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ চালু করেছে। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার নামানুসারে, এর নাম রাখা হয়েছে "তারে জমিন পর"। পালামৌ-এর জেলা সদর ডালটনগঞ্জের বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ কর্মীরা বইপত্র, খাতা, জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। পরে এসব জিনিস তারা স্থানীয় অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিবন্টন করে।

স্কুল কলেজে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণের পর কর্মদক্ষতাতে শান দিতে নিতে হবে প্রশিক্ষণ। তার দৌলতে মিলবে চাকরিবাকরি ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ। মাওবাদী হিংসা পীড়িত এলাকার যুবসমাজকে এই হিংসাত্মক আন্দোলনের শরিক হওয়া থেকে বিরত করতে এটাই সঠিক ও একমাত্র পথ। ব্যাপারটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বেশ ভালো মতোই বুঝতে

"ঝাড়খণ্ড পুলিশ রাজ্যের LWE পীড়িত পালামৌ অঞ্চলের বাচ্চাদের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ চালু করেছে। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার নামানুসারে, এর নাম রাখা হয়েছে "তারে জমিন পর"। পালামৌ-এর জেলা সদর ডালটনগঞ্জের বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ কর্মীরা বইপত্র, খাতা, জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। পরে এসব জিনিস তারা স্থানীয় অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিবন্টন করে।"

পেরেছে। সেই পরিকল্পনা মতোই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে।

● **উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থির এলাকায় যুবসমাজের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প :** উত্তর-পূর্ব ভারত তার অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য তো বটেই, পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে রণকৌশলগত দিক থেকেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, সেই স্বাধীনতার সময় থেকেই বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, সামাজিক অস্থিরতায় এই এলাকা জর্জরিত। এই পটভূমিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক অস্থিরতা জর্জর এলাকার যুবা শ্রেণির জন্য সরকার নির্দিষ্ট একগুচ্ছ কর্মসূচি রূপায়ণে জোর দিচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কাজটি করে থাকে "উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিকাশ মন্ত্রক"। কেন্দ্রীয় দক্ষতা মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের জন্য "রাজ্য দক্ষতা বিকাশ মিশন"-এর পরিকল্পনা নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই মিশনের চেয়ারম্যান করা হবে। গড়া হবে স্টিয়ারিং কমিটি। শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা থাকবেন এই কমিটিতে। সরকার পরিচালিত ITI এবং বেসরকারি এজেন্সিগুলির সাহায্যে এই মিশনের আওতায় তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করা হবে। পাশাপাশি "রাজ্য জীবিকা মিশন" (State Livelihood Mission) এবং NULM প্রকল্পগুলিকেও যুবক-যুবতীদের কর্মদক্ষতাকে ক্ষুরধার করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কিছু ক্ষেত্রকে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

● আতিথেয়তা (রন্ধনপ্রণালী, খাদ্য ও পানীয়, পেস্ট্রি ও বেকিং);

● পর্যটন-ভ্রমণ সংস্থা পরিচালনা, হোটেল, স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে পর্যটকদের থাকার বন্দোবস্ত (Home stay), আকর্ষণীয় পর্যটনস্থলগুলিতে ট্যাক্সি পরিষেবা ইত্যাদি;

● নার্সিং ও প্যারা মেডিকেল;

● শরীর পরিচর্যা ও সৌন্দর্য চর্চা;

● ফ্যাসন ডিজাইনিং, বস্ত্র ও হস্তচালিত তাঁত বয়ন;

● টেকনিশিয়ান-ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, AC-ফ্রিজ-মোবাইল মেরামতির মিস্ত্রি;

● গাড়িঘোড়া-ফিটার, টার্নার, মেকানিক, ওয়েল্ডিং;

● যে কোনও ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের উপযোগী সাধারণ দক্ষতা;

● খুচরো ব্যবসা;

● বিমান পরিবহণ-কেবিন ক্রু, বিমান সেবিকা, গ্রাউন্ড ক্রু ইত্যাদি।

পাশাপাশি, "North Eastern Development Finance Corporation Ltd."-এর সঙ্গে যৌথভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দপ্তর ১০০ কোটি টাকার একটি ঝুঁকিবহুল পুঁজি তহবিল (Venture Capital Fund) গঠন করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নতুন উদ্যোগ স্থাপনে (Startups) উৎসাহ/আর্থিক সহায়তা জোগাতে। তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত ক্ষেত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পর্যটন, খুচরো ব্যবসা, সংশিষ্ট অঞ্চলে এমন বহু ধরনের পরিষেবার প্রসারে এই তহবিলের দৌলতে গতি এসেছে। "সর্ব শিক্ষা অভিযান" ও "রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান"-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিবিধ সংস্কার উদ্যোগেও হাত দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিকাশ মন্ত্রক (DONER Ministry) শিল্প ও অন্যান্য যে সব ইউনিট উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের জন্য ভরতুকি ইনসেনটিভ দিয়ে থাকে। যে সব ইউনিট বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, তাদের ক্ষেত্রে মন্ত্রক ভরতুকির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য North Eastern Development Finance Corporation (NEDFI)-কে সহায়তা করে।

● **জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি সংগঠন ও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী দ্বারা উৎপীড়িত যুবসমাজের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের খতিয়ান :** জম্মু ও কাশ্মীরে তিন দশকের পুরোনো বিক্ষোভ কার্যকলাপের বীজ পোঁতা হয় সেই স্বাধীনতার সময়েই। বর্তমান রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যের যুবাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সামনে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিতে একযোগে কাজ করছে। এর মধ্যে কিছু জনপ্রিয় উদ্যোগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

● **উড়ান (Udaan) :** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (National Skill Development Corporation, NSDC) জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য "বিশেষ শিল্প উদ্যোগ" (Special Industry Initiative, SII) রূপায়ণের কাজ করছে। এর মূল উদ্দেশ্য, এ রাজ্যের যুবাদের কর্পোরেট দুনিয়ায় রুজিরুটি কামানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং একই সাথে, এরাজ্যে যে সুপ্ত প্রতিভার ভাণ্ডার রয়েছে তা কর্পোরেট ভারতের সামনে তুলে ধরা।

● **সদ্ভাবনা (Sadbhayna)** : রাজ্যে আরেকটি অত্যন্ত সফল উদ্যোগ হল, সদ্ভাবনা, যা চালায় সেনা। সদ্ভাবনার আওতায় সেনাবাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের যুবাদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চালায়। এর মধ্যে অন্যতম হল, "Army Goodwill School"। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সেনা পরিচালিত এই স্কুলগুলিতে রাজ্যের এক লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এছাড়াও রাজ্যে সেনা পরিচালিত অন্যান্য স্কুলগুলিতে ১৪ হাজারেরও বেশি বাচ্চা পড়াশুনা করে। পাশাপাশি, এ রাজ্যের হাজারেরও বেশি বাচ্চা অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পঠনপাঠন করছে সেনাবাহিনীর তরফে জলপানি (Scholarship) কর্মসূচির সৌজন্যে।

সদ্ভাবনার আওতায় সেনাবাহিনী পরিচালিত আরেকটি কর্মসূচি হল জাতীয় সংহতি সফর (National Integration Tour)। এতে যোগদানকারী এ রাজ্যের স্কুলের বাচ্চারা দেশের অন্যান্য রাজ্যে সফর করার সুযোগ পায়। তাদের সহ-নাগরিকদের কৃষ্টির প্রথম ঝলক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করে। এই সফর সাঙ্গ করে রাজ্যের স্কুলের বাচ্চারা ঘরে ফেরে দেশের উন্নয়নের জন্য নাগরিক হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করার এক উদ্দীপনা নিয়ে। এযাবৎ দু'শোটি জাতীয় সংহতি সফরের আয়োজন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী; মোটের উপর ৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে তাতে।

এছাড়াও এরাজ্যে সেনা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণক কেন্দ্র এবং মেয়েদের সামর্থ্যের বিকাশের জন্য কেন্দ্র পরিচালনা করে। গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে এসব কেন্দ্র। আগ্রহী তথা যোগ্য প্রার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে এই কর্মসূচি চালায় সেনা। এই কেন্দ্রগুলি চালানোর আর্থিক দায়দায়িত্ব সেনা তাদের নিজস্ব বাজেট থেকেই মেটায়।

"জম্মু ও কাশ্মীরের যুবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য কোচিং দিতে সেনার তরফে পরিচালনা করা হয় "Kashmir Super 40" নামক উদ্যোগটি। সেনাবাহিনীর নিজেদের প্রশিক্ষণ অংশীদার "Centre for Social Responsibility and Learning (CSRL)"-এর সহযোগিতায় চালানো হয় এই কোচিং সেন্টার। আর এ বছর তো এযাবৎ কালের সব রেকর্ড ভেঙ্গে রাজ্য থেকে Kashmir Super 40'-র ২৬ জন ছেলে ও দু'টি মেয়ে IIT-JEE'-র মূল পরীক্ষায় (২০১৭) সফল হয়েছে। ৭৮ শতাংশের বেশি সাফল্য অর্জনের দৌলতে সেনার "Kashmir Super 40" বর্তমানে দেশের সেরা IIT কোচিং কেন্দ্রের তকমা পেয়েছে।"

এ রাজ্যের দূর-দূরান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের জন্য বছরের পর বছর ধরে সেনার তরফে বিবিধ জন-বান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়িত করে আসা হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে এ রাজ্যে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের যুবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য কোচিং দিতে সেনার তরফে পরিচালনা করা হয় "Kashmir Super 40" নামক উদ্যোগটি। সেনাবাহিনীর নিজেদের প্রশিক্ষণ অংশীদার "Centre for Social Responsibility and Learning (CSRL)"-এর সহযোগিতায় চালানো হয় এই কোচিং সেন্টার। আর এ বছর তো এযাবৎ কালের সব রেকর্ড ভেঙ্গে রাজ্য থেকে Kashmir Super 40'-র ২৬ জন ছেলে ও দু'টি মেয়ে IIT-JEE'-র মূল পরীক্ষায় (২০১৭) সফল হয়েছে। ৭৮ শতাংশের বেশি সাফল্য অর্জনের দৌলতে সেনার "Kashmir Super 40" বর্তমানে দেশের সেরা IIT কোচিং কেন্দ্রের তকমা পেয়েছে।

● **হিম্মত (Himayat)** : ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের "দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা"র আওতায় চালানো হয় এই প্রকল্প। যে ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পর চাকরিবাকরির সুযোগ অনেক বেশি মেলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১.২৪ লক্ষ স্থানীয় যুবাকে সেই সব বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

অস্থিরতাকামী শক্তি/সংগঠনগুলির প্ররোচনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তাল পরিস্থিতি জারি রয়েছে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তা নিয়ে আশাহত হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। এই পরিস্থিতি থেকে এলাকার যুবসমাজকে বের করে না আনলে তারাও প্ররোচনার সহজ শিকার হিসাবে ধীরে ধীরে শামিল হয়ে যাবে অস্থিরতাকামী কার্যকলাপে। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে কাজে নেমেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার যুবসমাজকে উদ্দীপিত করতে। যাতে তারা প্রথমে নিজেদের এলাকার বিকাশ কর্মকাণ্ডে অবদান রাখেন। সেই সূত্রেই বৃহত্তর অর্থে দেশের বৃদ্ধিতেও শরিক হবেন তারা।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফৎ অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানতে পারেন।

কর্মসংস্থান : নতুন শিল্পোদ্যোগই পাখির চোখ

সৌরভ সান্যাল, ড. রঞ্জিত মেহতা

স্টার্ট আপ সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই স্টার্ট আপগুলি বাজারের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কারণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক নতুন গতি সঞ্চারের পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলে এই ধরনের সংস্থাগুলি। বহুক্ষেত্রেই এই সংস্থাগুলি পরিবর্তনের দিশারি হয়ে ওঠে। যার ফলে সর্বস্তরে আনুষঙ্গিক অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড শিল্পোদ্যোগকে লালন করে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্থা বা ইউনিটের এক চাহিদা সৃষ্টি করে।

ভারতে প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) চাকরির প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনও বৃহৎ উদ্যোগ নয়, যে কোনও দেশে স্টার্ট আপ সংস্থাগুলিতেই নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই স্টার্ট আপ সংস্থাগুলিই বিভিন্ন উদ্ভাবনার কেন্দ্র এবং অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির একটা বড়ো মাধ্যম। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে গত ২০১৬-এর ১৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সূচনা করেছেন। স্টার্ট আপ-গুলির বিকাশের অনুকূল এক পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভাবনায় উৎসাহদান তথা শিল্পোদ্যোগের প্রসারই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। কর্মপ্রার্থীর দেশ নয় বরং ভারতকে এক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী দেশ হিসাবে তুলে ধরাও এই উদ্যোগের একটা বড়ো লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' উদ্যোগ দেশের শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে ইতোমধ্যেই বেশ সাড়া জাগিয়েছে। দেশে উদ্ভাবনার এক সফল সংস্কৃতি ও পরিবেশ গড়ে তোলার পথটা অনেক দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। উদ্ভাবন, পরিকল্পনা এবং স্টার্ট আপগুলির কেন্দ্র হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকারের যে অঙ্গীকার, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

স্টার্ট আপ সংস্থা অথবা স্টার্ট আপ বলতে কোনও নতুন সংস্থাকে বোঝায় যেটি সবে গড়ে উঠেছে। স্টার্ট আপগুলি সাধারণত ছোটো সংস্থা এবং প্রাথমিকভাবে গুটিকয় প্রতিষ্ঠাতা বা কোনও একজন প্রতিষ্ঠাতা এতে অর্থলগ্নি করে থাকেন এবং সংস্থাটি পরিচালনা করেন। এই সংস্থাগুলি এমন কিছু পণ্য বা পরিষেবা দিয়ে থাকে, যা বাজারের অন্যত্র পাওয়া যায় না বা গেলেও সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের বলে এই প্রতিষ্ঠাতাদের বিশ্বাস।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্থাগুলিকে যেহেতু নিজেদের গড়ে তোলা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিজেদের পণ্য বা পরিষেবার বিপণনের কাজ চালাতে হয় তাই অপরের চেয়ে এদের ব্যয় অনেক বেশি হয়। এদের জন্য তাই অর্থের সংস্থান অত্যন্ত জরুরি। ব্যাংক বা ক্রেডিট ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে প্রথাগতভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য প্রদত্ত ঋণ, স্থানীয় ব্যাংকগুলি থেকে সরকারি অনুদানপুষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশাসনিক ঋণের সঙ্গে সঙ্গে অলাভজনক বিভিন্ন সংস্থা (নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন) এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকেও এই সংস্থাগুলির জন্য অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে।

স্টার্ট আপগুলি মূলত দু' ধরনের। প্রথমত, রয়েছে এক ধরনের সংস্থা যারা সম্পূর্ণ নতুন কিছু করতে চায়। যা করার কথা আগে কেউ ভাবেনি। এই ধরনের সংস্থা গড়ে তোলা খুব কঠিন, কিন্তু একবার গড়ে উঠলে প্রায়শই এগুলির অভূতপূর্ব বাড়বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিতীয়ত,

[সৌরভ সান্যাল, মহাসচিব, PHDCCI। ই-মেল : saurabh.sanyal@phdcci.in; রঞ্জিত মেহতা, অধিকর্তা, PHDCCI। ই-মেল : ranjeetmehta@gmail.com]

রয়েছে আরেক ধরনের সংস্থা যেগুলি সম্পূর্ণ নতুন কিছু করতে চায় না। কিন্তু উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে মিশিয়ে নতুন বোতলে পুরোনো মদ পরিবেশন করে থাকে।

এ দেশে নতুন ধাঁচের এই শিল্পোদ্যোগ স্থাপন বা স্টার্ট আপ গড়ে তোলার মতো প্রয়াস শুরু হয়েছে এই হালে। স্টার্ট আপ গড়ে তোলার কাজটি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। প্রতিটি দেশে এই কাজে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই এসেছে বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পোদ্যোগীকে ব্যর্থতা এবং এমন সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে যেগুলির কথা আগে ভাবা যায়নি।

সকলের সম্মিলিত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই শিল্পোদ্যোগ বিকশিত হয়। কিন্তু যে সমাজ কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগের ব্যর্থতাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না, সেখানে ডানা মেলার আগেই উদ্ভাবনা এবং সৃজনশীলতা মুখ থুবড়ে পড়ে। যে কোনও স্টার্ট আপই ব্যর্থ হতে পারে। আর এই ব্যর্থতাই একজন শিল্পোদ্যোগীকে আগামী দিনে কী করা উচিত তার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে।

স্টার্ট আপ গড়ে তোলার সময় আপনার সহ-প্রতিষ্ঠাতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক বুদ্ধি নাও থাকতে পারে। তাই স্টার্ট আপ গড়ে তোলার সময় অভিজ্ঞ উপদেষ্টা বা মেন্টর থাকা খুব জরুরি; যারা এই একইভাবে কোনও উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন বা যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন ভালো মেন্টর অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে আলাদা করে চিনতে শেখান। তবে এ দেশে স্টার্ট আপগুলিকে পথ দেখানো বা পরামর্শদানের কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাময়িকভাবে পরামর্শদান বা গ্রহণের কাজ চলে। অর্থ সংগ্রহ করে যে স্টার্ট আপ গড়ে উঠছে সেই সংস্থা মেন্টর বা উপদেষ্টার জন্য অর্থবরাদ্দে লগ্নিকারীদের রাজি করাতেই পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান, নিরপেক্ষ এবং ব্যবসায় দক্ষ মেন্টর পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

"সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে নতুন ব্যবসাগুলির ৯৪ শতাংশের বেশি কাজ শুরু করার পর প্রথম বছরেই ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ পুঁজির অভাব। যে কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগের ভিত্তিই হল পুঁজি। নতুন নতুন ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে লাভজনক একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার সুদীর্ঘ এবং পরিশ্রমসাধ্য পথে পুঁজির ধারাবাহিক জোগান না থাকলেই নয়। তাই ব্যবসার প্রতিটি স্তরে শিল্পোদ্যোগীদের মনে শুধু একটাই চিন্তা—স্টার্ট আপ-এর জন্য পুঁজির জোগাড় কোথা থেকে হবে? স্টার্ট আপগুলির অর্থসংস্থানের জন্য বাজারে একাধিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে।"

একজন ভালো মেন্টরকে খুঁজে পাওয়াটা স্টার্ট আপগুলির পক্ষে রীতি মতো দুষ্কর।

ভারতের স্টার্ট আপগুলির আর্থিক সংকটের সুরাহা

'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' নামক এক ছাতার তলায় বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলিকে স্বীকৃতিদানের সরকারি প্রচেষ্টাকে দেশের প্রথম প্রজন্মের অধিকাংশ শিল্পোদ্যোগীই সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থসংস্থান, পেটেন্ট এবং মেধাস্বত্ব সৃষ্টির সমস্যাগুলো রয়েই গেছে। অনুরূপভাবে, পেটেন্ট নথিভুক্তীকরণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অনেকে মনে করেন এই কারণগুলির জন্যই অনেক স্টার্ট আপ বিদেশে নিজেদের কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলেছে। সরকারি তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ সালের পয়লা নভেম্বর তারিখের হিসেবে ২,৪৬,৪৯৫-টি আবেদন এবং বাণিজ্য চিহ্ন বা ট্রেড মার্কের ৫,৩২,৬৮২-টি আবেদন ঝুলে রয়েছে।

যে স্টার্ট আপগুলির ক্ষেত্রে প্রায় ৯০ শতাংশ পুঁজি বর্তমানে বিদেশি ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল (যে তহবিল থেকে কোনও ব্যবসায় প্রারম্ভিক অর্থ সরবরাহ করা হয়) এবং দেশীয় লগ্নিকারীদের কাছ থেকে আসে, সেগুলি কিন্তু উদ্ভাবনের প্রচলিত ধারাটিই আমূল বদলে দিতে পারে। গ্র্যান্ট থর্নটনের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০১৫ সালে PE ফান্ড (প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড) এবং VC ফান্ডের (ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল ফান্ড) মাধ্যমে এই ধরনের ৬০০-রও বেশি সংস্থা ২ বিলিয়ন ডলারেরও (২০০ কোটি ডলার), বেশি পুঁজি পেয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে নতুন ব্যবসাগুলির ৯৪ শতাংশের বেশি কাজ শুরু করার পর প্রথম বছরেই ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ পুঁজির অভাব। যে কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগের ভিত্তিই হল পুঁজি। নতুন নতুন ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে লাভজনক একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার সুদীর্ঘ এবং পরিশ্রমসাধ্য পথে পুঁজির ধারাবাহিক জোগান না থাকলেই নয়। তাই ব্যবসার প্রতিটি স্তরে শিল্পোদ্যোগীদের মনে শুধু একটাই চিন্তা—স্টার্ট আপ-এর জন্য পুঁজির জোগাড় কোথা থেকে হবে? স্টার্ট আপগুলির অর্থসংস্থানের জন্য বাজারে একাধিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

স্টার্ট আপগুলির অর্থসংস্থানের কয়েকটি ব্যবস্থার কথা এখানে তুলে ধরা হল। যার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগীরা তাদের ব্যবসার জন্য পুঁজি জোগাড় করতে পারেন।

(১) মোটামুটি ১০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সহায়তাদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রাথমিক তহবিল নিয়ে চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফিনান্স এজেন্সি লিমিটেড (MUDRA)। আপনি আপনার ব্যবসার পরিকল্পনা জমা দিতে পারেন এবং এটি অনুমোদিত হলে ঋণও মঞ্জুর হয়ে যাবে। আপনাকে ক্রেডিট কার্ডের মতো দেখতে একটি MUDRA কার্ড দেওয়া হবে, যেটা দিয়ে কাঁচামাল কিনতে বা অন্যান্য

ব্যয় মেটাতে পারবেন। সম্ভাবনাময় এই প্রকল্পের আওতায় ঋণের তিনটি বিভাগ রয়েছে যথা—'শিশু', 'কিশোর' এবং 'তরুণ'।

(২) **বুট স্ট্র্যাপিং বা নিজস্ব উদ্যোগে অর্থসংস্থান :** স্টার্ট আপগুলিতে পুঁজি জোগানের ক্ষেত্রে নিজের তরফ থেকে অর্থসংস্থান বা পোশাকি ভাষায় বুট স্ট্র্যাপিং যথেষ্ট কার্যকর এক উপায়। বিশেষত আপনি সবে যখন নিজস্ব ব্যবসা শুরু করছেন তখন এটাই সবচেয়ে ভালো পথ। কারণ যে সমস্ত শিল্পোদ্যোগী প্রথম কোনও ব্যবসায় নামছেন তাদের কাছে কোনও লেনদেনের খতিয়ান বা সম্ভাব্য সাফল্যের কোনও জবরদস্ত পরিকল্পনা না থাকায় পুঁজি জোগান পেতে প্রায়শই হয়রান হতে হয়।

(৩) **ক্রাউড ফান্ডিং :** একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ, অগ্রিম অর্ডার, চাঁদা বা লগ্নি জোগাড় করার ব্যবস্থাকেই বলে ক্রাউড ফান্ডিং। এই ক্রাউড ফান্ডিং-এর মঞ্চে কোনও একটি স্টার্ট আপ তার ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। ব্যবসার লক্ষ্য, লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, কী কী কারণে কতখানি পুঁজির প্রয়োজন সবই ব্যাখ্যা করা হয় এই মঞ্চে। এরপর ব্যবসার সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনেশুনে গ্রাহকরা যদি এই ভাবনাকে পছন্দ করেন তাহলে তারা অর্থ দিতে পারেন। যে গ্রাহকেরা অর্থ দেবেন তাদের অনলাইনে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি ক্রয়ের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অথবা অর্থদানের অঙ্গীকার করতে হয়। ব্যবসাটির ভাবনার ওপর যাদের আস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে যে কেউই অর্থ সাহায্য করতে পারেন। ভারতে ক্রাউন ফান্ডিং ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে—Indeigogo, wishberry, ketto, fundlined ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয়।

(৪) **অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট :** অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর বা লগ্নিকারী বলতে এমন কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বোঝায় যার হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে এবং যিনি উদীয়মান স্টার্ট আপগুলিতে বিনিয়োগে অত্যন্ত আগ্রহী। এই ধরনের ব্যক্তিরা একটি গোষ্ঠীভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়েও কাজ করেন এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রস্তাবগুলি সম্মিলিতভাবে খতিয়ে দেখেন।

এই ধরনের বিনিয়োগকারীদের সাহায্যে অনেক বিখ্যাত সংস্থা গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে রয়েছে 'গুগল', 'ইয়াহু' এবং 'আলিবাবা'। সংস্থার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই সাধারণত এই বিকল্প বিনিয়োগের সন্ধান মেলে, অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা যখন ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ইক্যুইটি বা অংশীদারী সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারেন তখনই তারা এই ধরনের বিনিয়োগে উৎসাহী হন। বেশি লাভের মুখ চেয়ে তারা বেশি ঝুঁকি নিতেই পছন্দ করেন।

(৫) **ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল :** ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল হল পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত এক ধরনের তহবিল যেখান থেকে বিপুল সম্ভাবনাময় বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়। ইক্যুইটি বা অংশীদারীর শর্তে সাধারণত এই তহবিল থেকে কোনও ব্যবসার বিনিয়োগ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে IPO ছাড়া হলে বা সংস্থার অধিগ্রহণ ঘটলে এই বিনিয়োগ গুটিয়ে নেওয়া হয়। এই তহবিল থেকে শুধু অর্থ নয় সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করা হয়। সংস্থাটি কতটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে বা বাড়তি কাজ ও দায়দায়িত্ব কতটা সামলাতে পারবে তার মূল্যায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি কোন দিশায় চলছে তারও প্রমাণ দিতে পারবে এই তহবিল।

(৬) **বিজনেস ইউকিউবেটর এবং অ্যাকসিলারেটর :** প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি অর্থসংস্থানের জন্য 'ইনকিউবেটর এবং অ্যাকসিলারেটর' কর্মসূচির কথা বিবেচনা করতে পারে। প্রায় প্রতিটি বড়ো শহরেই এই কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর কয়েকশো স্টার্ট আপ ব্যবসায়িক উদ্যোগকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পিতা-মাতা যেমন শিশুকে লালন করেন, তেমনি এই কর্মসূচির আওতায় ইনকিউবেটরগুলি কাঠামো নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণের জোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করে থাকে ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির জন্য। অ্যাকসিলারেটরগুলির কাজও অনেকটা এক। তবে ইনকিউবেটরগুলি যেখানে ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলিকে লালন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে, সেখানে অ্যাকসিলারেটরগুলি এই ধরনের উদ্যোগগুলিকে বড়ো কোনও পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে থাকে।

ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী অথবা ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন বা NBFC)

প্রথাগত ব্যাংকিং পরিষেবা যাদের নাগালের বাইরে মূলত তাদের আর্থিক পরিষেবা দিতেই এই মাইক্রোফিনান্স বা ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা। যাদের প্রয়োজন সীমিত এবং ব্যাংকের চোখে যাদের ঋণগ্রহণযোগ্যতা বা ক্রেডিট রেটিং কম তাদের কাছে ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফিনান্সের এই ব্যবস্থা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ব্যাংকের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি বাধ্যবাধকতা/ব্যাংকের সংজ্ঞা পূরণ না করেই নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন বা NBFC-গুলি যাবতীয় ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে চলেছে।

স্টার্ট আপগুলির প্রসারে ভারত সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ

স্টার্ট আপ কর্মপরিকল্পনায় ১৯ দফা কর্মসূচি রয়েছে। যার মধ্যে শ্রম ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মবিধি মান্য করার ব্যাপারে স্ব-শংসিতকরণ, পেটেন্ট ও মেধাস্বত্ত্বের আবেদন দাখিলে সাহায্য করার জন্য সহায়তাকারীদের একটি দল, একেবারে প্রাথমিক স্তরে বিনিয়োগ (মিড ফান্ডিং) ও মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে করছাড়, আয়করের ওপর তিন বছরের করছুট এবং বিশেষ এক তহবিলের মাধ্যমে (ফান্ড অফ ফান্ডস) চার বছরের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● **স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার ১৯ দফা কর্মপরিকল্পনা :**

(১) মান্যতার বিষয়ে স্বশংসিতকরণ।

(২) স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া হাব-এর মাধ্যমে যোগাযোগের একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র।

(৩) মোবাইল অ্যাপ ও পোর্টালের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ (নথিভুক্তি, বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল ও বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে)।

(৪) আইনি সহায়তা, দ্রুত কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা এবং পেটেন্ট নথিভুক্তি ফি-তে ৮০ শতাংশ হ্রাস।

(৫) সরকারি ক্রয়ের নিয়ম শিথিল করা।

(৬) সহজে এবং দ্রুত উদ্যোগ গোটানোর ব্যবস্থা।

(৭) ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের (ফান্ড অফ ফান্ডস) মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা।

(৮) ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ডিং।

(৯) মূলধনী লাভের ওপর করছাড়।

(১০) তিন বছরের জন্য আয়কর ছাড়।

(১১) ন্যায্য বাজার মূল্যের (ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু বা FMV) চেয়ে বেশি অংকের বিনিয়োগে করছাড়।

(১২) বার্ষিক স্টার্ট আপ উৎসব (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক)।

(১৩) অটল ইনোভেশন মিশন (AIM)-এর আওতায় বিশ্বমানের বিভিন্ন উদ্ভাবনা কেন্দ্রের সূচনা।

(১৪) দেশজুড়ে ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

(১৫) ব্যবসায়িক উদ্যোগ লালন এবং গবেষণা ও বিকাশের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন উদ্ভাবন কেন্দ্র।

(১৬) উদ্ভাবনে আরও বেশি করে উৎসাহ দিতে গবেষণা পার্ক।

(১৭) জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগের প্রসার।

(১৮) শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্ভাবনাকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি।

(১৯) অ্যানুয়াল ইউকিউবেটর গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ।

এবারে এই ১৯ দফ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে দু'চার কথার কিছু তথ্য জানানো হল।

(১) **স্বশংসিতকরণ :** নিয়ামক বিধির দায়দায়িত্ব কমাতে স্টার্ট আপগুলিকে স্বশংসিতকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। গ্র্যাচুইটি প্রদান, শ্রম সংক্রান্ত চুক্তি, ভবিষ্যনিধি পরিচালনা তথা জল ও বায়ুদূষণ বিষয়ক আইনগুলির ক্ষেত্রে এই স্বশংসিতকরণের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

(২) **স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া হাব :** ভারতের স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনগুলির যোগাযোগে একক সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে একটি সর্বভারতীয় হাব বা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদানে যেমন উৎসাহ দেওয়া হবে, তেমনি পুঁজির জোগান পেতেও তাদের সাহায্য করা হবে।

(৩) **অ্যাপের মাধ্যমে নথিভুক্তি :** স্টার্ট আপগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের সহজে নথিভুক্তির জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের আদলে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হচ্ছে।

(৪) **পেটেন্টের সুরক্ষা :** সুলভ মূল্যে এবং দ্রুত পেটেন্টের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য একটা ব্যবস্থাপনার কথা ভাবনা-চিন্তা করে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্যবস্থা সচেতনতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনগুলিকে মেধাস্বত্ব নিয়ে রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

(৫) **১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল :** উঠতি স্টার্ট আপ উদ্যোগগুলিকে সহায়তা-দানের জন্য প্রাথমিকভাবে ২,৫০০ কোটি টাকা থেকে শুরু করে চার বছর ধরে মোট ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গড়ে তোলা হবে। এই তহবিল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (LIC)। স্টার্ট আপ শিল্পমহল থেকে বেছে নেওয়া বেসরকারি পেশাদারদের এক কমিটি এই তহবিলটি পরিচালনা করবে।

(৬) **ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানি :** স্টার্ট আপগুলির কাছে পুঁজির

জোগান অব্যাহত রাখতে আগামী চার বছরের জন্য বার্ষিক ৫০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে একটি ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানি (NCGTC) গড়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

(৭) **মূলধনী লাভে কোনও কর নয়** : বর্তমানে ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল তহবিল থেকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধনী লাভের ওপর কর প্রযোজ্য নয়। স্টার্ট আপগুলিতে প্রাথমিক স্তরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও মূলধনী লাভের ওপর এই ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

(৮) **তিন বছরের জন্য আয়কর ছাড়** : স্টার্ট আপগুলিকে তিন বছরের জন্য আয়কর দিতে হবে না। এই নীতি আগামী দিনে স্টার্ট আপগুলির বিকাশ আরও ত্বরান্বিত করবে।

(৯) **উচ্চ অংকের বিনিয়োগের কর ছাড়** : বাজার মূল্যের চেয়ে উচ্চ অংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কর ছাড় মিলবে।

(১০) **শিল্পোদ্যোগীদের গড়ে তোলা** : ৫ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্ভাবনা বিষয়ক পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে বিশ্বমানের ইনকিউবেটর গড়ে তোলার লক্ষ্যে বার্ষিক ইনকিউবেটর গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জের আয়োজন করা হবে।

(১১) **অটল ইনোভেশন মিশন** : বিভিন্ন উদ্ভাবনে জোর দেওয়া এবং প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দিতে চালু করা হবে অটল ইনোভেশন মিশন।

(১২) **ইনকিউবেটর গড়ে তোলা** : সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৩৫-টি নতুন ইনকিউবেটর এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৩১-টি উদ্ভাবন কেন্দ্র বা ইনোভেশন সেন্টার গড়ে তোলার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

(১৩) **গবেষণা পার্ক** : সাতটি নতুন গবেষণা পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছয়টি এবং বাকি একটি গড়ে উঠবে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স-এর ক্যাম্পাসে। এই প্রতিটি গবেষণা পার্ক গড়ে তুলতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

(১৪) **জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ** : দেশে পাঁচটি নতুন জৈবপ্রযুক্তি ক্লাস্টার, ৫০-টি নতুন বায়ো ইনকিউবেটর, ১৫০-টি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যালয় এবং ২০-টি বায়ো কানেক্ট কার্যালয় গড়ে তুলবে সরকার।

(১৫) **বিদ্যালয়গুলির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি** : পাঁচ লক্ষেরও বেশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্ভাবনামূলক কর্মসূচি চালু করবে সরকার।

(১৬) **আইনি সহায়তা** : পেটেন্টের আবেদন দাখিল এবং অন্যান্য সরকারি নথিপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাকারীদের একটি দল আইনি এবং অন্যান্য সহায়তা দেবে।

(১৭) **ছাড়** : পেটেন্টের আবেদন দাখিলের সময় মোট মূল্যের ওপর ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে শিল্পোদ্যোগীদের।

(১৮) **সহজ নিয়মকানুন** : স্টার্ট আপগুলির জন্য সরকারি ক্রয় এবং বাণিজ্যের অন্যান্য নিয়মকানুন সরল করা হয়েছে।

(১৯) **দ্রুত উদ্যোগ গোটানোর ব্যবস্থা** : কোনও স্টার্ট আপ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তাও করে থাকে সরকার। কিন্তু এর পরেও যদি সংস্থাটি সাফল্যের মুখ না দেখে, তাহলে উদ্যোগটি গুটিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার একটি সহজ ব্যবস্থাও করে দেয়।

২০১৬ সালের প্রথম ও তৃতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যে ৮১৫-টিরও বেশি চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় স্টার্ট আপগুলিতে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর এবং ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল তহবিলগুলি থেকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের (৩৫০ কোটি ৫ লক্ষ) লগ্নি এসেছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম। Your Story Research-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৬৩৯-টি চুক্তির দৌলতে ৭.৩ বিলিয়ন ডলারের (৭৩০ কোটি ডলার) বিনিয়োগ এসেছে। এ বছর চুক্তির সংখ্যা ২৭ শতাংশ বাড়লেও চুক্তির অর্থমূল্য এবং বাণিজ্যের পরিমাণ কমেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, ২০১৪ সাল জুড়ে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর এবং ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল তহবিলগুলির সঙ্গে মাত্র ৩০০-টি চুক্তি হয়েছিল।

পরিশেষে একথাই বলা যেতে পারে যে স্টার্ট আপ সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এই স্টার্ট আপগুলি বাজারের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কারণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক নতুন গতি সঞ্চারের পাশাপাশি এই ব্যবস্থাকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলে এই ধরনের সংস্থাগুলি। বহুক্ষেত্রেই এই সংস্থাগুলি পরিবর্তনের দিশারি হয়ে ওঠে। যার ফলে সর্বস্তরে আনুষঙ্গিক অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড শিল্পোদ্যোগকে লালন করে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্থা বা ইউনিটের এক চাহিদা সৃষ্টি করে। চাহিদা যত বাড়ে তখন আরও বেশি ইউনিট গড়ে তোলার এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। সুলভ এবং সুবিধাজনক পরিষেবার জোগান দিয়ে দেশীয় স্টার্ট আপগুলি মানুষের জীবন ধারণকে যে আরও সহজ করে তুলেছে শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বড়ো চালিকাশক্তিও হয়ে উঠেছে। 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' দেশে সমৃদ্ধির জোয়ার আনবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দেশের অনেক তরুণ-তরুণীই নিজস্ব কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগ শুরু করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সহায়সম্পদের অভাবে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। এর ফলে তাদের নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা, প্রতিভা বা সামর্থ্য—সব কিছুই বৃথা যায়। আর দেশও সম্পদ সৃষ্টি, আর্থিক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের একটা একটা সুবর্ণ সুযোগ হারায়। নতুন নতুন উদ্ভাবনা এবং নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরুর করার সম্ভাবনা যাদের রয়েছে, তাদের উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সক্রিয় সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে শিল্পোদ্যোগ বিকাশ তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া'❑

যোগ : সুস্থ-সবল জীবনযাপনের চাবিকাঠি

ঈশ্বর এন. আচার্য, রাজীব রাস্তোগী

"যোগ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। শরীর ও মন, চিন্তা ও কর্ম, সংযম ও পরিপূর্ণতার বোধের মধ্যে ঐক্যকে তা বাস্তবরূপ দেয়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংগতি গড়ে তোলে। সুস্বাস্থ্য ও তরতাজা অনুভূতি ধরে রাখতে এক সার্বিক প্রয়াসের নাম যোগ্যাভ্যাস। যোগ কেবল এক অনুশীলনের বিষয় নয়, তার ব্যাপকতা অসীম। আমিত্বের সংকীর্ণ ধারণা থেকে আমরা, এই বোধ-এ উত্তরণ; বিশ্ব ও প্রকৃতিকে আবিষ্কারের উপায়। আমাদের জীবনশৈলীতে পরিবর্তন ঘটিয়ে তথা সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে যোগ।"

আজকের দিনে গোটা বিশ্ব জুড়েই যোগ ব্যাপক জনপ্রিয়। অঞ্চল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা এসবের গণ্ডি অতিক্রম করেছে যোগ। আজ যে দুনিয়া জুড়ে যোগের এত সুনাম, তার কারণ শরীর-স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশে তথা অসুস্থতা উপশমে এর অনন্য ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা। এছাড়াও আধুনিক জীবনশৈলী যেসব রোগবালাই ডেকে আনে, সঠিক পদ্ধতিতে তার নিরাময়/মোকাবিলায় যোগের ভূমিকার জুড়ি মেলা ভার। যোগের আরেকটি পরিচয় এ এমন এক আধ্যাত্মিক পথ, যা মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে এক পরিপূর্ণ তালমেল গড়ে তুলতে জোর দেয়।

বর্তমান যুগের পরিচিতি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সূত্রে; যা আমাদের আরাম-আয়েশে জীবন কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তবে বেঠিক জীবনশৈলী, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, দূষণ, আধুনিক কর্মসংস্কৃতি ইত্যাদি আমাদের জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছে। জীবনের সর্ব দিশায় তা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আবেগ-অনুভূতিগত, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক থেকে তা মানুষকে পুরোপুরি পেড়ে ফেলেছে। যোগ জীবনের সব ক্ষেত্রে এক সঠিক দিশা দিতে চেষ্টা করে। যোগের বিশেষত্ব হল তা স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্য যেকোনও ব্যবস্থা পদ্ধতির পাশাপাশি একযোগে অভ্যাস করা চলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে ধারা অনুযায়ীই ডাক্তার-বৈদ্য রোগ নিরাময়ের/উপশমের কাজটি করে থাকুন না কেন, তাতে যোগকে শামিল করতে কোনও অসুবিধার কিছু নেই। তিনি প্রচলিত ওষুধবিষুধের পাশাপাশি রোগীকে যোগাভ্যাসেরও নিদান দিতে পারেন।

২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। বলেন, "যোগ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। শরীর ও মন, চিন্তা ও কর্ম, সংযম ও পরিপূর্ণতার বোধের মধ্যে ঐক্যকে তা বাস্তবরূপ দেয়। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংগতি গড়ে তোলে। সুস্বাস্থ্য ও তরতাজা অনুভূতি ধরে রাখতে এক সার্বিক প্রয়াসের নাম যোগাভ্যাস। যোগ কেবল এক অনুশীলনের বিষয় নয়, তার ব্যাপকতা অসীম। আমিত্বের সংকীর্ণ ধারণা থেকে আমরা, এই বোধ-এ উত্তরণ; বিশ্ব ও প্রকৃতিকে আবিষ্কারের উপায়। আমাদের জীবনশৈলীতে পরিবর্তন ঘটিয়ে তথা সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে যোগ। এক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রচলনের লক্ষ্য নিয়ে আসুন আমরা একযোগে কাজ করি"।

যোগকে ইতোমধ্যেই মানুষ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। এছাড়াও যোগের উপযোগিতাকে আরও সঠিক পথে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই দু'টি বিষয়কে মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বজুড়ে যোগকে

[ড. আচার্য নয়াদিল্লি স্থিত "Central Council for Research in Yoga and Naturopathy"-এর অধিকর্তা। ই-মেল : ccryn.goi@gmail.com এবং ড. রাস্তোগী সহ-অধিকর্তা। ই-মেল : rrastogi2009@gmail.com]

জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষভাবে জোরদেন।

এর পরই প্রায় ১৭৭-টি দেশের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটিকে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" হিসাবে ঘোষণা করে। আর এখন গোটা দুনিয়াই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" উদযাপন করে। ভারতে সঠিক রীতিতে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" পালনের দায়িত্বভার ন্যস্ত আয়ুষ (AYUSH) মন্ত্রকের উপর। অন্যান্য মন্ত্রকের সক্রিয় সহযোগিতায় তারা তা করে থাকে। চলতি বছরে আমরা তৃতীয় "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" উদযাপন করতে চলেছি।

যোগ কী?

যোগ এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, যার উৎপত্তি ভারতেই, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় প্রাজ্ঞ ঋষিদের মাধ্যমে। পরিপূর্ণ সার্বিক জীবনযাপনের সূত্র নিহিত আছে যোগের মধ্যে, যার শিকড় ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির গভীরে প্রোথিত। যোগের বিকাশ হাজার হাজার বছর আগে মুনিঋষিদের হাতে। প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেই যোগ সম্পর্কিত রচনাদির সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগের, আধুনিক ও সমসাময়িক সাহিত্যেও যোগের মূল্যবান সূত্র নজরে আসে। পতঞ্জলির যোগসূত্রগুলিকে (৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) যোগের প্রথম সুসংবদ্ধ পাঠাংশ বলে মনে করা হয়; যার উপর বিভিন্ন টিপ্পনীকার টীকাটিপ্পনী করেছেন। পতঞ্জলি যোগের আট দফা পথের বর্ণনা করেছেন। এগুলিরই জনপ্রিয় নাম "অষ্টাঙ্গ যোগ"। কোনও ব্যক্তির জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় দিকের খেয়াল রাখে যোগ।

উপশম, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সুস্থ-সবল জীবনযাপনের রসদ জোগায় যোগ, কোনও রকম ওষুধপত্রের ব্যবহার ছাড়াই। শরীর স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি সম্পর্কে যোগের নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং নিয়মরীতি রয়েছে। যোগ মানুষের স্বাস্থ্যকে মূলত এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আবেগ-অনুভূতি, আধ্যাত্মিক-জীবনের এই সমস্ত

দিকই এক আওতায় পড়ে। সুস্বাস্থ্য এবং একই সাথে রোগব্যাধি প্রতিরোধের জন্য জীবনচর্যার বিভিন্ন অনাড়ম্বর ও সহজেই অনুকরণযোগ্য স্বাস্থ্যসম্মত ক্রিয়াপদ্ধতি পালন/আচরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। নিত্যদিনের রোজনামচায় প্রয়োজন মতো তা ঢুকিয়ে নেওয়া যায় অতি সহজেই। সর্বোপরি অন্য যে কোনও রীতির উপশম/চিকিৎসাধীন অবস্থাতেও যোগাভ্যাসও করা চলে একযোগে।

আজকের দিনে মানবসমাজে স্বাস্থ্য পরিচর্যার চাহিদাতেই ভোলবদল ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গবেষক ও চিকিৎসকরা ব্যাপক হারে যোগাভ্যাসের নিদান দিয়ে থাকেন। গোটা বিশ্বের মনযোগ আকর্ষণ করেছে আজ যোগ। জনজীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যোগাভ্যাসের চর্চা ক্রমশঃ বাড়ছে। কেবলমাত্র শরীরকে সুস্থ-সবল তরতাজা রাখতে নয়; বিবিধ আধিব্যাধির মোকাবিলার লক্ষ্যেও যোগচর্চার বিস্তার ঘটছে। মানসিক চাপজনিত এবং মানসিক বিকারজাত বিবিধ শারীরিক সমস্যার মোকাবিলায় মানুষের মধ্যে যোগচর্চা ভিত্তিক জীবনশৈলীর অভ্যাস গড়ে তুলতে বহু যোগগুরু এবং চিকিৎসক বিবিধ কর্মসূচি চালান।

কাজেই যোগচর্চার মাধ্যমে শরীর স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে, পাশাপাশি রোগব্যাধি প্রতিরোধ/নিবারণে তা কাজে আসে; মানসিক বিকারজাত বিবিধ শারীরিক সমস্যার উপশম সম্ভবপর হয়, একই সাথে অতি উচ্চস্তরীয় চেতনার সম্যক উপলব্ধি ঘটে। আলাদা আলাদা ভাবে মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান নয়, যোগ বিশ্বাস রাখে কোনও ব্যক্তির সার্বিক হিতসাধনে। এই অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিই যোগের মূল বৈশিষ্ট্য। যোগের জনপ্রিয় চর্চাগুলির মধ্যে পড়ছে ক্রিয়া (বিশোধক প্রক্রিয়া), সূর্য নমস্কার, আসন (দৈহিক অঙ্গবিন্যাস), প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রণালী), চাপরহিত শারীরিক বিশ্রামের পন্থা, মুদ্রা, মনকে চিন্তাশূন্য করা/ধ্যান (Meditation) ইত্যাদি কার্যকলাপ।

➢ **সূর্য নমস্কার :**

যোগাভ্যাসের এক অত্যন্ত উপযোগী ও জনপ্রিয় রীতি হল সূর্য নমস্কার। প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে একের পর এক বারো ধরনের অঙ্গবিন্যাসের মাধ্যমে সূর্য নমস্কার সম্পন্ন করা হয়। মনুষ্য শরীরের সম্পূর্ণ স্নায়ু-গ্রন্থিতন্ত্র এবং স্নায়ু-পেশিতন্ত্রকে তা তরতাজা করে তোলে। নিয়মিত সূর্য নমস্কার অভ্যাস করলে শরীরে সঠিক পরিমাণে অক্সিজেনযুক্ত রক্তের সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়; শরীরের সমস্ত তন্ত্রের মধ্যে সঠিক তালমেল

গড়ে ওঠে। এভাবেই মানুষের সম্পূর্ণ অবয়ব, তন মন চনমনে হয়ে ওঠে।

➢ **আসন (দৈহিক অঙ্গবিন্যাস) :**

বিভিন্ন অঙ্গের স্থৈতিক প্রসারণ ঘটিয়ে দেহকে বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত করাই হল আসন; যার অনুশীলন শরীর ও মনকে সুস্থিত করে। আসনের উদ্দেশ্য হল মাংসপেশির সাধারণ দৃঢ়তা বর্ধন। মূল সূত্র হল আমাদের শরীরের অঙ্গবিন্যাসের (Body posture) কার্যকুশলতা কেবল দৈহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না, এর সঙ্গে জড়িত থাকে মানসিক এবং স্নায়বিক দিকগুলিও। যোগাসন অনুশীলন করতে হয় সাবলীলভাবে এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে।

➢ **প্রাণায়াম :**

প্রাণায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মানব শরীরের অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ এই ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, এর ফলে তার উপরও নিয়ন্ত্রণ আসে। এক দীর্ঘ সময়পর্ব পর্যন্ত অনায়াসে। শ্বাসবায়ুকে ধরে রাখাটা যোগিক শ্বাসক্রিয়ার অপরিহার্য কৌশল। দেহের অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুতন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাই এই শ্বাসক্রিয়া অভ্যাসের মূল অভিপ্রায়। এর প্রভাবে নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন বজায় থাকে। ধ্যান ইত্যাদির মতো উচ্চমার্গের যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে তা বিশেষ উপযোগী।

➢ **ধ্যান (Meditation) :**

চিত্তকে এক জায়গায় স্থির অবিচল রেখে সেই দিশায় মনকে একাগ্রভাবে চালিত করাই হল ধ্যান বা "Meditation" বা মনঃসংযোগ। অন্তরের সচেতনার বিকাশই ধ্যান/মনঃসংযোগের মূল নীতি। ধ্যান অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ। যার সূচনা হয় মনোজগতের বহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনাশূন্য হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর তা পূর্ণতা পায় বাহ্যিক পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে পুরোপুরি বিস্মরণের মাধ্যমে। এ হল আত্মভূতকরণের এক প্রক্রিয়া, যাতে ব্যক্তি বিশেষ ভুয়োদর্শনে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা চালায়। নিয়মিত ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি গভীরভাবে মনঃসংযোগের ক্ষমতা অর্জন করে। ফলস্বরূপ শারীরিক শক্তি, মানসিক সক্ষমতা, সৃজনশীলতা, স্থৈর্য, স্মরণশক্তি, বোধশক্তি, মানসিক শক্তি, স্বজ্ঞালব্ধতা ইত্যাদি বৃদ্ধির মতো বহুবিধ উপকার সাধিত হয়।

স্বাস্থ্য কী?

স্বাস্থ্যের বহু সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তবে সর্বাধিক উদ্ধৃত আধুনিক সংজ্ঞা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization, WHO)-র সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সংবিধান নিউ ইয়র্কে ১৯৪৬ সালের ১৯-১২ জুন অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। ওই বছরেরই ২২ জুলাই তারিখে ৬১-টি দেশের প্রতিনিধিরা এতে স্বাক্ষর করেন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সরকারি দস্তাবেজ সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১০০)। এই সংবিধান লাগু হয় ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল তারিখে। এতে বলা হয়েছে :

"স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ তরতাজা বোধের অনুভূতি, কেবলমাত্র রোগব্যাধি ও দুর্বলতা হীনতা নয়"।

যোগ ও যুবসমাজ

যোগকে সুস্থ-সবল জীবনযাপনের কলা ও বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়। যারা নীরোগ ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চান, যোগ তাদের সবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে যোগ হল নিজের মধ্যের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো

ও আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বাড়ানোর এক পথ বিশেষ; যদিও এর অন্যান্য উপযোগিতাও রয়েছে। একে বলা যেতে পারে জীবনশৈলীর পুরোদস্তুর ভোলবদল।

যোগ এখনকার যুবা বয়সী জনসংখ্যার জন্য একান্ত অপরিহার্য। লেখাপড়াই হোক বা কর্মসংস্থান, এই দু'টি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আজ যুবসমাজকে। নিত্যদিনের এই সব সমস্যার সঠিক পথে মোকাবিলার উপযোগী এক "প্রকৃত যোগী" হিসাবে তাদের অবশ্যই গড়েপিটে তুলতে সমর্থ যোগাভ্যাস। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, আবেগ-অনুভূতিগত এবং আধ্যাত্মিক এই সব দিক থেকেই যোগ তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় একই সময়ে এবং শেষমেশ মানুষকে এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রদান করে। তা প্রভাবিত করে সার্বিকভাবে। মনঃসংযোগের ক্ষমতা ও ধৈর্য্যকে বাড়ায়, যোগ অভ্যাস-কারীকে শান্ত ও ধীর স্থির করে তোলে; যা কি না আজকের দিনে অত্যন্ত জরুরি।

ভারত এক সুবিশাল দেশ, যার জনসংখ্যা ১২৫ কোটিরও বেশি। কোনও দেশের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে মূলত সে দেশের স্বাস্থ্য চিত্রের উপর। যদি স্বাস্থ্য চিত্রটি রুগ্ন হয়, তবে দেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়ে পড়তে পারে। কারণ, সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে বহু শক্তিক্ষয় এবং সহায়-সম্পদ বিনিয়োগ দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি দেশের স্বাস্থ্যের হালহকিকৎ, বিশেষ করে যুবসমাজের, মজবুত ও উঁচু মানের হয়, তবে সে দেশ সহজে ক্লান্ত না হওয়ার মতো এক লম্বা দৌড়ের ঘোড়া হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, যুবসমাজের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুস্থ-সবল জীবনযাপনের পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানের পাশাপাশি যোগের আর এক পরিচয় হল, তা মূলত এক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানও। রোগ প্রতিরোধের এবং শরীর স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো; দু'ধরনের উপযোগিতাই আছে এর। যোগ জীবনের সমস্ত দিকের মধ্যে সঠিক তালমেল গড়ে তোলে এবং আমাদের নিত্যদিনকার জীবনযাপনকেও প্রভাবিত করে। নিয়মিত যোগ অনুশীলন মানুষের আচার-ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে সদর্থক পরিবর্তন আনে। নিজের ঘরে এবং বাইরের সমাজেও যোগ অভ্যাসকারীকে অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে তা। গোটা বিশ্বজুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যোগের উপশম উপযোগিতার দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক বিকারজাত শারীরিক বৈকল্য-সহ আধুনিক জীবনশৈলীর দৌলতে ডেকে আনা বিবিধ রোগবালাইয়ের মোকাবিলা ও নিরাময়ের ক্ষমতার সৌজন্যেই আজকের দিনে যোগের এই বিপুল জনপ্রিয়তা।

যোগ ও গবেষণা

মানসিক বিকারজাত শারীরিক বৈকল্য-সহ আধুনিক জীবনশৈলীর দৌলতে ডেকে আনা বিবিধ রোগবালাইয়ের সঠিক উপায়ে মোকাবিলায় যোগের উপশমকারী ক্ষমতার কার্যকারিতা গবেষণাগারে বিবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আজ প্রমাণিত। অ-সংক্রামক রোগব্যাধির মোকাবিলায় ওষুধপত্র ও কোনও রকম চিকিৎসা সরঞ্জাম ছাড়াই নিরাময়ের পদ্ধতি হিসাবে আজ যোগকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, রোজকার জীবনযাপন শৈলীতে সদর্থক রদবদল এনে। সৎকর্ম, আসন, সূর্য নমস্কার, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির মতো যোগ ক্রিয়া অভ্যাস ও তার সাথে সাথে উপবাস, পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, অঙ্গসংবহন, মৃত্তিকা-জল-বায়ু থেরাপি ইত্যাদি কিছু কিছু প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির (Naturopathy) ব্যবহারের মাধ্যমে এক নীরোগ, সুস্থ-সবল ও সুখী জীবনযাপন সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর।

উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপিণ্ডের সমস্যা, মধুমেহ, মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা ইত্যাদি আজকের দিনের যুবসমাজের কিছু সাধারণ সমস্যা। এ বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, হৃদপিণ্ডের রক্তবাহ (ধমনী) সংক্রান্ত ব্যাধির (Coronary Artery disease) ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা কমিয়ে দেওয়াটা যোগাভ্যাসের উপযোগিতার আরেকটি দিক। মানচন্দা প্রমুখ ২০০০ সালে দেখিয়েছেন যে, হৃদপিণ্ডের রক্তবাহ (ধমনী) সংক্রান্ত গুরুতর ব্যাধি পীড়িতদের ক্ষেত্রেও খুব মেপেজুপে কঠোর ভাবে নিয়ম মেনে

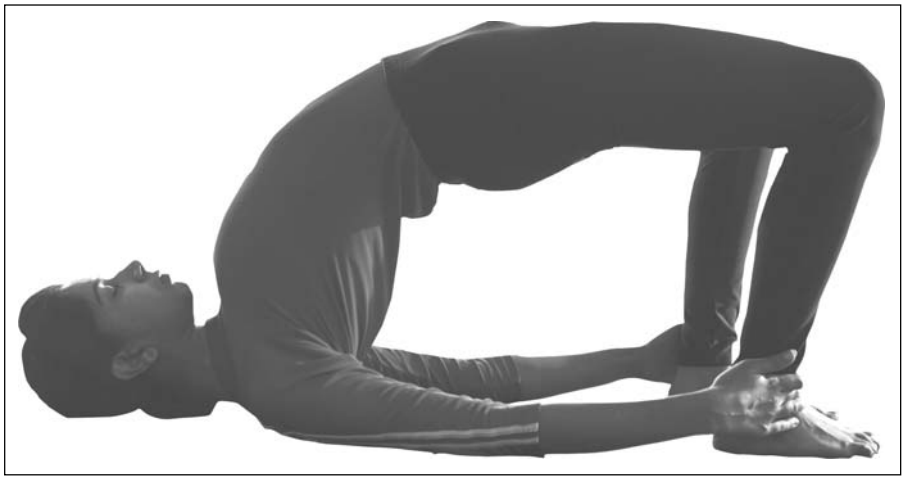

চললে যোগ অনুসারী জীবনশৈলী অভ্যাস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব। কণ্ঠনালীর প্রদাহ, শরীরের ওজন, লিপিড মাত্রা, শারীরিক কসরত জনিত চাপ (Stress), হৃদপিণ্ডের ধমনীর সাবলীল গতিতে কাজকর্মে বাধা ইত্যাদি তুলনামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে যোগ অনুসারী জীবনযাপনশৈলী বেশ কাজে আসে। লিপিড, কোলেস্টেরল ইত্যাদি জমে জমে হৃদপিণ্ডের ধমনীর ভিতরের গাত্র ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে, এর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়; রক্ত চলাচলের পরিমাণও কমে আসে। যে প্রক্রিয়ায় এই সব পদার্থ জমতে থাকে, তাকে বলা হয় "Atherosclerosis" এবং জমা পদার্থগুলিকে বলা হয় "atherosclerotic plaque"। হৃদপিণ্ড ঘটিত অধিকাংশ অসুখবিসুখের/সমস্যার জন্য দায়ি এই "Atherosclerosis"। যোগ অনুসারী জীবনশৈলী ধমনীর ভিতরের গাত্রে এই সব পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। ফলত, হৃদপিণ্ডের বাইপাস সার্জারি, অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। হৃদপিণ্ডের ধমনী ঘটিত গুরুতর সমস্যা পীড়িত মানুষদেরও যোগ নির্দেশিত জীবনশৈলী অনুসরণ করতে কোনও রকম অসুবিধা নেই এবং তার জন্য একগাদা গাঁটের কড়ি খরচ করারও কোনও দরকার পড়ে না।

কাজেই হৃদপিণ্ডের ধমনী ঘটিত রোগ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (Hypertension) ইত্যাদি অ-সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ তথা তার খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব দৈনন্দিন জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে যোগ নির্দেশিত নীতি ও আদর্শের পথকে অনুসরণের মাধ্যমে।

যুবা বয়সীদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসেরও এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আচার্য ও রাস্তোগী (২০১৬) তাদের "Yoga : Balancing Health & Stress Free Life" শীর্ষক গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, ডায়েট করাটা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস নয়। প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য, চটজলদি বানানো যায় এমন সব খাবারদাবার (fast food ও junk food), প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণের অভ্যাসের পাশাপাশি ধূমপান, মদ্যপান, মাদক সেবন, যথেষ্ট বিশ্রামের ও শারীরিক কসরতের অবকাশ না থাকা ইত্যাদি কার্যকারণের দৌলতে আমরা দ্রুত অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। এরই সূত্রে আমাদের মধ্যে দেখা দেয় মানসিক বিকারজাত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা ও আধিব্যাধি; যেমন—মধুমেহ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বাতব্যাধি, কোমর-ঘাড়-শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা ইত্যাদি। এইসব কারণেই দিন দিন মানসিক অসুস্থতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেখা গেছে বহু সংখ্যক মানুষ অবসাদ, স্কিজোফ্রেনিয়া, মদ্যপান ও মাদক সেবনজনিত শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য ইত্যাদিতে ভুগছেন। আসন, প্রাণায়াম, সৎকর্ম, সূর্য নমস্কার এবং ধ্যান ইত্যাদির মতো যোগের বিভিন্ন ক্রিয়া অভ্যাসের মধ্য দিয়ে কোনও ধরনের ওষুধপত্র, সরঞ্জাম ছাড়াই শরীর ও মনের সঠিক নিরাময় ও বিকাশ সম্ভব।

সুতরাং শেষে এই বলে ইতি টানা যায় যে, যুবসমাজকে নিজেদের শরীর স্বাস্থ্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে এবং জাতির বিকাশ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে উঠতে মার্গদর্শন দিতে সঠিক পথ হল যোগ। যোগ সার্বিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটায় এবং সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। যোগ অভ্যাস ক্রিয়া শরীর ও মনকে যথার্থ অর্থে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলে, এক সুরে গাঁথে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

"সামাজিক সুরক্ষা"

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : পরিবেশ

১. প্রতি বছর ৫ জুন তারিখটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা কী?

২. প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা (Theme) বাছাইয়ের দায়িত্ব পায় মূল আয়োজক দেশ (Host Country)। ২০১৭-র আয়োজক দেশ কোনটি?

৩. কত সাল থেকে ৫ জুন তারিখটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে আসা হচ্ছে?

৪. গোটা বিশ্ব বর্তমানে কতগুলি "Biodiversity Hotspot" আছে?

৫. এই "Biodiversity Hotspot"-গুলি বিশ্বের মোট ভূখণ্ডের কত শতাংশ স্থান অধিকার করে আছে?

৬. ১৯৯৮ সালে "Conservation International" বিশ্বের জৈববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কয়টি দেশকে "Megadiverse Country" হিসাবে চিহ্নিত করে?

৭. গত ১৭ মে মারা গেলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী অনিল মাধব দাভে; প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি কোন নদীর পরিবেশগত ইস্যু নিয়ে কাজ করেছেন বহুদিন?

৮. ভারতে কত সালে পরিবেশের সুরক্ষার জন্য আইন লাগু করা হয়?

৯. ভারতে কবে থেকে জাতীয় পরিবেশ আদালত (National Green Tribunal, NGT) চালু হয়?

১০. দিল্লিতে ছাড়া দেশের আর কোথায় কোথায় জাতীয় পরিবেশ আদালত বসে?

১১. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশু "International Union for Conservation of Nature" (IUCN)-এর 'Red data List'-ভুক্ত প্রাণী, এর নাম কী?

১২. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পক্ষী কোনটি?

১৩. বায়ুদূষণ রোধে সুপ্রিম কোর্ট কবে থেকে দেশে "ভারত স্টেজ থ্রি" গাড়ির বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছে?

১৪. বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme, UNEP)-এর মুখ্য অংশীদার কে?

১৫. প্রতি বছর ৮ জুন তারিখটিকে বিশ্ব মহাসাগর দিবস (World Oceans Day) হিসাবে পালন করা হয়? এ বছর এই দিবসের মূল ভাবনা (Theme) কী রাখা হয়েছে?

উত্তর :

১. 'Connecting People to Nature'। ২. কানাডা। ৩. ১৯৭৪ সাল। ৪. ৩৬-টি। ৫. ২ শতাংশ ও সামান্য কিছু। ৬. ১৭-টি দেশকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাডাগাস্কার, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, পাপুয়া নিউ গিনি, চিন এবং অস্ট্রেলিয়া। ৭. নর্মদা নদী। ৮. ১৯৮৬ সালে [Environment (Protection) Act, 1986]। ৯. ২৮/১০/২০১০। ১০. ভোপাল, পুণে, কলকাতা ও চেন্নাই, এই চার জায়গায়। ১১. বাঘরোল (বৈজ্ঞানিক নাম, *Prionailurus viverrinus*)। ১২. মাছরাঙা পাখি (বৈজ্ঞানিক নাম, *Halcyon smyrnensis*)। ১৩. পয়লা এপ্রিল, ২০১৮। ১৪. Al-sayer Holding (কুয়েত)। ১৫. 'Our Oceans, Our Future'। □

দুনিয়া কাঁপিয়ে বেনজির সাইবার হামলা

গোটা বিশ্বের সঙ্গে যেন যুদ্ধে নেমেছিল সাইবার দস্যুরা! সারা বিশ্বকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে সাইবার কানেকশন। আর তাই সাইবার মহামারি যদি ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে গোটা বিশ্বেই বিপদও ঘনিয়ে আসে এক সঙ্গেই। হয়েছেও তেমনটাই। মে মাসে নজিরবিহীন ম্যালওয়্যারের শিকার হল সমগ্র ইউরোপ, লাতিন, আমেরিকা, এশিয়া, 'র‍্যানসমওয়্যার' হানায়। ভাইরাসটির নাম 'ওয়ান্না ক্রাই'। সাইবার জগতের খবর, এই ভাইরাস তৈরি হয়েছিল মার্কিন সাইবার গোয়েন্দা সংস্থা 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি' (এনএসএ)-র অন্দরেই। 'শ্যাডো ব্রোকার্স' নামে একটি হ্যাকার গোষ্ঠী তাদের ভাঁড়ার থেকে সেটি চুরি করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই ধরনের হানাকে অভূতপূর্ব আখ্যা দিয়ে ইউরোপীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'ইউরোপোল' অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য আন্তর্জাতিক তদন্তকারী দল গড়া প্রয়োজন বলে জানায়।

সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, 'র‍্যানসমঅয়্যার'-এর হানা নতুন নয়। কিন্তু এত বড়ো মাপে আগে হয়নি। গত ১৪ এপ্রিল ওই অস্ত্রের কথা প্রথমে সামনে এনেছিল 'শ্যাডো ব্রোকার্স'। অনলাইনে তারার জানিয়েছিল, এনএসএ-র ভাঁড়ার থেকে এই ভাইরাস চুরি করা হয়েছে। কিন্তু সে সময় কেউ আমল দেয়নি। সেই হুমকি যে সত্যি, তা হাড়ে হাড়েই টের পেল সবাই। এই র‍্যানসমওয়্যার দিয়ে বিশ্বের দেড়শোর বেশি দেশের বহু কম্পিউটার অকেজো করে দেয় হ্যাকাররা। চাওয়া হয় বিশাল অংকের টাকা। 'র‍্যানসম' না দিলে সমস্ত ডেটা, এনক্রিপশন উড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে নিমেষে। একেবারে যেন অপহরণের জন্য মুক্তিপণ চাওয়া! 'র‍্যানসম' অর্থাৎ, মোটা অংকের টাকা ও 'ম্যালওয়ার' মিলিয়ে এই হানার নাম দেওয়া হয়েছে র‍্যানসমওয়্যার।

হামলার কথা গত ১২ মে প্রথমে ধরা পড়েছিল সুইডেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে। তার পরে পরে রাশিয়া, ইউক্রেন, ইতালি, চিন, ভারত ও মিশরের সার্ভার-কম্পিউটারগুলিতেও এই ভাইরাস ঢুকে পড়ে। সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা 'অ্যাভাস্ট'-এর হিসেবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৭৫ হাজার কম্পিউটার সিস্টেমে ঢুকে পড়েছিল এই ভাইরাস। এই সাইবার হানার জেরে ব্রিটেনে বেশ কিছু হাসপাতালের পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হয়। রাশিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রেল বিগড়ে যায়। মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি-বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দল জানায়, সে দেশের প্রচুর কম্পিউটারে এই ভাইরাস বাসা বেঁধেছে। ভয়াবহ এই ম্যালওয়্যার হানার পরই এক ধাক্কায় বসে যায় রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক, স্পেনীয় টেলি-কমিউনিকেশন টেলেফ-নিকা ও ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা। যদিও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সংস্থার কম্পিউটারে ঢুকে পড়া ভাইরাসকে পরে অনেকটাই বাগে আনা যায়। একটি চিনা সংস্থার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সে দেশে আক্রান্ত কয়েক হাজার কম্পিউটার। জাপানে পণবন্দি হয়েছে প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থার কম্পিউটার। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার একটা বিরাট অংশ।

"১২ মে থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটেন, আমেরিকা, চিন, জাপান, ভারত-সহ শ' দেড়েক দেশের প্রায় ৩ লক্ষের বেশি কম্পিউটারকে পণবন্দি করে ফেলেছিল 'ওয়ানাক্রাই'। এমন ভাইরাসের মাধ্যমে কম্পিউটারকে আটক করে হ্যাকাররা অর্থ আদায়ের ফিকিরে থাকে বলেই এগুলিকে 'র‍্যানসমঅয়্যার' বলা হয়। মুক্তিপণ হিসেবে কম্পিউটার পিছু ৩০০ ডলার করে চায় ওয়ান্‌নাক্রাই-এর হ্যাকারেরা। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বিটকয়েন মারফৎ (সাঙ্কেতিক নিরাপত্তায় মোড়া অনলাইন লেনদেন পরিষেবা। তবে এটি ভারতে নিষিদ্ধ) দিন সাতেকের মধ্যেই ৮৩ হাজার ডলার হাতিয়েছে অপরাধীরা। হামলার সাত দিন পরেও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয় সাইবার বিশেষজ্ঞদের।"

পুরোনো অপারেটিং সিস্টেম নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তুলনামূলক নতুন অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারেই হানা দিয়ে দিয়েছে ফাইল পণবন্দি করার ভাইরাস 'ওয়ান্‌নাক্রাই'। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের হয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিল একটি সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা। ওই সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, যত কম্পিউটারে ওই সাইবার-দস্যু হানা দেয়, তার দুই-তৃতীয়াংশই চলত 'উইন্ডোজ ৭' অপারেটিং সিস্টেমে। 'উইন্ডোজ এক্সপি' (যা কিনা তুলনামূলকভাবে পুরোনো) কিংবা তার চেয়েও আগের অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারে হামলা কম হয়েছে। তবে সমীক্ষাকারী সংস্থাটি এও জানিয়েছে যে বিকল হয়ে পড়া কম্পিউটারগুলিতে 'উইন্ডোজ ৭'-এর মতো তুলনামূলক নতুন অপারেটিং সিস্টেম থাকলেও তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা 'আপডেট' করা ছিল না।

যোজনা ||| নোটবুক

১২ মে থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটেন, আমেরিকা, চিন, জাপান, ভারত-সহ শ' দেড়েক দেশের প্রায় ৩ লক্ষের বেশি কম্পিউটারকে পণবন্দি করে ফেলেছিল 'ওয়ানাক্রাই'। এমন ভাইরাসের মাধ্যমে কম্পিউটারকে আটক করে হ্যাকাররা অর্থ আদায়ের ফিকিরে থাকে বলেই এগুলিকে 'র‍্যানসমঅয়্যার' বলা হয়। মুক্তিপণ হিসেবে কম্পিউটার পিছু ৩০০ ডলার করে চায় ওয়ান্‌নাক্রাই-এর হ্যাকারেরা। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বিটকয়েন মারফৎ (সাঙ্কেতিক নিরাপত্তায় মোড়া অনলাইন লেনদেন পরিষেবা। তবে এটি ভারতে নিষিদ্ধ) দিন সাতেকের মধ্যেই ৮৩ হাজার ডলার হাতিয়েছে অপরাধীরা। হামলার সাত দিন পরেও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয় সাইবার বিশেষজ্ঞদের। বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার গবেষকেরা জানান, পণবন্দি হয়ে পড়া কম্পিউটারের ফাইলগুলি উদ্ধার করতে পারেননি তারা। এই কাজে কে কতটা সফল হবেন তাও বোঝা যাচ্ছে না।

বিশ্ব জুড়ে এমন ভয়ঙ্কর সাইবার হামলা নিয়ে তদন্তে নামে একাধিক দেশ। এর পিছনে 'শ্যাডো ব্রোকার্স' নামে একটি হ্যাকার গোষ্ঠীকে সন্দেহ করা হলেও নিশ্চিতভাবে কোনও অপরাধীকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। সন্দেহের আঙুল উঠেছে কোরিয়ার দিকেও। কোনও কোনও তদন্তে এই হামলার হাতিয়ার আমেরিকার সাইবার গোয়েন্দা সংস্থা 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি' (এনএসএ)-র ভাঁড়ার থেকে চুরি করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা দেওয়ায় আমেরিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগে রাশিয়া। তবে, গবেষকেরা জানাচ্ছেন, 'ওয়ান্‌নাক্রাই' ভাইরাস শুধু কম্পিউটারেই হামলা চালিয়েছিল; কোনও নেটওয়ার্ককে কব্জা করতে পারেনি তা।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির এই সফটওয়্যার তৈরির পর গত বছর আগস্ট মাসেই ধরা পড়েছিল গলদ। চলতি বছরের মার্চ মাসে মাইক্রোসফ্‌ট সমস্যার সমাধান করলেও দেরি হয়ে গিয়েছিল অনেক। এপ্রিলেই নিজেদের 'শ্যাডো ব্রোকার্স' পরিচয় দিয়ে একদল হ্যাকার অনলাইনে প্রকাশ করে দেয় সেই সফ্‌টওয়্যার। ঘটনার পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এনএসএ। ভাইরাসের এই হানা উস্কে দিচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ'-এর স্মৃতি। ১৫ মে বিবৃতি দিয়ে সাইবার হামলার পিছনে আমেরিকাকে দায়ি করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিন মনে করেন, সাইবার নিরাপত্তা নীতি নিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে বসা প্রয়োজন। সাইবার বিশেষজ্ঞেরাও বলছেন, সাইবার দুনিয়ায় এখন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মজুত করা হচ্ছে। ফলে কোনও দেশকে বিপদে ফেলতে এই ধরনের হামলাই বেছে নেবে শত্রুপক্ষ। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ)-র রিপোর্ট বলছে, আমেরিকারই 'ইটারনাল ব্লু' নামের 'ম্যালওয়্যার' দিয়ে কম্পিউটার পণবন্দি করার এই অভিযান চালানো হয়েছে। এর পিছনে 'শ্যাডো ব্রোকার্স' নামে হ্যাকার গোষ্ঠীর কথাও উঠে আসে তাদের তদন্তেই।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ওই ম্যালওয়্যার চুরির কথা জানাজানি হতেই তাজ্জব বনে যান অনেকে। এমন মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করা ও অরক্ষিত রাখার জন্য আমেরিকাকে দুষেছেন প্রাক্তন এনএসএ কর্তা এডওয়ার্ড স্নোডেনও। মাইক্রোসফ্‌ট কর্তার মতে, এনএসএ-র ভাঁড়ার থেকে সফ্‌টওয়্যার চুরি করা কার্যত মার্কিন সেনার কাছ থেকে টোম্যাহক ক্ষেপণাস্ত্র চুরি করার সামিল।

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে রাশিয়া-আমেরিকার 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' এই প্রথম নয়। ২০১৩ সালে স্নোডেনকে মস্কোয় আশ্রয় দেওয়ার সময় থেকেই তা চলছে। গত মার্চ মাসে সাইবার হানা ও হ্যাকিং নিয়ে রাশিয়াকে দুষেছিল আমেরিকা। মে মাসের প্রথম দিকেই রাশিয়ায় তৈরি ও ভারত-সহ গোটা বিশ্বে ব্যবহৃত সাইবার নিরাপত্তার একটি সফ্‌টওয়্যার সম্পর্কে তাদের সন্দেহের কথা জানিয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দারা।

শুধু হানা মোকাবিলা নয়, গোটা বিশ্বেই গবেষকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন 'ওয়ান্‌নাক্রাই'-এর উৎস। তাদের একটি অংশ আঙুল তুলছেন কিম জং-উনের উত্তর কোরিয়ার দিকে। তাদের বক্তব্য ওই ভাইরাসের কোড ও কিমের দেশের হ্যাকারদের গোষ্ঠী 'ল্যাজারাস'-এর ভাইরাসের কোডের ধরনধারণের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। বিষয়টি প্রথম নজরে আনেন গুগলের ভারতীয় বংশোদ্ভূত গবেষক নীল মেহতা। তবে 'ওয়ান্‌নাক্রাই'-এর পিছনে যে উত্তর কোরিয়াই, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সে দেশের 'ল্যাজারাস' গোষ্ঠীর অনুরূপ ভাইরাস ২০১৪ সালে সোনি পিকচারস এন্টারটেনমেন্ট সংস্থাকে বিপাকে ফেলছিল। গত বছর তারা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এবারের হামলায় ব্যাপক ক্ষতি হলেও চিন বা রাশিয়া কিন্তু এখনই উত্তর কোরিয়ার দিকে আঙুল তুলতে নারাজ। রাশিয়া-চিন, উভয় দেশের বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, উত্তর কোরিয়াকে বিপাকে ফেলতে বা কুকীর্তির দায় তাদের ঘাড়ে চাপানোর জন্যও সুকৌশলে সে দেশের হ্যাকারদের কোডের সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা হয়ে থাকতে পারে 'ওয়ান্‌নাক্রাই'-এর কোড। ইউরোপের অন্য বিশেষজ্ঞেরাও বলছেন, নীল মেহতার পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ অ্যালান উডওয়ার্ড-এর যেমন বক্তব্য, হামলার প্রথম দিকেই চিনের বহু কম্পিউটার অকেজো হয়েছিল। 'ওয়ান্‌নাক্রাই' ভাইরাসের প্রথম দিকের হুমকি-বার্তায় সময় দেখাচ্ছে চিনের। মনে হচ্ছে, চিনা ভাষায় হুমকিটি কোনও চিনাভাষীর লেখা এবং এর ইংরেজি বয়ানটি অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা। এই সব থেকেই প্রশ্ন উঠে আসছে, হ্যাকাররা উত্তর কোরিয়ার হলে তারা কি মিত্র দেশ চিনকে চটাতে চাইবে?❑

অ্যাঞ্জেল অর্থলগ্নি (Angel Funding)

বিশেষ করে সদ্য পথ চলা শুরু করেছে এমন কোম্পানিকে, অর্থাৎ, 'start-up' উদ্যোগগুলিতে তাদের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করাকেই বলা হয় অ্যাঞ্জেল তহবিল সংস্থান বা অ্যাঞ্জেল অর্থলগ্নি (Angel Funding) এই ধরনের লগ্নিকারীরা ছোটো ছোটো 'start-up' বা উদ্যোগগুলিকেই বেছে নেন পুঁজি বিনিয়োগের জন্য; সেক্ষেত্রে সাধারণত এই বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা কতটা ফায়দা ওঠাতে পারবেন, সেই লাভালাভের অংকটা খুব একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নয় তাদেত কাছে. যে ব্যবসায় টাকা ঢালছেন,তা আদবে কতটা লাভের মুখ দেখবে বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে, এই ব্যাপারটিকে এরা গুরুত্ব দেন না। এরা সদ্য পথ চলতে শুরু করা (start-up) ছোটো মাপের উদ্যোগগুলিকে নিছক খানিকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব নিয়েই বিনিয়োগ করে থাকেন। এই বিনিয়োগের সূত্রে মুনাফা কামানোটা এদের কাছে গৌণ।

'Angel' (বাংলায় আমরা দেবদূত বলতে পারি কি?) শব্দটি এসেছে ব্রডওয়ে থিয়েটার থেকে। যখন কিনা সমাজের বিত্তশালী উচ্চকোটির মানুষজন থিয়েটার প্রযোজনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অর্থ ঢালতে শুরু করেন, না হলে সে থিয়েটার অচিরেই ঝাঁপ ফেলে দিতে বাধ্য হ'ত। আর "angel investor" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম ওয়েটজেল। এই মানুষটিই গড়ে তুলেছিলেন "Center for Venture Research"। কীভাবে উদ্যোগপতিরা মূলধনের জোগাড়যন্ত্র করেন তার উপর ওয়েটজেল এক বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পন্ন করেন। মোটের উপর বেশ খানদানি বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গই এ ধরনের লগ্নিকারী হিসাবে এগিয়ে আসেন। আর সাধারণত বিনিয়োগকারীদের এক নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকেন এরা। প্রায়শই কোনও অঞ্চল, শিল্প বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বা ভিত্তি করে লগ্নিকারীদের এই নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, 'start-up' গড়ে ওঠার সংখ্যার নিরিখে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তিনটি দেশের অন্যতম হিসাবে তকমা পেয়েছে ভারত। দেশের "start-up" চিত্রটি ক্রমশই বেশ জোরালো হয়ে উঠছে। দেশের বিশিষ্ট প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'Indian Institute of Technology', মাদ্রাজ একটি বেসরকারি ইক্যুইটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। ওই রিপোর্ট তথা ভারতের ঝুঁকিবহুল মূলধনের খতিয়ান (Indian Venture Capital) অনুযায়ী ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালে— এই দশ বছরে ভারতে start-up-গুলিতে ভারতীয় টাকায় মোট লগ্নির পরিমাণ ১,১১৭ বিলিয়ন (২০১৫-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে)। আদতে এই পরিমাণটি হয়তো আরও অনেকটাই বেশি, কারণ অনেক লগ্নি সমঝোতার ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের অংকের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায় না। উল্লিখিত দশ বছরে যে লগ্নি এই খাতে ঢুকেছে, তার বার্ষিক গড় বৃদ্ধি হার ৪২ শতাংশ। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল, এই দশ বছরে ১০ হাজারেরও বেশি start-up-এ বিনিয়োগকারীরা অর্থলগ্নি করেছেন। উল্লিখিত দশ বছরে লগ্নিকারীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ জোটাতে সক্ষম হয়েছে এমন start-up-এর সংখ্যার নিরিখে বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ঘটেছে ১৬ শতাংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রতেই যত সংখ্যক বিদেশি start-up গড়ে উঠেছে, তৈরি হয়েছে প্রায় সম সংখ্যক ভারতীয় মালিকানার start-up-ও। অনেক বিদেশি start-up-ই ভারতে তাদের কাজকারবার চালু করতে শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতীয় start-up-এর উপস্থিতির একটাই অর্থ দাঁড়ায়, এ দেশের গ্রাহকরা, কবে বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে কারবার ফেঁদে বসবে, তত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আদৌ রাজি নন। বর্তমান প্রেক্ষিতে অ্যাঞ্জেল লগ্নিকারীদের জন্য যে রেওয়াজ সব চেয়ে বেশি কাজের বলে প্রমাণিত হতে পারে তা হল, নজরটা আরেকটু উপরে ওঠানো; অর্থাৎ, বিনিয়োগের পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২০ থেকে ৩০ গুণ ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বেছেবুছে এমন কোম্পানিতে টাকা ঢালা। লগ্নিকৃত অর্থ ডুবে যেতে পারে। এমন কি সফল উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রেও লগ্নিকৃত টাকা আটকে থাকার পর্বটা বেশ কয়েক বছর দীর্ঘ হতে পারে। এসব কিছু মাথায় রেখে হিসাবনিকাশ করলে দেখা যাবে, যথেষ্ট সফল বলে বিবেচিত অ্যাঞ্জেল লগ্নির সূত্রেও মুনাফার পরিমাণ খুব আহামরি কিছু নয়। বাস্তবে এর পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে লগ্নিকারী যদি তার বিনিয়োগের সূত্রে এর থেকে আরও বেশি ফেরত আসা করেন, তবে অ্যাঞ্জেল অর্থলগ্নি বেশ মহার্ঘ হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাটা নতুন উদ্যোগপতিদের কাছে অবশ্যই সেই তুলনায় লাভজনক প্রতিপাদ্য হতে পারে। কিন্তু, ঝুঁকিবহুল উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে অন্তত প্রথম প্রথম ব্যাংক সাধারণত ঋণ দিতে রাজি হয় না।

'Indian Angles Network' এ দেশের অ্যাঞ্জেল লগ্নিকারীদের সবচেয়ে পুরোনো নেটওয়ার্ক। ২০০৬ সালে গড়ে ওঠে এই নেটওয়ার্ক। গত বছর তারা ১৮-টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে। বিভিন্ন কোম্পানির সাথে মোট ১১-টি লগ্নি সম্পাদন করেছে। এসব কোম্পানির মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের সংস্থা রয়েছে। খাদ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত start-up 'মুকুন্দ' (Mukunda) থেকে শুরু করে সমবায় ও গোষ্ঠীভিত্তিক পণ্য উৎপাদকদের জন্য অনলাইন বিপণন বাজার, "GoCoop" পর্যন্ত। দেশের অন্যান্য অ্যাঞ্জেল লগ্নিগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল, "Mumbai Angles", "Harvard Angles", "Chennai Angles" এবং "India Quotient"। দেশের তরুণ উদ্যোগপতিদের সাফল্যের কাহিনী ফলাও করে প্রচার পাওয়ার দৌলতে বহু অ্যাঞ্জেল লগ্নিকারী start-up-এ মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছেন। কাজেই ভারতের নবীন উদ্যোগপতিরা এই অ্যাঞ্জেল লগ্নিকারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগের বিষয়ে আশাবাদী হতেই পারেন।❑

সংকলক : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ডায়েরি

(২১ এপ্রিল—২০ মে, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

- বেশ কিছু ক্ষেত্রে বোরখা নিষিদ্ধ হতে চলেছে জার্মানিতে। গত ২৮ এপ্রিল সরকারি অফিস, বিচার বিভাগ এবং সেনাবাহিনীতে কর্মরত মহিলাদের বোরখা পরায় নিষেধাজ্ঞায় সায় দিয়ে দিল জার্মান পার্লামেন্ট। বুন্দেসরাট স্টেট পার্লামেন্ট অনুমোদন দিলেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। বহু জার্মান রাজনৈতিক নেতাই পুরোপুরি বোরখা নিষেধাজ্ঞা পক্ষে। ঠিক যেমনভাবে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু জার্মানির সংবিধান অনুযায়ী এখনই তা সম্ভব নয়।
- উত্তর কোরিয়ার পরমাণু আক্রমণ রুখতে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (টার্মিনাল হাই অলটিটিউড এরিয়া ডিফেন্স) বা 'থাড'-এর ব্যয়ভার নিয়ে এবার দ্বন্দ্ব ওয়াশিংটন ও সোলের মধ্যে। দক্ষিণ কোরিয়া আগেই জানিয়েছে, এই যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোনও টাকা ঢালবে না তারা। আমেরিকার সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, শুধুমাত্র জায়গা ও পরিকাঠামো দেওয়াই তাদের দায়িত্ব। যদিও সেই চুক্তি উপেক্ষা করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি জানান, মূলত দক্ষিণ কোরিয়াকে পরমাণু হানার হাত থেকে বাঁচাতে বসানো এই অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেমের জন্য একশো কোটি ডলার দিতে হবে সোলকেও।
- হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে চিনের সঙ্গে রেল-সংযোগের প্রকল্পে সায় দিয়েছে নেপাল। খুব শীঘ্রই এ নিয়ে দু' দেশের মধ্যে চুক্তি হবে বলে জানিয়েছেন নেপালের উপ-প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণবাহাদুর মাহারা। প্রাচীন 'সিল্ক রুট'-কে অনুসরণ করে দক্ষিণ এশিয়ায় যে 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রুট' প্রকল্প গড়তে চাইছে চিন কাঠমাণ্ডু-কেরং রেল প্রকল্পকে সেই 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রুট'-এর অঙ্গ করে তুলতে চাইছে নেপাল।
- বিশ্বের বৃহত্তম উভচর বিমানটি প্রথমবারের জন্য ওড়াল চিন। দক্ষিণ চিনের ঝুহাই শহরে গত ২৯ এপ্রিল বিমানটির পরীক্ষামূলক উড়ান সফল হয়েছে। বিমানটি মাটিতে তো বটেই, নামতে পারবে জলেও। ৩৭ মিটার লম্বা বিমানটির একটি ডানার দৈর্ঘ্য ৩৮.৮ মিটার। সর্বাধিক সাড়ে ৫৩ টন ওজন নিয়ে বিমানটি উড়তে পারে আকাশে। সমুদ্রে নিখোঁজদের সন্ধান, দাবানল রোখার লড়াই, সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর নজরদারির জন্যই ওই বিমানটিকে ব্যবহার করা হবে বলে চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম 'জিনহুয়া' জানিয়েছে।

- **কুলভূষণের ফাঁসিতে স্থগিতাদেশ, আন্তর্জাতিক আদালতে জয়ী ভারত :**

আন্তর্জাতিক আদালত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা না করা পর্যন্ত কুলভূষণ যাদবকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে না পাকিস্তান। এই স্থগিতাদেশ কার্যকর করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, ইসলামাবাদকে তা জানাতে হবে। কুলভূষণের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাস কর্মীদের দেখা করতে দেয়নি পাকিস্তান; ফলে ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘিত হয়েছে। আদালতে শুনানি শেষের আগেই কুলভূষণের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে। দ্য হেগ-এর আন্তর্জাতিক আদালতে গত ১৯ মে অন্তর্বর্তী রায়ে আদালতের প্রেসিডেন্ট-বিচারপতি রনি আব্রাহাম যা বললেন, তার নির্যাস উপরের লাইনগুলো। অর্থাৎ, মান্যতা পেল ভারতের যাবতীয় অভিযোগ। ভারত সরকার ১৬ বার আর্জি জানানো সত্ত্বেও কুলভূষণের সঙ্গে তার দেশের কূটনীতিকদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। সেই অভিযোগে সিলমোহর দিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের ১১ জন বিচারক একমত হয়েছেন যে, এই মামলার আশু শুনানির প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের যদিও যুক্তি, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃতকে কূটনৈতিক সাহায্য দেওয়া যায় না। বিষয়টি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার। তা আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ারে পড়ে না। আদালতের পালটা দাবি, ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী সেই এক্তিয়ার তাদের রয়েছে।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক আদালতে অসামান্য সওয়াল করে কুলভূষণ যাদবের মৃত্যুদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ আদায় করে আনেন ভারতীয় আইনজীবী হরিশ সালভে। যে কোনও মামলার শুনানিতে একবার অংশ নিতে সালভে ৬ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে থাকেন; এই মামলা লড়তে পারিশ্রমিক নিয়েছেন এক টাকা। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এই তথ্য প্রকাশ্যে আনেন।

- **ধর্ষণের মামলায় রেহাই অ্যাসাঞ্জের :**

সাত বছরের পুরোনো ধর্ষণ মালা থেকে অবশেষে নিষ্কৃতি পেতে চলেছেন উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (৪৫)। সরকারি কৌঁসুলি গত ২০ মে সেই তদন্ত থেকে সরে

দাঁড়াতেই তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সুইডেন। যদিও লন্ডনে ইকুয়েডরের দূতাবাস ছাড়ার চেষ্টা করলেই অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তার করতে পারে ব্রিটেনের পুলিশ। মামলার সূত্রপাত ২০১০-এ। সুইডেনে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন এক মহিলা। সেই বছরই আবার আমেরিকার বিপুল সংখ্যক 'বিতর্কিত' কূটনৈতিক নথি ফাঁস করে দিয়ে শিরোনামে আসে তার তৈরি প্রতিষ্ঠান উইকিলিকস। ধর্ষণ মামলায় অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে সুইডেন। তাদের অনুরোধে সেই বছরই তাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। দিন দশেকের মাথায় কঠিন শর্তে জামিন পেয়ে যান অ্যাসাঞ্জ। উচ্চ আদালত তাকে সুইডেনের হাতে তুলে দিতে চাইলেও, চরম টানাপোড়েনের মধ্যে ২০১২-এ ইকুয়েডর দূতাবাসে ঢুকে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন তিনি।

● **ইরানে ফের রুহানি :**

ধর্মীয় কট্টরপন্থার জয় নয়। আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে আপসের পথে হেঁটে আর্থিক খরা কাটানোর আশ্বাস দিয়ে ইরানে ফিরলেন হাসান রুহানিই। মধ্যপন্থী হাসান রুহানি ও কট্টরপন্থী ইব্রাহিম রইসির মধ্যে এক জনকে বেছে নিতে গত ২০ মে ৬৩ হাজার নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট দেন দেশের প্রায় ৬ কোটি মানুষ। প্রথম ভোটটি দিয়ে নির্বাচনের সূচনা করেন ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই। গতবার বিপুল ভোটে জিতেছিলেন রুহানি। এবার জিততে হলে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতেই হ'ত ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৬৮ বছর বয়সি রুহানির বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ জমা হলেও, সর্বশেষ জনমত সমীক্ষাতে প্রতিপক্ষ রইসির থেকে সামান্য হলেও এগিয়ে ছিলেন রুহানি। দু' বছর আগে প্রেসিডেন্ট রুহানির আমলেই পরমাণু কর্মসূচিতে লাগাম পরানোর সমঝোতা হয়েছে আমেরিকা, রাষ্ট্রপুঞ্জ ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে। রুহানির বিরোধীদের দাবি ছিল, ওই চুক্তিতে লাভের লাভ হয়নি কিছুই। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা উঠলেও, ইরানের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর যে আশ্বাস রুহানি দিয়েছিলেন, বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন ইরানের নবীন প্রজন্মের অনেকেই। আট কোটি মানুষের এই দেশে ৬০ শতাংশের বয়স ৩০-এর নিচে। আর পরেও এদের বড়ো অংশ কিন্তু রুহানিকেই বেছে নিলেন।

● **ট্র্যাম্পের প্রথম বিদেশ সফর সৌদিতে :**

সৌদি সফরে গেলেন ডোনাল্ড ট্র্যাম্প। 'আরব-ইসলামিক আমেরিকান সামিট'-এ যোগ দিতে গত ১৯ মে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্র্যাম্প। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের এটাই প্রথম বিদেশ সফর। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কয়েকটি মুসলিম দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর তার প্রথম বিদেশ সফরের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্র্যাম্পের 'ডেস্টিনেশন' হচ্ছে সৌদি আরব-সহ আরব দেশগুলির এই শীর্ষ সম্মেলন। আরব দেশগুলির প্রতি বার্তা দেওয়ার প্রশ্নে অবশ্য সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। তার মুখে বার বার যে 'কট্টর ইসলামিক সন্ত্রাস'-এর উল্লেখ শোনা যেত, রিয়াধে গত ২০ মে সৌদি আরব-সহ 'আরব ইসলামিক আমেরিকান সামিট'-এর সদস্য ৫৪-টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে সে কথা একবারও উচ্চারণ করেননি ট্র্যাম্প। এ যাত্রায় নিজের 'মুসলিম বিদ্বেষী' তকমা যথাসম্ভব ঘোচানো লক্ষ্য ছিল ট্র্যাম্পের। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবারই ইসলামি সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। ধর্মকে এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেননি। উল্টে জানিয়েছেন, ইসলাম বিশ্বের অন্যতম সেরা ধর্ম।

সৌদি থেকে এর পরে ট্র্যাম্প যান ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন। তারপর বেলজিয়াম, ভ্যাটিকান ও সিসিলিতে। কিন্তু প্রথমেই সৌদি দেশে পা কেন? কূটনীতিকদের একাংশের দাবি পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে সৌদির ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর পিছনে কূটনীতির পাশাপাশি আমেরিকার অর্থনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থও জড়িয়ে আছে। সৌদি আরবের রাজা সুলেমান বিন আবদুল আজিজের সঙ্গে ২১ মে ট্র্যাম্প চুক্তি করেছেন ৩৫ হাজার কোটি ডলারের। তার মধ্যে শুধু অস্ত্র বিক্রির অংকটাই ১১ হাজার কোটি ডলারের। দু' দেশের মধ্যে এত বড়ো অস্ত্র-চুক্তি এর আগে হয়নি।

● **লন্ডন থেকে চিনে পৌঁছল প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন :**

২০ দিনে লন্ডন থেকে সরাসরি চিনে পৌঁছে গেল একটি পণ্যবাহী ট্রেন। 'ইস্ট উইন্ড'। হুইস্কি, শিশুদের দুধ, ওষুধবিষুধ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে লন্ডন থেকে ১২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেনটি পৌঁছায় পূর্ব চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশের ইউ শহরে গত ২৯ এপ্রিল। গত ১০ এপ্রিল রওনা হয়ে চিনে পৌঁছতে পেরিয়ে এল সাতটি দেশ—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, পোল্যান্ড, বেলারুশ, রাশিয়া ও কাজাখস্তান। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে যে নতুন 'সিল্ক রুট' চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বেজিং, লন্ডন ও ঝেজিয়াং প্রদেশের মধ্যে চালু হওয়া প্রথম পণ্যবাহী ট্রেনটি তার অন্যতম একটি রুট। এর আগে পশ্চিম ইউরোপের ১৪-টি শহরের সঙ্গে সরাসরি রেল-যোগাযোগ গড়ে তুলেছে চিন। আগে লন্ডন থেকে চিনে পণ্য পরিবহণ হ'ত জাহাজে। সময় লাগত এক মাসের বেশি। তবে পণ্যবাহী জাহাজে ১০ থেকে ২০ হাজার কনটেনার যায়। ট্রেনটিতে পাঠানো হয়েছে সাকুল্যে ৮৮-টি কনটেনার।

লন্ডন থেকে চিন, নতুন এই রেলপথটি দৈর্ঘ্যের নিরিখে টপকে গেল রাশিয়ার বিখ্যাত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথটিকেও। তবে ২০১৪ সালে চালু হওয়া চিন থেকে মাদ্রিদ রেলপথের চেয়ে তা দৈর্ঘ্যে এক হাজার কিলোমিটার পিছিয়ে রইল।

● **কৃত্রিম দ্বীপে রকেট লঞ্চার পাঠাল চিন :**

দক্ষিণ চিন সাগরে সামরিক প্রস্তুত বাড়াল চিন। বিতর্কিত এলাকা ফায়ারি ক্রস রিফে রকেট লঞ্চার মোতায়েন করল লাল ফৌজ। চিনের শাসক নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমই এই খবর প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ চিন সাগরকে ঘিরে যতগুলি দেশ রয়েছে, তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই জলসীমা নিয়ে বিরোধ রয়েছেন চিনের। স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ এবং প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ কোন দেশের জলসীমায় পড়ছে, বিরোধ বেশি তা নিয়েই। আন্তর্জাতিক আদালত জানিয়েছে, স্প্র্যাটলি বা প্যারাসেল আসলে কোনও দ্বীপ নয়, সেগুলি সমুদ্রের মাঝে জেগে থাকা পাথুরে অঞ্চল বা প্রাচীর। ওই অঞ্চলকে চিন নিজেদের জলসীমা বলে দাবি

করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ের আগেই ওই সব এলাকায় কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে ফেলেছিল বেজিং। সামরিক পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বিরুদ্ধে যাওয়ার পরও সেসব বেজিং থামায়নি। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে বেজিং জানাল, স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের ফায়ারি ক্রস রিফে রকেট লঞ্চার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করা হয়েছে।

● **দু' দশক পরে পুরভোট নেপালে :**

দু' দশক পরে ফের নেপালের গ্রাম ও শহরগুলিতে সফলভাবে স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মদেশীয়দের দু'টি প্রধান দল এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। তবে বয়কট করেছে মদেশীয়দের আর একটি সংগঠন রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি। মদেশীয়দের দাবি মেনে নিতে ইতোমধ্যেই নেপালের আইনসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে সরকার। ভারত সরকার এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তা সত্ত্বেও যতক্ষণ না পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন হচ্ছে, ততক্ষণ ভোটে অংশ নিতে রাজি হয়নি মদেশীয়দের একাংশ। নেপালে প্রদেশের সীমানা নতুন করে ঠিক করা ও আইনসভায় বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছে তারা। তবে এত বছর পরে স্থানীয় নির্বাচনের প্রথম পর্বে প্রায় ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে। সব মিলিয়ে ভোট শান্তিপূর্ণ। নেপালের তিন জেলা কালিকট, কাভরে ও ধোলাখার তিনটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত রেখেছে নির্বাচন কমিশন।

গত ১৫ মে ২৮৩-টি স্থানীয় পুর বোর্ডের নির্বাচন নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে মানাং ও দলফা জেলার দু'টি পুর বোর্ডে বিনা লড়াইয়েই জিতেছেন প্রার্থীরা। ২৮১-টি পুরবোর্ডে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, পুর প্রতিনিধি হওয়ার লড়াইয়ে প্রায় ৫০ হাজার প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। নেপালের বেশ কিছু এলাকায় আগামী ১৪ জুন দ্বিতীয় পর্বের ভোট হওয়ার কথা।

● **এফবিআই প্রধানকে হঠাৎ তাড়ালেন ট্র্যাম্প :**

বরখাস্ত করা হল মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানকে। হিলারি ক্লিন্টনের ই-মেল সংক্রান্ত তদন্ত করছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর প্রধান জেমস কোমি। সম্প্রতি ওই তদন্তের একটি রিপোর্ট মার্কিন কংগ্রেসকে জানান কোমি। রিপোর্টে ত্রুটি ছিল বলে ট্র্যাম্প প্রশাসনের দাবি। এর পরেই প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে কোমিকে বরখাস্তের চিঠি পাঠানো হয়।

অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনস-এর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে। কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের দাবি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে ট্র্যাম্পের প্রচার এবং তাতে রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করছিল এফবিআই। আর সে কারণেই সরতে হল কোমিকে। বছর চারেক আগে এফবিআই-এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেন কোমি। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আরও ৬ বছর বাকি ছিল।

● **মধ্যপন্থীকেই বাছল ফ্রান্স, জয়ী মাক্ রঁ :**

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত লড়াইয়ে জিতে গেলেন ৩৯ বছর বয়সী মধ্যপন্থী নেতা ইমানুয়েল মাক্ রঁ। গত ৭ মে রাত আটটার সময়ে ভোট দেওয়া শেষ হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যায়, অতি দক্ষিণ প্রার্থী মারিন ল্য পেনকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন মাক্ রঁ। তিনি পেয়েছেন ৬৫.৫ শতাংশ ভোট, আর ল্য পেন মাত্র ৩৪.৫ শতাংশ। প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের সব 'প্রধান' রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দিয়েছিল জনতা। ২৪ শতাংশ ভোটে সামনের সারিতে উঠে এসেছেন রাজনীতিতে আসার আগে কোটিপতি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসাবে পরিচিত ইমানুয়েল মাক্ রঁ এবং ২১ শতাংশ ভোটে এগিয়ে আসেন মারিন ল্য পেন। দেশের কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত ১৫ মে শপথ নেন নির্দল প্রার্থী (২০০৯ পর্যন্ত ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন) ইমানুয়েল মাক্ রঁ।

● **ওবর' সম্মেলন বয়কট করল ভারত :**

এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে জোরদার করে তোলার জন্য তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (ওবর) প্রকল্পটি নিয়ে ১৪ মে থেকে দু' দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বেজিংয়ে। ৬৫-টি দেশ এই সম্মেলনে অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৯-টি দেশ তাদের রাষ্ট্রপ্রধানকে বেজিং-এ পাঠায়। শেষ মুহূর্তে মত পালটে ওবর সামিটে অংশ নিতে হোয়াইট হাউস এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠায় চিনে। আমন্ত্রিত হয়ে আসে ইতালিও। রাশিয়া, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, কাজাখস্তান, শ্রীলঙ্কা তো বটেই ভারতের অস্বস্তি বাড়িয়ে নেপালও যোগ দেয় সম্মেলনে।

ওবর প্রকল্পের অন্যতম চিনের জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের বন্দর শহর গ্বাদর পর্যন্ত নির্মীয়মান একটি মহাসড়ক। ৩ হাজার কিলোমিটার লম্বা ওই সড়কটি যাবে গিলগিট-বালটিস্তানের মধ্যে দিয়ে। যা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পড়ে। এই এলাকায় চিন ঢুকে পড়লে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে দিল্লির আশঙ্কা। ভারতের ওবর সম্মেলন বয়কটের এটাই কারণ।

● **দক্ষিণ কোরিয়ার ভোটে জয়ী উদারপন্থী মুন :**

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলেন উদারপন্থী নেতা তথা মানবাধিকার আইনজীবী মুন জাএ-ইন। গত কয়েক মাস ধরে প্রবল রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। আগের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। মুন জাএ-ইন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় এক দশক ধরে চলতে থাকা কট্টরপন্থী শাসনেও ইতি পড়ল।

আগের শাসক গোষ্ঠী উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে দুই কোরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। কিন্তু নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুন জাএ-ইন উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে। আমেরিকা আগ্রাসী নীতি নেওয়া সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি থেকে বিরত করা যায়নি, সুতরাং সমাধানের এক মাত্র পথ আলোচনা— এমনটাই মনে করেন নতুন প্রেসিডেন্ট।

● **নেপালের শীর্ষ উন্নয়ন সহযোগী তালিকায় ঢুকল ভারত :**

নেপাল নিয়ে টানাপোড়েনে চিনকে আবার পিছনে ফেলল ভারত। পাহাড়ি দেশটার সেরা উন্নয়ন সহযোগীদের তালিকায় ফের অন্তর্ভুক্ত হল ভারতের নাম। বাদ পড়ে গেল চিন। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে কোন কোন দেশ নেপালের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে, তার

তালিকা প্রকাশ করেছে নেপালের অর্থমন্ত্রক। এই তালিকায় প্রতি বছর পাঁচটি দেশের নাম থাকে। ভারতের নাম এবার পঞ্চম স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে আমেরিকা, দ্বিতীয় ব্রিটেন, তৃতীয় জাপান, চতুর্থ সুইজারল্যান্ড।

নেপালের প্রকাশ করা সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে, ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে ভারত নেপালের উন্নয়নে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার খরচ করেছে। নিজেদের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশের কাছ থেকে নেপাল ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়েছে, ভারত তার ৩.৩৩ শতাংশ দিয়েছে। আমেরিকার কাছ থেকে প্রায় ১২ কোটি ডলার, ব্রিটেনের কাছ থেকে প্রায় ৯ কোটি ডলার, জাপানের কাছ থেকে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার এবং সুইজারল্যান্ডের কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার পেয়েছেন নেপাল।

২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে ভারত নেপালের এই উন্নয়ন সহযোগী তালিকা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে সেই আমেরিকা, ব্রিটেন আর জাপানই ছিল। চতুর্থ স্থানে ঢুকে পড়েছিল চিন। পঞ্চম স্থানে ছিল সুইজারল্যান্ড।

● **মুসলিম নামে নিষেধাজ্ঞা জারি করল চিন :**

এক গুচ্ছ মুসলিম নামের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল চিন। মুসলিম প্রধান জিনজিয়াং প্রদেশে ওই সব নামকরণগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) নামক একটি মানবাধিকার সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। ইসলাম, কোরান, মক্কা, মদিনা, হজ, জিহাদ, সাদ্দাম—জিনজিয়াং প্রদেশে এই সব নামকরণ চলবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে চিনের কমিউনিস্ট সরকার। তালিকায় আরও অনেক নামই রয়েছে। জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য চিনা কমিউনিস্ট পার্টির যে নিজস্ব নামকরণ বিধি রয়েছে, তার আওতায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বলে খবর। নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কেউ যদি নিজের সন্তানের জন্য কোনও একটি নিষিদ্ধ নামই বেছে নেন, তা হলে সেই শিশুর ঠিকানা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন হবে না বলে প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে। আর ওই রেজিস্ট্রেশন না হলে সে কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। প্রাপ্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে।

● **কলম্বোয় সাবমেরিন পাঠাতে চিনকে মানা শ্রীলঙ্কার :**

শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রের খবর, ১৬ মে কলম্বো বন্দরে নিজেদের সাবমেরিন পাঠাতে চেয়েছিল বেজিং। কিন্তু কলম্বো জানিয়ে দিয়েছে, চিনা ডুবোজাহাজকে কলম্বোয় নোঙর করতে দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদরা বলছেন, শ্রীলঙ্কার এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৪ সালের অক্টোবরে শেষবার কোনও চিনা সাবমেরিনকে নোঙরের অনুমতি দিয়েছিল কলম্বো। তখনও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষেই। ২০১৫-র জানুয়ারিতে ক্ষমতার হাতবদল হয়, প্রেসিডেন্ট হন মৈত্রিপালা সিরিসেনা। সেই থেকে এ পর্যন্ত চিনা নৌসেনার কোনও সাবমেরিনকে কলম্বো বন্দরে নোঙর করতে দেওয়া হয়নি।

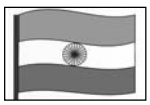

জাতীয়

➢ নির্বাচন কমিশন গত ১৭ মে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার ৬-টি আসনে ভোটের দিন ঘোষণা করে। কমিশন যে নির্ঘণ্ট দিয়েছে, তাতে ভোট হবে ৮ জুন। তার জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২ মে। প্রসঙ্গত, সিপিএম-এর ইয়েচুরি, কংগ্রেস-এর প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, দোলা সেন ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যসভায় মেয়াদ ফুরোচ্ছে আগামী ১৮ আগস্ট।

➢ তিহাড় জেলের মধ্যে থেকেই ৮২ বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণি পাস করলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌটালা। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুলিং (এনআইওএস) থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। ২০০৮ সালে জুনিয়র বেসিক শিক্ষক পদে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৩,২১৬ জনকে নিয়োগ করার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল সুপ্রিমো ওম প্রকাশ চৌটালা।

➢ দলের তহবিলে জমা টাকার হিসেব দিতে না পারায় আগেই অরবিন্দ কেজরীবালের আম আদমি পার্টিকে নোটিস পাঠিয়েছিল আয়কর দপ্তর। আর গত ১২ মে নির্বাচন কমিশনকে গোটা বিষয়টি জানিয়ে আপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করল তারা। লোকসভা ভোটের সময়ে বিদেশ থেকে দু' কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল বলে অডিট রিপোর্টে জানিয়েছিল আপ। কিন্তু আয়কর দপ্তরের কাছে সেই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। ওই টাকার উৎস কী বা কারা টাকা দিয়েছিল, তা জানতে চেয়ে মে মাসের প্রথম দিকে আপের ব্যাখ্যা চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিন্তু সেখানেও অনুপস্থিত ছিলেন আপের প্রতিনিধিরা। এর পর কমিশনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে আপের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ১৬ মে-র মধ্যে জবাব চাওয়া হয়।

➢ দেশের পরবর্তী প্রতিরক্ষা সচিব পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্র। গত ১০ মে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার নিয়োগ কমিটি তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি (ওএসডি) নিয়োগ করেছে। ২৪ মে প্রতিরক্ষা সচিব জি. মোহন কুমার অবসর নেওয়ার পর সঞ্জয়বাবু সেই পদে আসীন হবেন। বাঙালি প্রতিরক্ষা সচিব অবশ্য এই প্রথম নয়। ২০০৩-'০৪ সালে শেষ বাঙালি হিসেবে ওই পদে ছিলেন সুবীর দত্ত।

➢ দু' দিনের সফরে গত ১২ মে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কলম্বোতে আন্তর্জাতিক ভেসাক দিবস অনুষ্ঠিত হয় এ দিন। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। গত দু' বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শ্রীলঙ্কা সফরে গেলেন মোদী।

➢ আব্দুল বসিতের পর ভারতে পাকিস্তানের নতুন হাইকমিশনার বাছা হল সোহেল মামুদকে। তার সঙ্গে পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা নওয়াজ শরিফের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ।

● **আধুনিক সমরাস্ত্র বানাবে বেসরকারি সংস্থাও :**

গত ২১ মে প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বে 'ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল' দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলির 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' নীতিতে সবুজ সঙ্কেত দেয়। এত দিন কেবল ডিআরডিও বা হ্যাল-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিই বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া

বাঁধতে পারত। এবার দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলিও বোয়িং কিংবা লকহিড মার্টিনের মতো বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে পারবে।

সরকারের লক্ষ্য, বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র বা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি কমিয়ে দেশেই আধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা। আশা, দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলি হাত মেলালে এ দেশে নতুন কারখানা তৈরি, শিল্পায়ন, কারখানার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তৈরি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প সফল হবে। প্রাথমিকভাবে এজন্য চারটি ক্ষেত্রকে বাছা হয়েছে। এক, নতুন প্রযুক্তির ডুবোজাহাজ। দুই, এক ইঞ্জিনের যুদ্ধবিমান। তিন, নৌসেনার জন্য হেলিকপ্টার। চার, সেনা জওয়ানদের জন্য বর্ম আচ্ছাদিত গাড়ি।

● **দেশে ইন্টারনেটের স্পিড বাড়াতে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করবে ইসরো :**

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে ভারত। চিনের পরেই। কিন্তু ইন্টারনেট স্পিডের ক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। দেশে ইন্টারনেটের স্পিড বাড়াতে তিনটি যোগাযোগকারী উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ইসরো। জুনেই উৎক্ষেপণ করা হবে জিস্যাট-১৯ উপগ্রহটি। পরে ধাপে ধাপে জিস্যাট-১১ ও জিস্যাট-২০ উপগ্রহ দু'টি।

ইন্টারনেটের স্পিড বাড়ানোর জন্য 'মাল্টিপল স্পট বিম' ব্যবহার করবে উপগ্রহগুলি। এই 'বিম'-গুলোর আওতায় থাকবে গোটা দেশ। 'স্পট বিম' হল উপগ্রহের এক ধরনের সিগন্যাল। উপগ্রহের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টেনার মাধ্যমে এই বিমগুলো পাঠানো হয়। একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় এই বিমগুলো, যাতে পৃথিবীর সীমিত জায়গার উপর সেগুলো কাজ করতে পারে।

আগের জিস্যাট উপগ্রহগুলোর ডেটা রেট প্রতি সেকেন্ডে ১ গিগাবাইট। সেখানে জিস্যাট-১৯-এর ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষমতা হবে প্রতি সেকেন্ডে ৪ গিগাবাইট। অন্য দিকে, জিস্যাট-১১ উৎক্ষেপণ করা হলে সেটির ডেটা ট্রান্সফার রেট হবে প্রতি সেকেন্ডে ১৩ গিগাবাইট। ১৬-টি বিম ব্যবহার করবে এই উপগ্রহটি। ২০১৮-র শেষের দিকে জিস্যাট-২০ উৎক্ষেপণ করা হতে পারে।

● **পাঁচ দিনের ব্যবধানে দু'বার এভারেস্ট জয়, ইতিহাস আনসুর :**

৩৭ বছর বয়সী, দুই মেয়ের মা দু'বার এভারেস্টের মাথায়! দু'বারের 'ডবল অ্যাসেন্ড'। দ্বিতীয়বার মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে। এমন নজির বিশ্বে আর কোনও মহিলার নেই। পঞ্চম আরোহণে শুধু দেশই নয় বিশ্বের দরবারেও আরও দু'টো রেকর্ড করে ফেললেন আদতে অসমীয়া মেয়ে দীপা কলিতা। প্রথম মহিলা হিসেবে মাত্র পাঁচ দিনে দু'বার এভারেস্টে চড়লেন তিনি। প্রথম মহিলা হিসেবে দুইবার 'ডবল অ্যাসেন্ড' (এক অভিযানে দু'বার শীর্ষে ওঠা)-এর গৌরবও অর্জন করলেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব সবচেয়ে বেশি, আটবার এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড লাকপা শেরপার দখলে।

২০১১ সালে প্রথম অভিযানেই এক যাত্রায় দু'বার এভারেস্ট চড়া প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে নজির গড়েন আনসু। ২০১৩ সালে তৃতীয়বার এভারেস্ট জয় করেন। পরের বছর দুর্যোগে ১৬ জন পর্বতারোহী মারা যাওয়ায় অভিযান বাতিল হয়। ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পের জেরে ২২ জন পর্বতারোহী মারা যান। ফের বাতিল অভিযান। ২০১৬ সালে টাকার অভাবে অভিযানে যাওয়া হয়নি। এ বছর ফের 'ডবল অ্যাসেন্ড' করার লক্ষ্যে আসেন। ১৬ মে সকাল ৯-টায় ফুরি শেরপাকে নিয়ে প্রথমবারের জয়সেরে ফেলেন তিনি। ১৮ মে নামেন চতুর্থ বেসক্যাম্পে। দ্বিতীয় আরোহণ ২০ মে রাত ১০-টায় সাউথ কল দিয়ে শুরু করেন। ঠিক ছিল সময় লাগবে ১২ ঘণ্টার মতো। তার চেয়ে দুই ঘণ্টা কম সময়ে, ২১ মে সকালে পৌনে আটটায় আনসু শীর্ষে উড়িয়ে দেন চতুর্দশ দলাই লামার হাত থেকে নেওয়া ভারতের পতাকা। গত ২ এপ্রিল তিনিই আনসুর এবারের অভিযানের 'ফ্ল্যাগ-অফ' করেছিলেন গুয়াহাটিতে। দু'টি অভিযানেই আনুসর সঙ্গে ছিলেন ফুরি শেরপা।

● **ইভিএম হ্যাকের চ্যালেঞ্জ ৩ জুন :**

ইভিএম হ্যাক করে দেখাবার চ্যালেঞ্জ জানাল নির্বাচন কমিশন। ইলেকট্রনিক ভোটযন্ত্রে কারচুপি করা সম্ভব বলে যে রাজনৈতিক দলগুলি বিশ্বাস করে, তারা ৩ জুন কমিশনের সদর দপ্তরে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। তিন সদস্যের এক-একটি দল ইভিএম-এ কারচুপি করার জন্য চার ঘণ্টা করে সময় পাবে। বিরোধীদের দু' দফা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে কমিশন।

প্রথমত, 'ভোট' শুরুর আগে বা ভোট চলাকালীন ইভিএম-এ কারচুপি করে দেখাতে হবে প্রতিযোগীকে। বাস্তবে যেভাবে পাহারা ও নজরদারির মধ্যে ভোট হয়, কমিশনের প্রতিযোগিতার দিনে সেভাবেই নকল ভোট হবে। ইভিএম এবং তার কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবে প্রতিযোগীরা। মোবাইল, ব্লু-টুথ বা অন্য কোনও যন্ত্র ব্যবহারেও ছাড় রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভোট হয়ে যাওয়ার পরে ইভিএম ও কন্ট্রোল ইউনিটে কারচুপি করে ফল পালটে দেখাতে হবে। ভোট গ্রহণের পরে পাসওয়ার্ড দিয়ে ইভিএম লক করে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের বলা হয়েছে, পাসওয়ার্ড ভেঙে ইভিএম-এর বোতাম বা যে কোনও রকম যন্ত্র ব্যবহার করে ফল পালটাতে হবে তাদের।

● **দুর্নীতির মামলায় চিদম্বরমের পুত্র :**

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের ছেলে কার্তির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয়ের মামলা দায়ের করল ইডি। গত ২০ মে কার্তি চিদাম্বরমের পাশাপাশি একটি মিডিয়া সংস্থা ও তার মালিক পিটার ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আর্থিক নয়ছয় প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে ইডি। ইউপিএ জমানায় নিয়মের বাইরে গিয়ে পিটার-ইন্দ্রাণীর সংস্থাকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রক বাড়তি সুবিধা দিয়েছিল। সে সময় চিদম্বরম ছিলেন অর্থমন্ত্রী। সেই সুবাদেই প্রভাব খাটিয়ে কার্তি তাদের ছাড়পত্র পাইয়ে দেন বলে অভিযোগ। বিনিময়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পান। সিবিআই ওই দুর্নীতির তদন্ত করছে, আর দুর্নীতি থেকে পাওয়া টাকা কোথায় গেল, তার তদন্ত করবে ইডি।

● **কয়লা কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন সচিব :**

কয়লা কেলেঙ্কালিতে কয়লা মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব হরিশচন্দ্র গুপ্তকে ২০ মে দোষী সাব্যস্ত করল সিবিআই আদালত। মধ্যপ্রদেশের

রুদ্রপুরায় কয়লা ব্লক বণ্টন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এনেছিল সিবিআই। মামলায় ওই দিন কয়লা মন্ত্রকের তৎকালীন যুগ্মসচিব কে. এস. ক্রোফা ও আর এক শীর্ষ পদাধিকারী কে. সি. সামারিয়াকেও দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক ভারত পরাশর।

২২ মে তাদের সাজা শোনানোর কথা। সিবিআই-এর অভিযোগ, কেএসএসপিএল নামে যে বেসরকারি সংস্থাকে কয়লার ব্লক দেওয়া হয়েছে, তাদের আবেদনপত্রই ছিল অসম্পূর্ণ। মন্ত্রকের উচিত ছিল আবেদনপত্রটি বাতিল করা।

● **সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে নয়া আইন আনছে কেন্দ্র :**

আর্থিক অপরাধ করে বিদেশে পালালে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে নয়া আইন আনতে উদ্যোগী কেন্দ্র। বাজেট বক্তৃতাতেই একথা ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সেই ঘোষণার সূত্র ধরেই 'পলাতক আর্থিক অপরাধী বিল' (ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেন্ডার্স বিল) তৈরি করেছে অর্থমন্ত্রক। এখন এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন আইন মেনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। এই বিষয়ে একটিই কড়া আইন আনতে চাইছে সরকার। নয়া খসড়া আইন অনুযায়ী, আর্থিক অপরাধে পরোয়ানা জারি হওয়ার পরে কোনও ব্যক্তি দেশ ছাড়লে তাকে 'পলাতক আর্থিক অপরাধী'-র তকমা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধের টাকায় কোন কোন সম্পত্তি কিনেছেন তা স্থির করার চেষ্টা করবে বিশেষ আদালত। তেমন সম্পত্তির খোঁজ না মিললে অপরাধের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

● **সেনার জন্য নয়া কামান :**

বোফর্সের তিন দশক পরে ভারতীয় সেনার হাতে দূরপাল্লার কামান। আমেরিকা থেকে দু'টি এম৭৭৭ আল্ট্রা লাইট হাউইৎজার ১৯ মে দিল্লি পৌঁছায়। রাজস্থানের পোখরানে শক্তি পরীক্ষা করে দেখার পরে তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। গত বছর নভেম্বরে আমেরিকার থেকে এই ধরনের ১৪৫-টি কামান কেনার জন্য প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার চুক্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে সেনা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, ১৫৫ মিলিমিটার রেঞ্জের এম৭৭৭ আল্ট্রা লাইট হাউইৎজারের পাল্লা ৩০ কিলোমিটার। তুলনায় হাল্কা এই কামানগুলি হেলিকপ্টারে চাপিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রাথমিকভাবে আমেরিকা থেকে ২৫-টি কামান আসবে। এ দেশেই মাহিন্দ্রা ডিফেন্স-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যন্ত্রাংশ জুড়ে বাকিগুলি তৈরি করবে কামানটির নির্মাতা সংস্থা বিএই সিস্টেমস।

● **তিন তালাক নিয়ে শুনানি শেষ :**

তিন তালাকের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৬ দিনের শুনানি শেষ হল গত ১৮ মে। তবে শীর্ষ আদালত কোনও রায় দেননি এ দিন। কবে রায় ঘোষণা করা হবে, তার দিনক্ষণও জানানো হয়নি। তালাকের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে সওয়ালের জন্য তিন দিন করে দু' পক্ষকেই সময় দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট ১৭ মে শুনানিতে অল ইন্ডিয়া পার্সোনেল ল' বোর্ডকে প্রশ্ন করেছিল, যাতে বিয়ের সময়েই মুসলিম মহিলারা তিন তালাকের ডিভোর্সে রাজি কি না, তা জানিয়ে দেওয়ার অধিকার পান, সেই ব্যবস্থা করা যায় কি না। এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে মৌলবিদের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব কি না। আইনজীবী কপিল সিবালের মাধ্যমে মুসলিম ল' বোর্ডের তরফে এ দিন শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়, তারা নিজেরাই তিন তালাক প্রথা তুলে দিতে চায়। এজন্য দেশ জুড়ে কাজিদের 'সার্কুলার' জারি করা হবে। মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীকে যাতে 'তালাক-তালাক-তালাক' বলে বিচ্ছেদ দিতে না পারেন, নিকাহনামা বা বিয়ের চুক্তিতেই সেই শর্ত রেখে দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন কাজিরা। তবে কাজিরা তা মানবেন কি না, সেই নিশ্চয়তা ল' বোর্ড আদালতকে দিতে পারেনি।

● **এনসিসি থেকে এবার আকাশ যুদ্ধে মেয়েরাও :**

গত ১৮ মে বায়ুসেনা জানিয়েছে এবার থেকে এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী মহিলারা 'স্পেশ্যাল এন্ট্রি স্কিম'-এর মাধ্যমে সরাসরি বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে পারবেন। এত দিন যা পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। যোগ্যতামান পেরোলে মহিলারা বসতে পারবেন যুদ্ধবিমানের ককপিটেও।

বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, এনসিসি-র 'স্পেশ্যাল এন্ট্রি স্কিম'-এর মাধ্যমে মহিলারা শর্ট সার্ভিস কমিশনের জন্য বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ, চাকরির মেয়াদ হবে ১৪ বছর। পুরুষেরা অবশ্য পার্মানেন্ট কমিশনে যেতে পারেন। প্রসঙ্গত, হেলিকপ্টারের পাইলট হিসেবে মহিলাদের নিয়োগ শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালেই।

● **একসঙ্গে ১০-টি পরমাণু চুল্লি গড়বে কেন্দ্র :**

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ১০-টি পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করবে কেন্দ্র। গত ১৭ মে এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট। এর ফলে মোট ৭ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু শক্তি উৎপন্ন হবে। রাজস্থানের মাহি বাঁশওয়াড়া, মধ্যপ্রদেশের চুটকা, কর্ণাটকের কাইগা এবং হরিয়ানার গোরক্ষপুরে ওই ১০-টি চুল্লি তৈরি করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি কেন্দ্রের। প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার কাজের বরাত পাবে দেশীয় সংস্থাগুলি। উচ্চ চাপে ভারী জল বা ডয়টেরিয়াম অক্সাইড দিয়ে এই পরমাণু চুল্লিগুলি চালানো হবে। এই মুহূর্তে দেশে ২২-টি চুল্লি থেকে ৬৭৮০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। এছাড়া, রাজস্থান, গুজরাত ও তামিলনাড়ুতে নির্মীয়মাণ পরমাণু চুল্লিগুলিতে উৎপাদন শুরু হলে আগামী ২০২১-'২২ অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ৬৭০০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

● **ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আয়কর তদন্তের নির্দেশ :**

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আয়কর বিভাগকে তদন্তের অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রটি চালাত, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল)। এই এজেএল প্রায় ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের সংস্থা ছিল বলে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দাবি। ২০১১-'১২ অর্থবর্ষে ইয়ং ইন্ডিয়ান নামক সংস্থাটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে এজেএল-কে কিনে নেয়। সে সময় এজেএল-এর কাছে কংগ্রেস-এর প্রায় ৯০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেনা ছিল। মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে এজেএল-কে কিনে ওই ৯০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আদায়ের অধিকারও ইয়ং ইন্ডিয়ান পেয়ে যায় বলে স্বামী আদালতকে জানান। ইয়ং ইন্ডিয়ান

সংস্থাটিতে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী এবং সহ-সভাপতি রাহুল গাঁধীর বড়োসড় শেয়ার রয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, নামমাত্র মূল্যে এজেএল তথা ন্যাশনাল হেরাল্ডকে কিনে নিয়ে বিপুল অঙ্কের সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে সনিয়া-রাহুলদের সংস্থা ইয়ং ইন্ডিয়ান। এই মামলায় মোতিলাল ভোরা, অস্কার ফার্নান্ডেজ, সুমন দুবে এবং স্যাম পিত্রোদার বিরুদ্ধেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

● **আধার ও প্যান এক সঙ্গে জোড়া যাবে আয়কর বিভাগের ওয়েবসাইটে :**

এবার থেকে 'আধার'-কে জুড়ে ফেলা যাবে প্যান (পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর)-এর সঙ্গে। প্রসঙ্গত, আয়কর দপ্তরে ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে রিটার্ন জমা দিতে গেলে আধার থাকা বাধ্যতামূলক।

আয়কর দপ্তরের ই-ফাইলিং ওয়েবসাইটের হোমপেজে একটি 'বাটন' সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে ক্লিক করলে প্যান এবং আধার—দুটোকেই এক জন করদাতা লিঙ্ক করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্যান নম্বর, আধার নম্বর এবং আধার কার্ডে যে বানানে তার নাম লেখা আছে—এই তিনটি তথ্য লিঙ্ক করতে হবে। আধার এবং প্যান কার্ডে লিঙ্গ এবং জন্ম তারিখ একই থাকতে হবে। এর পরে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) ওই তথ্য তিনটি পরীক্ষা করে লিঙ্কটি যে সঠিকভাবে করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করবে। আধার কার্ডের নামের বানানে যদি সামান্য ভুলত্রুটি হয়, সেক্ষেত্রে এককালীন একটি পাসওয়ার্ডের (ওটিপি) প্রয়োজন হবে। করদাতাদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে ওই ওটিপি পাঠানো হবে। ই-ফাইলিং ওয়েবসাইটে এই তথ্য লিঙ্ক করতে কোনওভাবে লগইন বা রেজিস্টার করতে হবে না। এই সুবিধা যে কোনও আয়করদাতাই পেতে পারেন।

● **মাল্যর হাজিরা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ :**

বিজয় মাল্যকে ভারতে আনার জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে সরকারি স্তরে কথা চলছে। সুপ্রিম কোর্ট এবার, আগামী ১০ জুলাই তাকে শীর্ষ আদালতে হাজির করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে লিখিত নির্দেশ দিল। গত ১১ মে তাকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে বিচারপতি আদর্শকুমার গোয়েল ও বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের বেঞ্চ। ১০ জুলাই শাস্তি নির্ধারণের জন্য শুনানি হবে। ৬ মাস পর্যন্ত জেল ও সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে মাল্যের। ভারতীয় নাগরিক হলেও ব্রিটেনে ভোটাধিকার রয়েছে মাল্যের। ৯ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যাংক ঋণ শোধ না করে সে দেশে পালিয়ে যাওয়া কিংফিশার মালিককে স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির বিবরণ জানাতে বলেছিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। মাল্য তা না করে ব্রিটিশ সংস্থা দিয়াগো থেকে পাওয়া ৪ কোটি ডলার (প্রায় ২৬০ কোটি টাকা) গোপনে ছেলে সিদ্ধার্থ, মেয়ে লিয়ান্না ও তানিয়া মাল্যের কাছে পাচার করেছেন 'এডমন্ড দ্য রথশিল্ড ব্যাংক'-এর মাধ্যমে।

● **রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের খতিয়ান :**

সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার ছ' মাস পরেও দেশের সবচেয়ে বড়ো দু'টি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের আয়ের খতিয়ান দেয়নি। ইতোমধ্যে খতিয়ান পেশ করা দলগুলির মধ্যে সব থেকে ধনী সিপিএম। ২০১৫-'১৬-তে বাকিদের মোট আয়ের চেয়েও বেশি আয় করেছে একা সিপিএম, ১০৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। হিসেবে বলছে, আগের আর্থিক বছরের তুলনায় উল্লিখিত বছরে সব চেয়ে বেশি আয় বেড়েছে তৃণমূলের। প্রায় ১৮০ শতাংশ। ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে তাদের আয় ছিল ১২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। পরের বছর তা হয়েছে ৩৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। আয়ের নিরিখে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি দ্বিতীয় স্থানে, ৪৭ কোটি টাকা। আপাতত যে ক'টি দল আয়ের হিসেব দিয়েছে, তাতে মোট আয় ২০০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। এর ৩০ শতাংশই এসেছে অজ্ঞাত উৎস থেকে।

● **বিচারপতি কারনানকে ছ' মাসের কারাদণ্ড দিল সুপ্রিম কোর্ট :**

বেনজির রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ অবমাননার দায়ে বিচারপতি চিন্নাস্বামী কারনানকে ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। স্বাধীন ভারতে এর আগে কর্মরত কোনও বিচারপতিকে কারাদণ্ডের সাজা শোনানোর নজির নেই। অবিলম্বে বিচারপতি কারনানকে গ্রেপ্তার করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি বিচারপতি কারনানের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। ৮ মে-র মধ্যে সেই পরীক্ষার রিপোর্টও আদালতে পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সি. এস. কারনান সেই পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করেন। উলটে গত ৮ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ মোট ৮ বিচারপতিকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনান তিনি। তপশিলি জাতি/উপজাতিদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ আইনের আওতায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের ওই বিচারপতিদের কারাদণ্ড দিয়েছেন বলে বিচারপতি কারনান জানান। তবে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল, গত ৮ ফেব্রুয়ারির পর কারনানের দেওয়া সব নির্দেশ গুরুত্বহীন।

● **পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির জের, বিপাকে লালুপ্রসাদ :**

বিহারে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৯০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির জেরে ফের বিপাকে লালুপ্রসাদ যাদব। দেওঘর ট্রেজারি থেকে ৯৬ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বিহারের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রাক্তন শীর্ষ আমলা সজল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে নতুন করে বিচার শুরু হচ্ছে। বিচারপতি অরুণকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি অমিতাভ রায়ের বেঞ্চ গত ৮ মে এই রায় দিয়েছে। এর আগে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট জানিয়েছিল, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি একটিই দুর্নীতির ঘটনা। সেই কেলেঙ্কারিতে ইতোমধ্যেই লালুপ্রসাদ একবার দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছেন। তাই নতুন করে ওই মামলায় আর তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা যাবে না। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় (তথ্য লোপাট) এবং ৫১১ ধারায় (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য বা কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘটানোর চেষ্টা করা এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করা) মামলা চালানো যাবে।

এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। গত ২০ এপ্রিল বিষয়টির শুনানি শেষ করে সুপ্রিম কোর্ট রায় রিজার্ভ রেখেছিল। ৮ মে রায় ঘোষণা করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, একাধিক ট্রেজারি থেকে যদি টাকা তছরুপ হয়ে থাকে, তা হলে একাধিকবার অভিযুক্তদের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা হতে পারে এবং একাধিকবার বিচার হতে পারে। লালুপ্রসাদ এবং অন্য অভিযুক্তদের বিচার আগামী ৯ মাসের মধ্যে শেষ করতেও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

● **নবীন পট্টনায়ক মন্ত্রীসভায় বড়োসড় রদবদল :**

নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বে ওড়িশায় টানা ১৭ বছর সরকারে আছে বিজেডি। তৃতীয়বার সরকার গঠনের তিন বছর পর প্রথমবার রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদল ঘটালেন নবীন পট্টনায়ক। এক সঙ্গে ১০ নতুন মুখকে মন্ত্রী করলেন। পাশাপাশি দুই প্রতিমন্ত্রীকে পদোন্নতি ঘটিয়ে পূর্ণ মন্ত্রী করা হয়েছে। নতুনদের সুযোগ দিতে ওড়িশা বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ১০ জন মন্ত্রী। গত ৭ মে রাজ্যপাল এস. সি. জমিরের সামনে শপথবাক্য পাঠ করেন নতুন মন্ত্রীরা। নতুন মুখের মধ্যে এস. এন. পাত্র, নীরঞ্জন পূজারী, প্রতাপ রাণা-সহ দশ জন মন্ত্রী হলেন। এরা প্রত্যেকেই দলের প্রবীণ নেতা। স্পিকার পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া নীরঞ্জন পূজারী পূর্ণ মন্ত্রী হলেন। নতুন স্পিকার হলেন এত দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা প্রদীপ আমাত।

● **প্রতিবেশীদের উপগ্রহ উপহার দিল ভারত :**

প্রতিবেশী দেশগুলিকে একটি উপগ্রহ উপহার দিল ভারত। ২৮ ঘণ্টার কাউন্টডাউনের পর মহাকাশে রওনা হল 'সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট'। যার পোশাকি নাম 'জিস্যাট-৯'। গত ৫ মে বিকেল পাঁচটা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় ইসরোর সতীশ ধবন স্পেস সেন্টারের দ্বিতীয় লঞ্চপ্যাড থেকে 'সাউথ এশিয়ান স্যাটেলাইট'-এর সফলভাবে উৎক্ষেপণ হল, 'জিএসএলভি (জিওসিনক্রোনাস লঞ্চ ভেহিকল)-এফ০৯' রকেটে চেপে। উপগ্রহটি মহাকাশে কার্যকরী থাকবে ১২ বছর, ২০২৯ সাল পর্যন্ত।

পাকিস্তান শেষ মুহূর্তে রাজি হয়নি বলে, 'সার্ক'-এর বাকি ছ'টি প্রতিবেশী দেশ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, মলদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব ঘটাতে ২২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহাকাশে এই সর্বাধুনিক উপগ্রহটি পাঠায় ভারত।

● **নির্ভয়াকাণ্ডে ফাঁসিই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট :**

বিরল থেকে বিরলতম এই অপরাধ। নির্ভয়া গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। গত ৫ মে এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত চারজনের ফাঁসির সাজাই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সারা দেশকে শিউরে দেওয়া এই মামলায় ২০১৩ সালে চার জনের ফাঁসির সাজা হয়েছিল নিম্ন আদালতে। পরের বছর দিল্লি হাইকোর্টও একই সাজা বহাল রাখে। সাজার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল দোষীরা। সেই আর্জি খারিজ করে ফাঁসির সাজাই বহাল রাখল বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি আর ভানুমতী এবং বিচারপতি অশোক ভূষণের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়।

গত ২০১৩-তে নিম্ন আদালতে বিচার শুরু হয়। ঘটনার সময় এক অভিযুক্তের বয়স ১৮ বছর থেকে মাসখানেকের কম হওয়ায় তাকে জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়। তিন বছরের সাজা মেলে ওই নাবালকের। ২০১৫-এ সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পায় সে।

● **অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে হিন্দিতেও :**

বিদেশমন্ত্রকের এক নির্দেশে জানানো হয়েছে, ইংরেজির পাশাপাশি এবার থেকে হিন্দি ভাষায় পাসপোর্টের ফর্ম পূরণ করতে পারবেন আবেদনকারী। সরকারি ভাষা নিয়ে গঠিত এক সংসদীয় কমিটি গত ২০১১-তে এক রিপোর্ট পেশ করেছিল। সেই রিপোর্টে হিন্দি ভাষার প্রসারে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের হিন্দিতে ভাষণ-সহ একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাসপোর্টের আবেদনের বিষয়টিও রয়েছে। সম্প্রতি এতে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সংসদীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিদেশ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে হিন্দি ভাষাতেও রাখতে হবে।

● **রেলের উন্নয়নে ফ্রান্স-ভারত সহযোগিতা :**

রেল-প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রেলমন্ত্রক হাত মেলাল ফ্রান্সের সঙ্গে। ফ্রান্সের পরিবহণ, সমুদ্র ও মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অ্যালেল ভিদালির সঙ্গে সম্প্রতি এ ব্যাপারে বৈঠক হয়েছে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর। রেল বোর্ড সূত্রের খবর, এমনিতেই ২০১৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী দু' দেশই রেল উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতে ৬৬ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন রয়েছে। রয়েছে সাত হাজার স্টেশন। ফ্রান্সে রয়েছে ৩০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন, তার মধ্যে দু' হাজার কিলোমিটার অতি দ্রুত গতির লাইন এবং রয়েছে তিন হাজার স্টেশন। মূলত দ্রুত গতির ট্রেন চালানো, পরিকাঠামোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, স্টেশনগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, লোকাল ট্রেন এবং যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রেই আদান-প্রদান চলবে দু' দেশের মধ্যে। ঠিক হয়েছে, দিল্লি থেকে চণ্ডীগড় পর্যন্ত ২৪৪ কিলোমিটার রেললাইনে কীভাবে আরও দ্রুত গতির ট্রেন চালানো যায়, সেই ব্যাপারে দু' দেশের প্রযুক্তিবিদেরা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষা শেষ করে রিপোর্ট দেওয়া হবে সেপ্টেম্বরে।

● **দেশের স্বচ্ছতম শহর ইন্দোর :**

কেন্দ্রীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের ১০০-টি পরিচ্ছন্ন শহরের তালিকায় সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের নাম ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ)। আর সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন শহর হল উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা। গত ৪ মে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডুর ঘোষণা করা ৪৩৪-টি শহরের ওই তালিকায়, পরিচ্ছন্নতার নিরিখে উত্তরের শহরগুলির তুলনায় বেশ কিছুটা এগিয়ে দেশের মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তের শহর। ইন্দোরের পরেই পরিচ্ছন্ন শহরের তালিকায় দু' নম্বরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশেরই আরেক শহর ভোপাল। তিন নম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম। চার নম্বরে গুজরাতের সুরাত আর পাঁচ নম্বরে কর্ণাটকের মহীশূর। প্রথম দশ পরিচ্ছন্ন শহরের মধ্যে অবশ্য রয়েছে রাজধানী দিল্লি ও দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নবি মুম্বই। যথাক্রমে ৭ এবং ৮ নম্বরে। তালিকার ৬ এবং ৯ নম্বরে যথাক্রমে কেরলের তিরুচিরাপল্লী ও তামিলনাড়ুর

তিরুপতি। ১০ নম্বরে গুজরাতের বদোদরা। চণ্ডীগড়, পুণে, আমদাবাদ, বিজয়ওয়াড়া, জব্বলপুর, হায়দরাবাদের নাম তালিকার প্রথম ২৫-টি পরিচ্ছন্ন শহরের মধ্যে থাকলেও, ভারতের 'সিলিকন ভ্যালি' বেঙ্গালুরুর নাম নেই প্রথম ১০০-টি শহরের মধ্যেই। কিন্তু তালিকায় ৩২ নম্বরে রয়েছে বারাণসী।

আর দেশের সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন শহরগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের চারটি, বিহার ও পাঞ্জাবের দু'টি করে শহর এবং মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের একটি করে শহর। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন শহরগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের ৪১-টি শহরের নাম। বিহারের ২৭-টি মধ্যে ১৫-টি শহরই বেশ অপরিচ্ছন্ন। ওই রাজ্যের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর বিহার শরীফ। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ' অভিযানে অংশ নেয়নি।

● **দিল্লি পুরভোট, বিজেপি ২৭ থেকে ১৮৩, আপ ২৩৯ থেকে ৪৪ :**

দিল্লিতে তিন পুরসভা মিলিয়ে মোট ২৭২ আসনের মধ্যে ১৮৩-টিতে জিতল বিজেপি। কয়েক যোজন দূরে থেকে মাত্র ৪৪-টি আসনে জিতেছে শাসক দল আপ। উত্তর দিল্লি পুরসভার ১০৪-টি ওয়ার্ডের মধ্যে ভোট হয় ১০৩-টিতে। বিজেপি পেয়েছে ৬৪-টি। আপ ২০-টি। কংগ্রেস ১৬-টি। দক্ষিণ দিল্লির ১০৪-টির মধ্যে বিজেপি দখল করেছে ৭০-টি। আপ ১৫-টি। কংগ্রেস ১৩-টি। পূর্ব দিল্লির ৬৪-টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬৩-টিতে ভোট হয়। বিজেপি জিতেছে ৪৯ ওয়ার্ডে। আপ ৯-টি এবং কংগ্রেস ৩-টি ওয়ার্ডে জিতেছে।

● **বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলা, ফাঁসির আর্জি খারিজ বম্বে হাইকোর্টে :**

গুজরাতের বিলকিস বানোকে গণধর্ষণের মামলায় তিন জন দোষীর মৃত্যুদণ্ড চেয়ে সিবিআই-এর আবেদন গত ৪ মে খারিজ করল বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ভি. কে. তাহিলরামানি ও বিচারপতি মৃদুলা ভাটকরের ডিভিশন বেঞ্চ। ওই তিন জন-সহ ১১ জন দোষীর আজীবন কারাবাসের রায় অবশ্য বহাল রেখেছে হাইকোর্ট। গত ২১ জানুয়ারি, ২০০৮ মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবনের রায় দিয়েছিল বিশেষ আদালত। মামলা চলাকালীন এক জন মারা যায়। বাকিরা শাস্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে। ওই দিন সেই আবেদনও খারিজ করে বম্বে হাইকোর্ট।

গোধরা কাণ্ডের পর গুজরাত দাঙ্গা চলাকালীন ৩ মে, ২০০২-এ দাহোড় জেলার দেবগড় বারিয়া গ্রামের বাসিন্দা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানো-সহ তার মা-বোনকে গণধর্ষণ করা হয়। বিলকিসের চোখের সামনেই তার তিন বছরের মেয়েকে পাথরে আছড়ে মারে দোষীরা। তার পরিবারের ১৪ জন-সহ ওই গ্রামের মোট ১৭ জনকে খুন করে দাঙ্গাকারীরা।

● **২০১৮ থেকে অর্থবর্ষ বদলাচ্ছে মধ্যপ্রদেশে :**

আর এপ্রিল থেকে মার্চ নয়। এবার জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থবর্ষ চালু হবে মধ্যপ্রদেশে। ২০১৮ সাল থেকেই। এ বছর ডিসেম্বরে রাজ্য বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাব পেশ করে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে মধ্যপ্রদেশ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের সভাপতিত্বে গত ২ মে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুখপাত্র নরোত্তম মিশ্র এ কথা জানান। সম্প্রতি নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থবর্ষকে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত করার প্রস্তাব দেন। এখন যে এপ্রিল থেকে মার্চ পর্যন্ত অর্থবর্ষ ধরা হয়, তা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। ১৮৬৭ সালে। ব্রিটেনে ওই সময়টাকেই অর্থবর্ষ ধরা হয়। তার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখতেই ভারতেও তা চালু করা হয়। তার আগে ভারতে মে থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ছিল একটি অর্থবর্ষ।

● **লোকসভা-বিধানসভার ভোট একসঙ্গে করাতে সুপারিশ নীতি আয়োগের :**

গোটা দেশে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন হোক একবারেই। নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপারিশ করল নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগের তিন বছরের 'অ্যাকশন অ্যাজেন্ডা'-তে সুপারিশ করা হয়েছে, ২০১৯-এর পরে ফের ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট হওয়ার কথা। ২০২৪ থেকেই এক সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট হোক। এর ফলে কিছু রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ কাটছাঁট করতে হবে। কিছু বিধানসভার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে হবে। আয়োগের যুক্তি, একবারই সেই সমস্যা হবে। কিন্তু এতে লাভ হল, ভোটের প্রচারের সময়ে 'আদর্শ আচরণ বিধি' চালু থাকে বলে নতুন সরকারি কর্মসূচি কার্যত বন্ধ থাকে। কোনও না কোনও ভোটের জন্য বারবার সরকারের কাজ ব্যাহত হয়। নির্বাচনী আচরণ বিধির কারণে যেভাবে বার বার বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নী কাজ আটকে যায়, তা থেকে মুক্তি পেতেই লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন গোটা দেশে একসঙ্গে হওয়া উচিত বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার মত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও দুই নির্বাচন এক সঙ্গে করানোর পক্ষপাতী। নীতি আয়োগ সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু করেছে। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন এক সঙ্গে করানোর লক্ষ্যে এগোতে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, সেই প্রক্রিয়ার নোডাল এজেন্সি হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে বলেছে নীতি আয়োগ। সংবিধান বিশেষজ্ঞ, তাত্ত্বিক, সরকারি কর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' তৈরি করতে কমিশনকে পরামর্শ দিয়েছে আয়োগ। সেই ওয়ার্কিং গ্রুপ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী সংস্কারের পথ খুঁজে বার করবে। যে রিপোর্টটিতে নীতি আয়োগ এই নির্বাচনী সংস্কারের সুপারিশ করেছে। সেই রিপোর্ট আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের হাতে ইতোমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে নীতি আয়োগের এই সুপারিশ।

● **প্রাক্তন অধিকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর সিবিআই-এর :**

সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর রঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির সর্বোচ্চ পদে থাকাকালীন তিনি কয়লা ব্লক কেলেঙ্কারির তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। রঞ্জিত সিংহ হলেন সিবিআই-এর দ্বিতীয় ডিরেক্টর, যার বিরুদ্ধে সিবিআই নিজেই এফআইআর করল। এর আগে শুধুমাত্র এ. পি. সিংহ এই পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। দুর্নীতি দমন আইনের ১৩(১)(ডি) ধারা এবং ১৩(২) ধারায় রঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অপরাধমূলক

কার্যকলাপ এবং সরকারি পদের অপব্যবহার করেছেন রঞ্জিত সিংহ, বলছে সিবিআই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে সিবিআই-এর প্রাক্তন অধিকর্তার সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের সময়ে হওয়া আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে থাকা আয়কর বিভাগ। আয়কর বিভাগের অভিযোগ, খরচ সংক্রান্ত যে অডিট রিপোর্ট তৃণমূল নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছে, তাতে বিস্তর গরমিল রয়েছে। কেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না—তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সে সময়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দলের তরফে নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন কে. ডি. সিং।

● **গ্রন্থাগারেই বিনামূল্যে সহায়ক বই পাবে স্কুল ছাত্ররা :**

সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের গ্রন্থাগারে বইয়ের ঘাটতি মেটাতে নয়া প্রকল্প তৈরি করছে রাজ্য। মূলত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই ও সহায়ক (রেফারেন্স) বই বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দিতে এই প্রকল্প চালু করতে চায় গ্রন্থাগার দপ্তর। সম্প্রতি স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও গ্রন্থাগার দপ্তরের বৈঠকে এই প্রকল্পের রূপরেখা ঠিক হয়েছে। কলকাতা-সহ রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারকে নিয়ে এক একটি জোন তৈরি করা হবে। প্রতিটি জোনে তিন থেকে চারটি স্কুলকে অন্তর্ভুক্তি করানো হচ্ছে। গ্রন্থাগার ও স্কুলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিয়োগ করা হবে একজন নোডাল অফিসার। তাদের মাধ্যমেই প্রতিটি স্কুলের গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সহায়ক বই পৌঁছে যাবে। পড়ুয়ারা সেই বই বাড়িও নিয়ে যেতে পারবে।

● **রাজ্যসভার ৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা তৃণমূলের :**

গত বিধানসভার তুলনায় এবার তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা অনেকটা বেশি। তাই রাজ্যসভার ৬-টি আসনের মধ্যে ৫-টিতেই তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। ২২ মে থেকে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া শুরু হয়। আগের দিন মুখ্যমন্ত্রী নিজের ফেসবুক পেজে দলের ৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। প্রার্থীরা হলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, দোলা সেন, মানসরঞ্জন ভুঁইয়া এবং শান্তা ছেত্রী। ডেরেক, সুখেন্দুশেখর এবং দোলা সাংসদ পদেই ছিলেন। মেয়াদ শেষ হওয়ায় ফের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়াদ শেষ হলেও তাকে টিকিট দিচ্ছে না তৃণমূল। চতুর্থ প্রার্থী কংগ্রেস-ত্যাগী মানস ভুঁইয়া। কার্শিয়াং-এর প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য বিধানসভায় জিএনএলএফ-রে প্রাক্তন পরিষদীয় দলনেত্রী শান্তা ছেত্রী তৃণমূলের পঞ্চম প্রার্থী।

● **সিলিকোসিসে মৃত্যুতে রাজ্যকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ :**

গত ৪ মে এ রাজ্যে সিলিকোসিসে মৃত পাঁচ ব্যক্তির পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। অভিযোগ উঠেছে, সিলিকোসিসে আক্রান্ত ও মৃতদের পরিবারগুলিকে সরকারিভাবে কোনও সাহায্য বা সহযোগিতাই করা হচ্ছে না। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরব হন পরিবেশ কর্মী, গণ সংগঠনের কর্মী, বিজ্ঞান মঞ্চ।

আয়লা পরবর্তী সময়ে কাজের খোঁজে উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁর বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ আসানসোল, জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, কুলটি এলাকায় পাথর খাদানের কাজে গিয়েছিলেন। ২০১২ সালে অনেকে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। শতাধিক মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছিল সিলিকোসিস। এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ২০ জন।

এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। রাজ্য সরকারের উপরে আস্থা রাখতে না পেরে কমিশন পাশাপাশি আরও একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলে পরিবেশ কর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি গত ২২ ফেব্রুয়ারি সেই রিপোর্ট জমা দেন।

● **জটিলতা শেষ কেন্দ্র শরিক হবে তাজপুরে :**

বিবাদ মিটল তাজপুর নিয়ে। এখানে বন্দর নির্মাণ ঘিরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন দীর্ঘদিনের। গত ১৭ মে দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জাহাজসচিব রাজীব কুমারের বৈঠকে তাজপুর বন্দর নির্মাণের ব্যাপারে দু'পক্ষ এক মত হয়। বন্দর নির্মাণের শর্ত এবং অংশীদারির বিষয়গুলি শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে। ১৮ এবং ১৯ মে গোয়াতে দেশের সমস্ত বন্দরের প্রধানদের বৈঠকে ডাকেন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী নিতিন গডকড়ী। সেখানে জাহাজসচিব রাজ্যের প্রস্তাবটি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন।

তাজপুরে বেসরকারি উদ্যোগে বন্দর নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। বন্দরের যুক্তি, ইতোমধ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে সাগরে "ভোরসাগর" নামে একটি বন্দর নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন তাজপুর বন্দর হলে অর্থনৈতিকভাবে ভোরসাগর বন্দরের আর কোনও ভবিষ্যৎ থাকবে না। হলদিয়া বন্দরের ৩০ শতাংশ পণ্যও চলে যেতে পারে তাজপুরে। এই অবস্থায় কেন্দ্র শর্ত দেয়, তাজপুরে তাদের অংশীদার করা হলেই তারা ভোরসাগর বন্দর করবে, নচেৎ নয়।

● **জয়েন্ট বোর্ডের জরিমানা :**

২০১৬-র মেডিক্যালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিয়ে জনস্বার্থে দু'টি মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। সেই মামলায় গত ১৯ মে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের। উচ্চ আদালতের নির্দেশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে জরিমানার টাকা জমা দিতে হবে বোর্ড-কর্তৃপক্ষকে। দরিদ্র, মেধাবী পড়ুয়াদের বৃত্তি দিতে ওই টাকা খরচ করবে বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথমে মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ত্রুটি ও অস্বচ্ছতা নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। দ্বিতীয় মামলাটি করা হয় একটি কোচিং ইনস্টিটিউটের ৬৫০ জন পরীক্ষার্থীর মেডিক্যালে সুযোগ পাওয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। ওই ইনস্টিটিউটের প্রার্থীরা ছ'টি সেন্টার থেকে পরীক্ষা দেন। কীভাবে একই ইনস্টিটিউটের এত পরীক্ষার্থী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয় মামলার

আবেদনে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নপত্র তৈরির সময় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ছিল। ওই কোচিং ইনস্টিটিউটের উপরে কড়া নজর রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

● **'স্বচ্ছতা'য় হাওড়া ৫৬ নম্বরে, শিয়ালদহ সাতষট্টি :**

প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছতা অভিযানে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া, শিয়ালদহ, খড়্গপুর এবং কলকাতা স্টেশন তালিকায় অনেক নিচে। হাওড়ার ঠাঁই হয়েছে ৫৬ নম্বরে। শিয়ালদহ ৬৭। খড়্গপুর ৫১। কলকাতা স্টেশন ৯৩। শালিমার ২০০ নম্বরের মধ্যেই নেই। পরিচ্ছন্নতা-সমীক্ষায় রাজ্যের মুখ রক্ষা করেছে নিউ কোচবিহার (৩২) আর নিউ জলপাইগুড়ি (৩৮)। এগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের স্টেশন।

গোটা দেশের 'এ ক্যাটিগরি' স্টেশনগুলির পরিচ্ছন্নতার হাল কী, তা জানতে রেলের তরফে সম্প্রতি বাইরের একটি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। গত ১৭ মে নয়াদিল্লির রেল ভবনে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু সেই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পরিচ্ছন্নতার সমীক্ষায় জোন হিসেবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অবস্থান যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে। স্বচ্ছ ভারত মিশন উপলক্ষ্যে গত বছর পরিচ্ছন্নতার সমীক্ষা শুরু করে রেলমন্ত্রক। গত বছরও সমীক্ষায় এ রাজ্যের স্টেশনগুলি তালিকায় অনেক নিচে ছিল। এবার সমীক্ষায় প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম আর পাঞ্জাবের বিয়াস। দ্বিতীয় তেলঙ্গানার সেকেন্দরাবাদ ও খাম্মাম। তৃতীয় স্থানে আছে জম্মু-কাশ্মীরের জম্মু-তাওয়াই এবং মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর। ১৬-টি জোনের (মেট্রো ছাড়া) মধ্যে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেল জোন। এই জোনে ছ'টি 'এ ক্যাটিগরি' স্টেশন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব উপকূল রেল জোন। এই জোনের রয়েছে ১৩-টি 'এ ক্যাটিগরি' স্টেশন। তৃতীয় মধ্য রেল। ৩৪-টি 'এ ক্যাটিগরি' স্টেশন আছে তাদের।

● **সুন্দরবনের মানচিত্র দু'মাসে :**

সুন্দরবন এলাকায় উপকূলীয় মানচিত্র তৈরির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। ২০ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এই মানচিত্র তৈরি করতে হবে এবং সে দিনই আবার শুনানি হবে সংশ্লিষ্ট মামলার। গত ১৭ মে এই নির্দেশ দেয় বিচারপতি এস. পি. ওয়াংদি এবং বিশেষজ্ঞ-সদস্য রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। সুন্দরবনের দূষণ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করেছিল জাতীয় পরিবেশ আদালতই। মামলায় উপকূল-বিধি অগ্রাহ্য করে অবৈধ নির্মাণ, হোটেলের বিষয়ে শুনানির সময় জানা যায়, ওই এলাকার কোনও নির্দিষ্ট উপকূলীয় মানচিত্র নেই। আদালত একাধিকবার নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন্দ্র বা রাজ্য মানচিত্রের কাজ শেষ করে উঠতে পারেনি। আদালতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, মানচিত্র তৈরির যাবতীয় তথ্য রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই নির্দিষ্ট দিন জানিয়ে দেয় আদালত।

● **'বঙ্গ'-সম্মাননা, ২০১৭ :**

গত ২০ মে নজরুল মঞ্চে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এর স্বীকৃতি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। 'বঙ্গবিভূষণ' খেতাব পেলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব সমর ঘোষও। ২০১১ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যখন এই পুরস্কার চালু করেন, সমরবাবু তখন মুখ্যসচিব। অবসরের পরে এখন তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য।

এত দিন থাকতেন মূলত সেলিব্রিটি এবং বিশিষ্টেরা। এ বছর স্বীকৃতি-প্রাপকদের তালিকায় দৃশ্যতই চোখে পড়ে বৈচিত্র্যের মিশেল। প্রাক্তন আমলা ও পুলিশকর্তা থেকে চাকরিরত সরকারি চিকিৎসক—অনেককেই 'বঙ্গ' সম্মান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষীয়ান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আইটিসি-গোষ্ঠীর কর্ণধার যোগেশচন্দ্র দেবেশ্বর, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা বন্যা চৌধুরী থেকে শুরু করে সম্মানিত ফকিরি গান, রাভা নৃত্য, প্রশাসন বা চিকিৎসাক্ষেত্রের বিশিষ্টরাও। কর্মরত সরকারি চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী পেলেন 'বঙ্গভূষণ'। প্রাক্তন পুলিশকর্তা, অশীতিপর অরুণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ চিকিৎসক ধীমান গঙ্গোপাধ্যায়ও পেলেন বঙ্গবিভূষণ।

● **প্রথম নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য কমিশন :**

রোগীর পরিবারকে অন্ধকারে রেখে হরেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (বা না করে) চিকিৎসার বিল বাড়ানোর অভ্যাস থেকে অবিলম্বে সরে আসতে হবে বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিকে। দিনের শেষে বিল কত দাঁড়াল, তা নিয়মিত ই-পোর্টালে তুলে রাখতে হবে কর্তৃপক্ষকে। রোগীর বাড়ির লোকজন কোন পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে ওই পোর্টালে ঢুকে বিলের পরিমাণ জানতে পারবেন, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকেই। মফস্বল ও গঞ্জের অধিকাংশ নার্সিংহোম, যেখানে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিন পরিকাঠামো নেই। ওয়েবসাইট বা পোর্টাল সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই সাধারণ মানুষের। সেখানে বিল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য রোগীর শয্যার পাশে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। বেসরকারি হাসাপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির জন্য এই মর্মে প্রথম নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উপর রাশ টানতে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইনকে নতুন চেহারা দিয়েছে রাজ্য সরকার। গড়া হয়েছে স্বাস্থ্য কমিশন। চিকিৎসা পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে এবার কমিশন এক গুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল।

চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে ওঠা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন বলেছে, রোগীর আত্মীয়স্বজনের বক্তব্য শুনতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে 'পাবলিক গ্রিভান্স সেল' রাখতেই হবে। সেলের আধিকারিকের নাম, ফোন নম্বর এবং ই-মেল; অর্থাৎ তার সঙ্গে রোগীর পরিবার কীভাবে যোগাযোগ করবেন, সেই তথ্য টাঙিয়ে রাখতে হবে হাসপাতালের একাধিক জায়গায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন সমস্ত পুলিশি জেরা ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখা বাধ্যতামূলক। একইভাবে হাসপাতালের গ্রিভান্স অফিসারের সঙ্গে রোগীর পরিবারের কথোপকথন রেকর্ড করে রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশিকায় কমিশন বলেছে, শয্যা ও কেবিনের ভাড়া, কোন পরীক্ষায় কত চার্জ, প্যাকেজ থাকলে সেটা কত টাকার—সমস্ত তথ্য এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে তা আমজনতার চোখে পড়ে। কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যদি ঘোষিত অংকের চেয়ে বেশি টাকা আদায়ের চেষ্টা করে, সেই অভিযোগ জানানোর জন্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ই-মেল

আইডি-ও প্রকাশ্যে ঝোলানো আবশ্যিক করেছে স্বাস্থ্য কমিশন।

● **পুরভোটে জয়যাত্রা অব্যাহত জোড়া ফুলের :**

গত ১৪ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পূজালি, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এবং পাহাড়ের মিরিক, কালিম্পং, কার্শিয়ং ও দার্জিলিং-পাহাড়, সমতল মিলিয়ে মোট সাতটি পুরসভার নির্বাচন ছিল। তার চারটিই নিজেদের দখলে রেখেছে তৃণমূল। এর মধ্যে তিনটিই সমতলে। পাশাপাশি, প্রায় সাড়ে তিন দশকের একটা স্রোতকে উল্টো দিকে বইয়ে পাহাড়ের মিরিক পুরসভাও দখল করে নিয়েছে তারা।

১৬ ওয়ার্ডের পূজালিতে ১২-টি ওয়ার্ডে জয়ী হয় তৃণমূল। দু'টি ওয়ার্ডে বিজেপি, একটিতে কংগ্রেস এবং অন্যটিতে নির্দল প্রার্থী জয়ী হন। ডোমকলে ২১-টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮-টিই দখল করে তৃণমূল। বাকি তিনটিতে জোট প্রার্থীরা জেতে। তবে পূজালিতে এক জন ও ডোমকলে জয়ী দু'জন বিরোধী কাউন্সিলর ফল ঘোষণার পরেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। মিরিকে ৯-টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৬-টি এবং মোর্চার দখলে গিয়েছে ৩-টি ওয়ার্ড। রায়গঞ্জে ২৭-টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ২৪-টি ওয়ার্ড। একটি ওয়ার্ড বিজেপি এবং অন্য দু'টি পেয়েছে কংগ্রেস। দার্জিলিঙে ৩১-টি ওয়ার্ডের সব ক'টিই পেয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। কার্শিয়ঙে ২০-টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৭-টি ওয়ার্ড পেয়েছে মোর্চা এবং তৃণমূলের দখলে ৩-টি ওয়ার্ড। কালিম্পঙে ২৩-টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮-টি পেয়েছে মোর্চা। ২-টি ওয়ার্ড পেয়েছে তৃণমূল। হরকাবাহাদুর ছেত্রীর জন আন্দোলন পার্টি (জাপ) পেয়েছে ২-টি ওয়ার্ড এবং অন্যটিতে জিতেছেন নির্দল প্রার্থী।

● **জলপথ সুরক্ষায় তহবিল রাজ্যের :**

জলপথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পঞ্চাশ কোটির পৃথক তহবিল তৈরি করা হচ্ছে। 'রিভার সেফটি ফান্ড' বা নদী নিরাপত্তা তহবিল। পরে এই খাতে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা করতে চায় রাজ্য।

সম্প্রতি ভদ্রেশ্বরে জেটি দুর্ঘটনার জেরে রাজ্যের প্রায় ২৮০-টি জেটি মেরামতি খাতে অর্থ দপ্তর ইতোমধ্যেই ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। এর বাইরে নতুন তহবিল তৈরির জন্য পরিবহণ দপ্তরকে আরও ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে অর্থ দপ্তর।

হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স বা এইচআরবিসি-র কর্তা সাধনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের পূর্ত, সুন্দরবন উন্নয়ন, সেচ এবং পরিবহণ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে যে বিশেষজ্ঞ দল গড়া হয়েছে, তারা বেশ কিছু জেটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে। বিপজ্জনক জেটিগুলিকে পাকাপোক্তভাবে গড়ে তুলে ফের চালু করতে যে টাকা লাগবে,তা আসবে 'রিভার সেফটি ফান্ড' থেকেই।

● **নাবালিকা বিয়ে রোধ, মালদার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বিউটি খাতুন :**

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জেলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। গত জানুয়ারিতে নাবালিকা বিয়ের প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। সে মালদহের বিউটি খাতুন। মালদহের নাদাবপাড়া গ্রামের বিউটির চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি প্রতিবেশী এক যুবকের বৌভাতের অনুষ্ঠানে গিয়ে সন্দেহ হয়, পাত্রীটি নাবালিকা। নাবালিকা বিয়ে যে বেআইনি, সে কথা জোর গলায় বলে ওঠে ওই কিশোরী। তার জেরেই মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়।

তবে, বিউটির প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানায় মালদহ জেলা প্রশাসন। নাবালিকা বিয়ে বন্ধের প্রচারে তাকে জেলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করা হয়। রাজ্যের শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরও শিশুকন্যা দিবসে তাকে সম্বর্ধনা দেয়। যাদিও হাসপাতালে ভর্তি থাকার জন্য সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেনি বিউটি। বাড়ি ফেরার পর রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করেন। কমিশনের তরফেও বিউটিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

● **রাজ্য মন্ত্রিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন :**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় আবার শামিল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে মন্ত্রিসভায় প্রত্যাবর্তন ঘটল উজ্জ্বল বিশ্বাসেরও। উজ্জ্বল বিশ্বাস ২০১৬-র ভোটে জিতে বিধানসভায় এলেও তখন তাকে মন্ত্রী করেননি মমতা। সরকারের প্রথম দফায় টানা পাঁচ বছর যদিও পর্যায়ক্রমে তিন দপ্তরে মন্ত্রী ছিলেন তিনি। গত ১৫ মে রাজভবনে দুই মন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি।

প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছিলেন আইন এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। এবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন তিনি। সেই সঙ্গে ই-গভর্ন্যান্সে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী। উজ্জ্বল বিশ্বাস কারামন্ত্রকের দায়িত্ব পেলেন।

● **রামকৃষ্ণ মিশনে নয়া সাধারণ সম্পাদক :**

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন সাধারণ সম্পাদক হলেন স্বামী সুবীরানন্দ। ২০০৭ সাল থেকে সঙ্ঘের সহ সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা স্বামী সুবীরানন্দ গত ১০ মে নতুন কার্যভার গ্রহণ করেছেন। ২০১২ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা স্বামী সুহিতানন্দ মঠ ও মিশনের নতুন সহ অধ্যক্ষ হয়েছেন। স্বামী গৌতমানন্দকেও নতুন সহ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী সুহিতানন্দ এবং স্বামী গৌতমানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ অধ্যক্ষ হওয়ায় সঙ্ঘের সহ অধ্যক্ষের সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে হল ৫। সঙ্ঘের নতুন সহ সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন স্বামী অভিরামানন্দ এবং স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ। স্বামী অভিরামানন্দ কোয়েম্বত্তুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ছিলেন। স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ ছিলেন কলকাতা এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ।

● **বাংলার কালো চাল :**

গত অক্টোবরে প্যারিসে বসেছিল 'সিয়াল' বা হরেক কিসিমের খাদ্যবস্তুর মেলা। সেখানে বর্ধমান-আউশগ্রামের মাঠের কালো চাল দেখে ইউরোপের মানুষ মুগ্ধ। সুগন্ধি কালো চালের পুষ্টিগুণ প্রচুর। অ্যান্থোসায়ানিনে সমৃদ্ধ বলে তা ক্যানসার প্রতিরোধ করে, অভিমত বিশেষজ্ঞদের। সেই সঙ্গে বার্ধক্য, স্নায়ুরোগ, ডায়াবেটিস, ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ ঠেকাতেও কার্যকর ওই চাল।

২০০৮ সালে কালো চাল পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার পাওয়া গিয়েছিল ফুলিয়ায়। ধান-গবেষক অনুপল পালের তত্ত্বাবধানে সেই ধান ফলানো হয়েছিল রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ন'বছরের মধ্যে বাংলার

সেই কালো চালের চাহিদা এখন সাগর পারেও!

● **প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি জাদুঘরের জিম্মায়, চলছে সংরক্ষণের কাজ :**

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরির তদন্তে নেমে হাজার বছরের পুরোনো বৌদ্ধ পুঁথি গাইতংপা-র হদিশ পেয়েছিল সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেটির ঠাঁই হয় ভারতীয় জাদুঘরে। পুঁথি ও দু'টি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি যে সিন্দুকে ছিল, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের উপস্থিতিতে গত ২৮ এপ্রিল তার চাবি জাদুঘর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয় সিবিআই। পুঁথিতে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র লেখা রয়েছে। চার ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া কাঠের তৈরি ওই পুঁথিতে রয়েছে ৩০৫ পৃষ্ঠা। প্রতিটি পাতাই আলাদা আলাদা কাঠের পাটা। পুঁথিটি আগাগোড়া সোনার জলে লেখা। পুরু কাঠের তৈরি মলাটে খোদাই করা আছে বুদ্ধমূর্তি। পুঁথির ওজন ৪০ কিলোগ্রাম। আন্তর্জাতিক বাজারে ওই পুঁথির দাম কয়েক কোটি টাকা। তার পুরাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

গাইতংপা-র হদিশ পেয়ে ক্রেতা সেজে কালিম্পং থেকে পুঁথিটি উদ্ধার করে সিবিআই। তার পর গত ছ' বছর ধরেই পুঁথিটি পড়েছিল কালিম্পং আদালতের মালখানায়। সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশের পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে হাইকোর্ট।

অর্থনীতি

➢ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে নিট মুনাফা আগের বারের তুলনায় বাড়ল ৫.৩৬ শতাংশ। মুনাফার অংক ১০,৪৮৪ কোটি। গত অর্থবর্ষে ব্যাংকের মোট মুনাফা হয়েছে ৫০,৮৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন খাতে সংস্থানের জন্যই রাখা হয়েছে ৪০,৩৬৪ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি অনুৎপাদক সম্পদে। সহযোগী ব্যাংকগুলিকে স্টেট ব্যাংকের সাথে মেশানোর পরে সেগুলির ৩,৭০০ কর্মী স্বেচ্ছাবসরের জন্য আবেদন করেছেন। যে খাতে প্রায় ৪০০ কোটি খরচ হবে।

➢ নতুন অর্থবর্ষের প্রথম মাসে দেশের বাজারে সব ধরনের যাত্রী গাড়ির বিক্রি বাড়ল প্রায় ১৫ শতাংশ। গত ৯ মে সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারাস (সিয়াম) এপ্রিলের গাড়ির ব্যবসার খতিয়ান প্রকাশ করেছে। ২০১৬-র এপ্রিলের চেয়ে গত এপ্রিলে সার্বিকভাবে যাত্রী গাড়ির (প্যাসেঞ্জার কার বা যাত্রী গাড়ি, ইউটিলিটি ভেহিকল বা কেজো গাড়ি ও ভ্যান) বিক্রি বেড়েছে ১৪.৬৮ শতাংশ। শুধু প্যাসেঞ্জার-কার বা যাত্রী গাড়ি গত মাসে বিক্রি হয়েছে ১৯০৭৮৮-টি।

➢ গত পয়লা এপ্রিল থেকে দেশে ভারত স্টেজ-৩ (বিএস৩) বা তার চেয়ে পুরোনো দূষণ বিধি মেনে তৈরি গাড়ি বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ৮ মে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, কৃষি ও নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত গাড়িগুলি সেই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে না। দূষণ সংক্রান্ত এক মামলায় মার্চের শেষে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, পয়লা এপ্রিল থেকে আর বিএস৩ মাপকাঠির পুরোনো গাড়ি বিক্রি করা যাবে না। তারই জেরে ট্রাক্টর ও নির্মাণ শিল্পের গাড়ি বিক্রি ও রেজিস্ট্রেশন-ও বন্ধ হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেগুলিকেই বিএস৪ সংক্রান্ত নির্দেশ থেকে ছাড় দিয়েছে।

● **দেশে চাকরি বেড়েছে, বলছে কেন্দ্রীয় সমীক্ষা :**

সামান্য হলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ ভারতে ২০১৫ সালের তুলনায় বেড়েছে। বছর দু'য়েক আগে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশ। যা তার আগের পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত বছরে দেশে কাজের সুযোগ বেড়েছে ১.১ শতাংশ। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে মূলত ৮-টি ক্ষেত্রে। নির্মাণ শিল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহণ, ব্যবসা, রেস্তোরাঁ, তথ্য-প্রযুক্তি/বিপিও এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়। শ্রমমন্ত্রকের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা এ কথা জানিয়েছে। সমীক্ষাটি করা হয়েছে দু'ভাবে। ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক। কাজের সুযোগ বাড়ার ছবিটা বেরিয়ে এসেছে ত্রৈমাসিক সমীক্ষা থেকে। দেখা গিয়েছে, চার মাস অন্তর নতুন ১০ হাজার ইউনিট করে কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে দেশে। ত্রৈমাসিক সমীক্ষাটি করা হয়েছে গত বছরের এপ্রিল থেকে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল,এই শেষ চার মাসে নতুন ৮-টি ক্ষেত্রে দেশে আরও ২ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে গত এক বছরে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার।

● **সুন্দর পিচাই-এর বেতন :**

এক বছরেই বেতন বেড়ে দ্বিগুণ হল গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের। ২০১৬ সালে সব মিলিয়ে তিনি পেয়েছিলেন ২০ কোটি ডলার। এর মধ্যে বেতন বাবদ ছিল সাড়ে ছ'লক্ষ ডলার। অন্য দিকে ২০১৫-তে তার বেতনের পরিমাণ ছিল ৬৫২,৫০০ ডলার। তা বাদে ২০১৫-তে গুগলের লভ্যাংশ থেকে ৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ডলার পেয়েছিলেন সুন্দর পিচাই, গত বছর সেই পরিমাণটাই গিয়ে দাঁড়ায় ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষে। অর্থাৎ, এক বছরেই আয়ের অংকটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। গুগলের কম্পেনসেশন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পিচাইয়ের হাত ধরে কোম্পানি প্রচুর সফল প্রজেক্ট লঞ্চ করেছে। শুধু তাই নয়, ইউটিউব বিজনেস এবং কোর অ্যাডভাইসিং, মেশিন লার্নিং, হার্ডওয়্যার এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়েও প্রচুর উন্নতি হয়েছে তার হাত ধরে। পাশাপাশি শুধুমাত্র ২০১৬-তেই গুগল নতুন স্মার্টফোন, রিয়্যালটি হেডসেট, রাউটার, ভয়েস কন্ট্রোলড স্মার্ট স্পিকারের মতো একাধিক প্রডাক্ট এনেছে বাজারে। তার মধ্যে শুধু হার্ডওয়্যার এবং ক্লাউড সার্ভিসেই গত তিন মাসে গুগল আয় করেছে ৩১০ কোটি ডলার। যা কী না গত বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।

● **অপ্রচলিত শক্তি : লগ্নিকারীদের বেশি টানছে ভারত, জানাল সমীক্ষা :**

অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে পুঁজি ও প্রযুক্তি বিনিয়োগের জন্য আমেরিকার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ভারত। আমেরিকাকে টপকে ৪০-টি দেশের তালিকায় ভারত এখন দু' নম্বরে। সামনে রয়েছে শুধুই চিন। ব্রিটেনের অ্যাকাউনটেন্সি সংস্থা 'ইওয়াই'-এর সমীক্ষা এ কথা জানিয়েছে। গত বছরে সমীক্ষায় আমেরিকা ছিল এক নম্বরে। ৪০-টি দেশের তালিকায় ভারত ছিল তৃতীয় স্থানে।

'ইওয়াই'-এর এই সমীক্ষাতে বলা হয়েছে, এর অন্যতম কারণ, অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্র নিয়ে ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা, কর্মসূচি। ১৭৫ গিগাওয়াট ক্ষমতার অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের একটি কর্মসূচি রয়েছে ভারতের। যা শেষ হওয়ার কথা ২০২২ সালে। সর্বাধিক যে পরিমাণ অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব ভারতের পক্ষে, তার ৪০ শতাংশই ২০৪০ সালের মধ্যে উৎপাদন করার কর্মসূচিও রয়েছে ভারতের। এই কর্মসূচিগুলিই অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে উত্তরোত্তর। গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে সৌরশক্তির উৎপাদনও। ২০১৪ সালে ভারত উৎপাদন করেছিল ২.৬ গিগাওয়াট ক্ষমতার সৌরশক্তি। সেটাই চলতি বছরে পৌঁছেছে ১০ গিগাওয়াটে। বায়ু থেকে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের মাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে পৌঁছেছে ৫.৪ গিগাওয়াটে।

● **বড়ো শহরে উড়ান চালাতে লেভি ৫,০০০ :**

ছোটো শহর থেকে ছোটো রুটে বিমান চালানোয় ('উড়ান' প্রকল্প) উৎসাহ দিতে ভরতুকি দেওয়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। সেই টাকা জোগাড়ের জন্য দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো বড়ো শহর থেকে ছাড়া উড়ানে লেভির অংক ৫ হাজার টাকায় বেঁধে দেওয়া হল। যে সমস্ত বিমান সংস্থা এক বড়ো শহর থেকে অন্য বড়ো শহরে উড়ান চালায়, ডিসেম্বর থেকেই তাদের কাছে উড়ানপিছু লেভি নেওয়া হচ্ছিল ৮,৫০০ টাকা পর্যন্ত। যার বিরুদ্ধে জেট, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, গো-এয়ারের মতো সংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয়। গত ১৫ মে সেই লেভির অংক কমিয়ে প্রতি উড়ানে ৫ হাজার করার কথা ঘোষণা করে বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক ডিজিসিএ।

● **ফোবর্সের 'গ্লোবাল গেম চেঞ্জার্স' তালিকায় একমাত্র ভারতীয় মুকেশ অম্বানী :**

রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানী ফোবর্স ম্যাগাজিনের বিচারে বিশ্বের সেরা ২৫ জন 'গেম চেঞ্জার্স'-এর তালিকায় একমাত্র ভারতীয় হিসাবে জায়গা করে নিয়েছেন। ফোবর্স গেম চেঞ্জারের দ্বিতীয় বার্ষিক তালিকায় এই শিরোপা পেয়েছেন তিনি। ফোবর্সের মতে, রিলায়্যান্স জিও-র মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে এর রূপরেখাই আমূল বদলে দিয়েছেন অম্বানী।

● **তথ্য বিকৃতি, ফেসবুককে ১২ কোটি ডলার জরিমানা :**

হোয়াটসঅ্যাপকে অধিগ্রহণের সময় 'তথ্য বিকৃতি' করার দায়ে ফেসবুককে ১২ কোটি ডলার জরিমানা করল ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনি প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয় কমিশন। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ হোয়াটসঅ্যাপকে অধিগ্রহণের সময় জানিয়েছিল, একই সংস্থার ছাতার তলায় এলেও এই দুই সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম কখনওই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউজারদের অ্যাকাউন্ট ম্যাচ করাবে না। ২০১৪ সালে মার্জার রিভিউ প্রতিবেদনেও সে কথাই লেখা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় কমিশন জানায়, ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ঠিক তার বিপরীত কাজই করেছে। কোনও ব্যক্তির ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ আইডেন্টিটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যাচ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ২০১৪ সালেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ইইউ কম্পিটিশন কমিশনার মারগ্রেথ ভেসটাগার বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মার্জার আইন সমস্ত কোম্পানিকে মানতে হবে।

● **অর্থনীতি এগোবে, ইঙ্গিত সমীক্ষায় :**

বণিকসভা সিআইআই এবং ব্যাংক মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশনের (আইবিএ) সমীক্ষা এই ইঙ্গিত দিয়েছে। চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল থেকে জুন) জন্য দেশের আর্থিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত সিআইআই-আইবিএ সূচকও দাঁড়িয়েছে ৫৬.৯। আগের ত্রৈমাসিক জানুয়ারি থেকে মার্চে তা ছিল ৪৮, যার অর্থ সমীক্ষায় শামিল বেশিরভাগ সংস্থাই মনে করছে, সার্বিকভাবে অর্থনীতির হাল ফিরবে। উল্লেখ্য, ৩১-টি প্রধান প্রধান ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থাকে নিয়ে এপ্রিল থেকে জুনের জন্য এই সমীক্ষা করা হয়েছে। সিআইআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল এর পিছনে কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন :

✓ সাধারণভাবে চাহিদা খাতে খরচ বৃদ্ধি পাওয়া;
✓ পরিকাঠামোয় সরকারি লগ্নি;
✓ পণ্য-পরিষেবা কর চালু করার দিকে এগোনো;
✓ আর্থিক সংস্কারের অন্যান্য পদক্ষেপ;
✓ ব্যাংকের অনুৎপাদক সম্পদে রাশ টানজ্রেত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া।

● **পরিষেবাতেও বাঁধা হল করের হার :**

পণ্যে করের হার ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই। ১৯ মে পরিষেবা করের হারও ঠিক করে ফেলল জিএসটি পরিষদ। এক্ষেত্রেও করের হার ৪-টি (৫, ১২, ১৮ ও ২৮ শতাংশ)। তাছাড়া, জিএসটি বসানোই হচ্ছে না শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবায়।

টেলিকম, ব্যাংকিং এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবায় ১৮ শতাংশ হারে কর বসানোর কথা এ দিন ঘোষণা করেছে পরিষদ। আগে এসব ক্ষেত্রে ১৪-১৫ শতাংশ কর দিতে হ'ত। এ প্রসঙ্গে এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের (আগের স্তর পর্যন্ত মেটানো কর ফেরৎ) হিসেব যখন কষা হবে, তখন বোঝা যাবে আদতে তাদের উপর বাড়তি কর চাপেনি।

কর নেই
← শিক্ষা
← স্বাস্থ্য পরিষেবা
← রেলে সাধারণ কামরার টিকিট
← মেট্রো, লোকাল ট্রেনের টিকিট
← ধর্মীয় যাত্রার টিকিট
← দিনে হাজার টাকার কম ভাড়ার হোটেল ও লজ

৫ শতাংশ কর
← পরিবহণ
← টিকা
← ব্যান্ডেড জামাকাপড়
← অ্যাপ-ট্যাক্সি
← রেলে এসি কামরার টিকিট
← বিমানের ইকনমি টিকিট

১২ শতাংশ কর

← বার ও এসি ছাড়া রেস্তোরাঁ

← বিমানের বিজনেস ক্লাসের টিকিট

← ১,০০০-২,০০০ টাকা ভাড়ার হোটেল

১৮ শতাংশ কর

← টেলিকম পরিষেবা

← তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা

← ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা

← বিমা

← বার ও এসি-সহ রেস্তোরাঁ

← ২,৫০০-৫,০০০ টাকা ভাড়ার হোটেল

২৮ শতাংশ কর

← দিনে ৫,০০০ টাকার বেশি ভাড়ার হোটেল

← পাঁচ তারা হোটেল ও রেস্তোরাঁ

← সিনেমা হল

← রেসকোর্সের মতো জায়গায় বাজি ধরা।

সোনার গয়না-সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে করের হার ঠিক হওয়া এখনও বাকি। তা নিয়ে দিল্লিতে পরিষদের বৈঠক ৩ জুন।

● **পিএফ থেকে আগাম এবার নথি ছাড়াই :**

প্রভিডেন্ট ফান্ডের তহবিল থেকে অগ্রিম নেওয়ার জন্য এবার আর কোনও নথি জমা দিতে হবে না। শুধু আবেদন করলেই হবে। কী কারণে অগ্রিম টাকা নেওয়ার জন্য আবেদন করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আবেদনকারীর নিজস্ব ঘোষণাই যথেষ্ট। এপ্রিল মাস থেকেই নতুন এই নিয়ম চালু হয়েছে। সরল করা হয়েছে আবেদন করার পদ্ধতিও। আগে চাকরি ছাড়ার পরে টাকা তোলা অথবা বিভিন্ন ধরনের আগাম নেওয়ার জন্য আবেদন করার পৃথক পৃথক ফর্ম নির্দিষ্ট করা ছিল। এখন টাকা তোলা হোক অথবা ওই সব অগ্রিম নেওয়া, সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য একটিমাত্র ফর্মে আবেদন করতে হবে। নতুন এই ফর্মের নাম দেওয়া হয়েছে 'কম্পোজিট ফর্ম'।

তবে পেনশন পাওয়ার জন্য আগের মতোই ১০ডি ফর্মে আবেদন করতে হবে। কিন্তু পিএফ-এর যেসব সদস্য ১০ বছরের কম সময় চাকরি করে তা ছেড়ে দেবেন, তাদেরও ওই কম্পোজিট ফর্মেই আবেদন করতে হবে। ওই ক্ষেত্রে নিয়ম হল, সংশ্লিষ্ট সদস্য পেনশন পাবেন না। থোক একটা টাকা পাবেন।

● **এবার রান্নার গ্যাস আমদানি ইরান থেকে :**

এই প্রথম ইরান থেকে এলপিজি আমদানি করতে চলেছে ভারত। প্রতি মাসে ৪৪ হাজার টন করে রান্নার গ্যাস আমদানির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির চুক্তি হয়েছে ইরানের সঙ্গে। এলপিজি সংযোগে উৎসাহ দিতে কেন্দ্রীয় নীতির জেরে ইতোমধ্যেই বেড়েছে এলপিজি আমদানি। প্রতি মাসে তা ছুঁয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টন। সদ্য শেষ হওয়া গত ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে এলপিজি-র চাহিদা ৯.৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। এর মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন মিটিয়েছে আমদানি। ২০১৫-'১৬ সালে আমদানি ছিল ৮৮ লক্ষ টন। চলতি আর্থিক বছরে দেশে এলপিজি-র চাহিদা ৯.৭ শতাংশ বেড়ে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টনে পৌঁছবে বলে পূর্বাভাস মিলেছে। গত ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থবর্ষে ৩.৪৫ কোটি রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় দরিদ্র মহিলাদের নিখরচার ২.২ কোটি সংযোগ। সব মিলিয়ে দেশে মোট এলপিজি গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০.০৮ কোটি। চলতি ২০১৭-'১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য বাড়তি ৩ কোটি এলপিজি সংযোগ দেওয়া, যার মধ্যে ১.৫ থেকে ২ কোটি হবে নিখরচার সংযোগ।

● **পাল্টাল শিল্প সূচক, মূল্যবৃদ্ধির হিসেব :**

শিল্প উৎপাদনের সূচক এবং পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি হিসেব করার পদ্ধতি বদলাল কেন্দ্রীয় সরকার। পাল্টে ফেলল ভিত্তিবর্ষও। গত ১২ মে কেন্দ্র জানায়, যেসব পণ্য এখন আর তেমন বিক্রি বা উৎপাদন হয় না, সেগুলি বাদ যাচ্ছে। যাদের বিক্রি বেশি, তারা তালিকায় ঢুকছে। সব মিলিয়ে, আরও বেশি কারখানা, আরও বেশি প্রাসঙ্গিক পণ্যের নিরিখে এখন শিল্প সূচক তৈরি হবে। ভিত্তিবর্ষও ২০০৪-'০৫ থেকে বদলে হচ্ছে ২০১১-'১২। নতুন পদ্ধতিতে গত অর্থবর্ষে শিল্প বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৫ শতাংশ এবং পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশ।

নতুন পদ্ধতিতে শিল্প সূচক হিসেবের ঝুড়িতে পণ্য ৬২০ থেকে বেড়ে ৮০৯ হয়েছে; একইভাবে পণ্য বদলে যাচ্ছে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি হিসেব করার ঝুড়িতে। পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি মাপার ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো পরিবর্তন, হিসেব-নিকেশ থেকে পরোক্ষ কর বাদ দেওয়া। জিএসটি চালু হলে, প্রায় সমস্ত পরোক্ষ করই তাতে মিশে যাবে। প্রসঙ্গত, এতদিন অন্তত ১০ বছর অন্তর ভিত্তিবর্ষ বদলের রীতি ছিল; এবার তা বদলে ফেলা হল আট বছরের মাথাতেই।

● **বিস্তারায় লগ্নি বাড়াল সিঙ্গাপুর এয়ার :**

ভারতে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ বিস্তারায় লগ্নির অংক বাড়াল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স (এসআইএ)। প্রাথমিক পরিকল্পনার তুলনায় বিনিয়োগ দ্বিগুণ করেছে তারা। এই মুহূর্তে তা ছাড়িয়েছে ৭ কোটি মার্কিন ডলার। দু' বছরের বেশি সময় ধরে ভারতে পরিষেবা দিচ্ছে বিস্তারা। ২০২০ সালের আগে মুনাফার সুযোগ না থাকলেও, আগামী বছরের জুনে ২০তম বিমানটি হাতে পাবে সংস্থা। ভারতে বিমান পরিবহণ আইন মাফিক অন্তত ২০-টি বিমান না থাকলে বিস্তারা আন্তর্জাতিক উড়ান চালু করতে পারবে না। এসআইএ-ও পশ্চিম এশীয় বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগোতে আন্তর্জাতিক উড়ান চালুর দিকেই তাকিয়ে। উল্লেখ্য, বিস্তারার ৫১ শতাংশ অংশীদারি টাকা গোষ্ঠীর হাতে। আর বাকি ৪৯ শতাংশ এসআইএ-র। ২০১৩ সালে যৌথ উদ্যোগ তৈরির ঘোষণার সময়ে দু'টি সংস্থা মিলিয়ে মোট লগ্নির অংক ধরা হয় ১০ কোটি মার্কিন ডলার।

● **ব্রিটেন ও জার্মানিকেও টপকে যাবে ভারতের অর্থনীতি : আইএমএফ :**

পাঁচ বছরের মধ্যেই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে ভারত। আমেরিকা, চিন ও জাপানের পরেই। বিভিন্ন দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হারের হিসেব কষে সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই ভবিষ্যবাণী করেছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সবদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে ভারতের অর্থনীতি যেভাবে এগোচ্ছে তা চমকে দেওয়ার মতো। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারে ওঠা-নামায়

অস্বাভাবিকতা অনেকটাই কম অন্য সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির চেয়ে। এই বৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পারলে আর তিন বছরের মধ্যে ব্রিটেনকে তো বটেই, ২০২২ সালের মধ্যে জার্মানিকেও টপকে যাবে ভারতের অর্থনীতি। জার্মানির অর্থনীতিই এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম। আইএমএফ-এর রিপোর্ট বলছে, এই মুহূর্তে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৯.৯ শতাংশ। এই বৃদ্ধির হার আর কোনও দেশের নেই।

● **সংস্থার হাতে থাকা পিএফ-এ কড়া আইন :**

যেসব সংস্থা নিজেদের কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) নিজেরাই পরিচালনা করতে চায়, প্রস্তাবিত আইনে তাদের সরাসরি রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে অনুমোদন নিতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। আগে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের অনুমোদনের ভিত্তিতেই তারা এটা করতে পারত। এই মর্মে সম্প্রতি সংশোধিত হতে চলেছে প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন। নিজস্ব প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনা করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে 'এগ্‌জেম্পটেড কোম্পানি' হিসেবে ধরা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের প্রায় ৫০০ সংস্থা রয়েছে। আইনটি চালু হলে যেসব সংস্থা নতুন করে এই শ্রেণিতে যাওয়ার জন্য আবেদন করবে, তাদের ক্ষেত্রেই সেটি প্রযোজ্য হবে। যেসব পুরোনো সংস্থা আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া অনুমতির ভিত্তিতেই এগ্‌জেম্পটেড হিসেবে কাজ করছে, তাদের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে নতুন আইন প্রযোজ্য হবে। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে এগ্‌জেম্পটেড কোম্পানির স্বীকৃতি পেতে হলে সেই সংস্থায় অন্তত ৫০০ কর্মী থাকা বাধ্যতামূলকও করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার পিএফ ট্রাস্টের তহবিলের পরিমাণ কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা হতে হবে। ভবিষ্যতে পুরোনো সংস্থার ক্ষেত্রে নতুন আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানই তাদের এগ্‌জেম্পটেড তকমা খোয়াবে। সেক্ষেত্রে ওই সব সংস্থার পিএফ তহবিল পরিচালনার ভার নেবে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর।

● **রাজ্যে উজ্জ্বলায় ৭০ শতাংশ সংযোগ চালু :**

দারিদ্র্যসীমার নীচে (বিপিএল) থাকা পরিবারের মহিলাদের রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার জন্য গত বছর প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পিএমইউওয়াই) চালু করেছিল কেন্দ্র। সেই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যের প্রায় ২৯ লক্ষ গ্রাহকের ৭০ শতাংশ নিয়মিত সিলিন্ডার কিনছেন। গোটা দেশে সেই হার অবশ্য প্রায় ৮৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৮-'১৯ সালের মধ্যে ভারতে ৯৫ শতাংশ পরিবারেই এলপিজি সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র।

এ রাজ্যে পিএমইউওয়াই চালু হয় গত আগস্টে। ২০১১-এ কেন্দ্রের 'সোশিও ইকনমিক কাস্ট সেনসাস' (এসইসিসি) বা আর্থ-সামাজিক বিন্যাস মেনে করা জনগণনায় নথিভুক্ত বিপিএল পরিবারে রান্নার গ্যাসের সংযোগ না থাকলে তাদের একজন মহিলা সদস্য এই প্রকল্পের সুবিধা পান। এসইসিসি তালিকায় থাকা এ রাজ্যের ১.১৭ কোটি পরিবারের মধ্যে ২০১৬-'১৭ সালে এইচপি, ইন্ডেন এবং ভারত গ্যাস মোট ২৯ লক্ষ মহিলাকে ওই সংযোগ দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে সংযোগ নেওয়ার সময়ে ১৬০০ টাকার ভরতুকি দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

● **ব্রিটেনের সবচেয়ে ধনী চার জনের মধ্যে তিন জনই ভারতীয় :**

ব্রিটেনের প্রথম চার ধনীর মধ্যে তিনজনই হলেন ভারতীয়। আর প্রথম হাজার জন ধনীর তালিকায় জায়গা করে নিলেন ৪০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সম্প্রতি দ্য সানডে টাইম্‌স ব্রিটেনের ধনীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতেই প্রকাশ পেয়েছে এই তথ্য। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, ব্রিটেনের ধনী তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছেন ৮১ বছর বয়স্ক শ্রীচাঁদ হিন্দুজা ও ৭৭ বছরের গোপীচাঁদ হিন্দুজা। সমীক্ষা তথ্য অনুযায়ী তাদের সম্পদের পরিমাণ ১৬২০ কোটি পাইন্ড (প্রায় ১,৩৬,০৮০ কোটি টাকা), আগের বছরের থেকে যা ৩২০ কোটি পাউন্ড বেশি। গত বছরের দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তারা। ব্রিটেনের দ্বিতীয় ধনী ইউক্রেনের ব্যবসায়ী লা ব্লাভাত্নিক ১৫৯০ কোটি পাউন্ড (প্রায় ১,৩২,৪০৫ কোটি টাকা)-এর মালিক। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানও ভারতীয়দেরই দখলে রয়েছে। ১৪০০ কোটি পাউন্ড (প্রায় ১,১৬,৫৮৩ কোটি টাকা) সম্পত্তি নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্রপার্টি ইনভেস্টর সাইমন ও ডেভিড রুবেন ভাইরা। গত বছর তারা ছিলেন এই তালিকার প্রথমে। বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত শিল্পোদ্যোগী লক্ষ্মী মিত্তল ১৩২০ কোটি পাউন্ড (প্রায় ১,০৯,৯২১ কোটি টাকা) নিয়ে রয়েছেন ওই তালিকায় চতুর্থ স্থানে।

● **ব্যাংকিং শিল্পকে চাঙ্গা করতে রিজার্ভ ব্যাংককে বাড়তি ক্ষমতা :**

ঋণ খেলাপের সমস্যায় ধুঁকছে ব্যাংকিং শিল্প। পাহাড়প্রমাণ অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা চেপে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঘাড়ে। এর সমাধান খুঁজতে রিজার্ভ ব্যাংকের হাত শক্ত করল কেন্দ্র। সময়ে শোধ হয়নি বা তা হওয়া কঠিন, এমন ধারের টাকা দ্রুত ফেরত পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে শীর্ষ ব্যাংকের হাতে দেওয়া হল বাড়তি ক্ষমতা। এ জন্য প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করল মোদী সরকার। গত ৪ মে তাতে সই-ও করেছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

নতুন নিয়মে, ঋণ খেলাপ রুখতে ব্যাংকগুলিকে চটজলদি দেউলিয়া আইন প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পারবে রিজার্ভ ব্যাংক। যাতে ঋণ খেলাপির সম্পত্তি বেচে, অলাভজনক শাখা বন্ধ করে, তার খরচ কমিয়ে কিংবা তেমন ব্যবসা ঢেলে সেজে যতটা সম্ভব ধারের টাকা দ্রুত উসুল করা যায়।

● **৩ বছরের পরিকল্পনার খসড়া নীতি আয়োগের :**

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, রেল ও রাস্তা তৈরি— বাড়তি অর্থ বরাদ্দ হবে অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা এই ক্ষেত্রগুলিতে। ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ, সব পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগের লক্ষ্যে কাজ হবে। জমির দাম ও বাড়ি ভাড়া কমিয়ে আনার চেষ্টা হবে। আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে রাজকোষ ঘাটতি কমিয়ে আনা হবে ৩ শতাংশ। সংগঠিত ক্ষেত্রে আরও কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা হবে। সাবেক যোজনা কমিশনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বন্ধ হওয়ার পরে প্রথম তিন বছরের 'অ্যাকশন প্ল্যান'-এর এমনই খসড়া গত ২৬ এপ্রিল প্রকাশ করল নীতি আয়োগ। উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ পণগরিয়া ওই দিন থেকেই এ বিষয়ে মতামত চেয়ে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লেখেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বদলে ১৫ বছরের 'পাসপেক্টিভ প্ল্যান', ৭ বছরের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এবং ৩ বছরের 'অ্যাকশন প্ল্যান'-এর কাঠামো তৈরি করছে নীতি আয়োগ।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **৫০ লক্ষ কেজি আবর্জনা সরিয়ে পরিচ্ছন্ন ভারসোভা বিচ :**

পরিচ্ছন্ন হল মুম্বইয়ের সবচেয়ে আবর্জনাময় ভারসোভা বিচ। ৮৫ সপ্তাহ ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমুদ্র সৈকত থেকে তোলা হল ৫০ লক্ষ কেজি জঞ্জালের স্তূপ। মুম্বইয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্র সৈকতটি ক্রমশ আবর্জনাময় হয়ে উঠছিল। মাত্র দু'জন মানুষ মিলে শুরু করেছিলেন সাফাই অভিযান। ২০১৫-এর জুলাই মাসে ভারসোভা সমুদ্র সৈকত পরিষ্কারের কাজে নামেন পেশায় বম্বে হাইকোর্টের আইনজীবী ৩৩ বছরের আফরোজ শাহ এবং তার প্রতিবেশী হরবংশ মাথুর (৮৪)। তাদের উৎসাহ দেখে স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষজনও সৈকত পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগাতে শুরু করেন। প্রায় ৩০০ জন এই অভিযানে যোগ দেন। পাশে দাঁড়ায় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও।

২০১৬ সালে এই স্বচ্ছতা অভিযানকে সম্মান জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জও। 'অ্যাকশন অ্যান্ড ইন্সপিরেশন' বিভাগে রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষ সম্মান "আর্থ অ্যাওয়ার্ড" পান আফরোজ শাহ।

● **'হিলারি স্টেপ' উধাও :**

২০১৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর থেকেই আশঙ্কা করা হচ্ছিল, বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওঠার রাস্তাটি আর আগের মতো নাও থাকতে পারে। যেমন, বেস ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ওয়ানে যাওয়ার পথে যে খুম্বু আইসফল পড়ে, সেখানে অনেক বেড়ে গিয়েছে ক্রিভাস, অর্থাৎ ফাটলের সংখ্যা। এভারেস্ট শৃঙ্গ থেকে খানিকটা নিচে, শৃঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব গা ঘেঁষে ১২ মিটারের একটি বড়ো পাথুরে অংশ পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে ছিল, যা পেরোনো বেশ কঠিন পর্বতারোহীদের পক্ষে। ১৯৫৩ সালে স্যার এডমন্ড হিলারি প্রথম ওই অংশটি সফলভাবে পেরোতে সক্ষম হন এবং এভারেস্ট শৃঙ্গে পা রাখেন। সেই থেকে অংশটির নাম হয়েছে 'হিলারি স্টেপ'।

এ বছর ১৬ মে প্রথম সামিট শুরু হয় এভারেস্টে। সেই অভিযাত্রী দলের নেতা টিম মোসডেল নিশ্চিত করেছেন, হিলারি স্টেপ আর নেই। ২০১৫ সালের ভূমিকম্পেই এই হিলারি স্টেপের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। ২০১৬ সালে ওই অংশে এতই বরফ জমে ছিল, ভালো করে বোঝা যায়নি হিলারি স্টেপের অস্তিত্ব। এ বছর পরিষ্কার হয়ে গেল, হিলারি স্টেপ আর নেই।

● **হাড়গিলা পাখি বাঁচিয়ে গ্রিন অস্কার অসমের পূর্ণিমার :**

বিপন্ন প্রজাতির হাড়গিলা পাখির সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'গ্রিন অস্কার' পেলেন অসমের পরিবেশবিদ পূর্ণিমাদেবী বর্মন। পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সেরা পুরস্কার হিসেবে পরিচিত 'গ্রিন অস্কার' বা হুইটলে অ্যাওয়ার্ড। বিশ্বের ৬৬-টি দেশের ১৬৬ জন সংরক্ষণকর্মীকে পিছনে ফেলে ওই পুরস্কার জিতে নিলেন পূর্ণিমা। গত ১৮ মে লন্ডনে প্রিন্সেস রয়্যাল বা রাজকুমারী অ্যানি তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। কামরূপের কাছে দদরা, পাচারিয়া, সিঙিমারি গ্রামে হাড়গিলা পাখির বসতি রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে কাজ করে হাড়গিলার রক্ষক হিসাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পেরেছেন আরণ্যক নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য পূর্ণিমা। মূলত তার প্রচেষ্টাতেই বন্ধ হয়েছে হাড়গিলা হত্যা। হাড়গিলার বাসা রয়েছে এমন গাছ কাটাও বন্ধ হয়েছে ওই এলাকায়। ৭০ জন মহিলাকে নিয়ে 'হাড়গিলা সেনাবাহিনী'-ও তৈরি করেছেন পূর্ণিমা। সেখানকার গ্রামে ফুলাম গামোসাতে মহিলারা জাপি বা অন্য নকশার বদলে হাড়গিলার ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

বিশ্বে হাড়গিলার সংখ্যা ১২ থেকে ১৫ হাজার। তার মধ্যে প্রায় আটশোটি হাড়গিলার বাস অসমেই। প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বরে 'আইইউসিএন'-এর 'হেরিটেজ হিরো'-র শিরোপা পেয়েছিলেন মানস জাতীয় উদ্যানে কাজ করা, আরণ্যকেরই আরেক সদস্য, বিভূতি লহকর।

● **নতুন করে ফাটল সুমেরুর বরফ চাদরে :**

সুমেরু অঞ্চলে বরফ চাদরে ফের নতুন করে চিড় দেখা দিয়েছে। এবার তার দৈর্ঘ্য প্রায় নয় মাইল। গত পয়লা মে উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়ে ওই ফাটল। সুমেরুর পূর্ব তীরবর্তী উপকূলে থাকা লার্সেন সি বরফ চাদরের ফাটল অনেক বছরের। তবে শেষ কয়েক মাসে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ব্রিটেনের আন্টার্কটিকা গবেষণার প্রোজেক্ট মিডাসের বিজ্ঞানীদের দাবি, গত ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ফাটল বেড়েছে প্রায় ১৭ মাইল। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২০১১ থেকে মোট ৫০ মাইল ফাটল বৃদ্ধি পেয়েছে লার্সেন সি-র বরফ চাদরে। আপাতত ফাটল দৈর্ঘ্যে সেভাবে না বাড়লেও চওড়ায় বৃদ্ধি হচ্ছে অনেকটাই। দিনে ৩ ফুট করে। ইতোমধ্যেই ওই ফাটল চওড়ায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার ফুট। ফাটলের কারণে ইতোমধ্যেই লার্সেন সি বরফ স্তর দুর্বল হতে শুরু করেছে। প্রোজেক্ট মিডাসের বিজ্ঞানী আদ্রিয়ান লুকম্যান জানিয়েছেন, লার্সেন বি-র মতোই ভবিতব্য ঘটতে চলেছে লার্সেন সি-রও। ২০০২ সালে ১২০০ বর্গ মাইল আয়তনের লার্সেন বি বরফ চাদর হারিয়ে যায়। লার্সেন এ বরফ চাদর ধ্বংস হয়েছিল ১৯৯১ সালে।

● **আন্টার্কটিকার রক্তবর্ণ জলপ্রপাতের রহস্যভেদ :**

আন্টার্কটিকার 'ব্লাড ফলস'-এর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। জমাটি ঠাণ্ডার মধ্যেও কীভাবে এই জলপ্রপাতের উদ্ভব তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জলপ্রপাতের জল লাল হওয়ার কারণ নিয়েও গবেষণা চলছিল। আন্টার্কটিকার ম্যাক মারডো শুষ্ক উপত্যকায় পাঁচতলা সমান উঁচু এই জলপ্রপাতটি ১৯৯১-তে আবিষ্কার করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ভূতত্ত্ববিদ গ্রিফিথ টেলর।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা এবং কলোরাডো কলেজের এক দল গবেষক ব্লাড ফলস-এর উৎসস্থল নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই জলপ্রপাতটির মূল উৎস একটি নোনা জলের হ্রদ। যেটি ৫০ লক্ষ বছর ধরে টেলর হিমবাহের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে বিজ্ঞানীরা রেডিও-ইকো সাউন্ডিং প্রযুক্তির সাহায্য নেন। এই প্রযুক্তির সাহায্যে হিমবাহের নিচে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানো হয়। সেখান থেকে যে সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন হিমবাহের নিচে তরল অবস্থায়

থাকা এই বিশাল হ্রদের অস্তিত্ব। হিমবাহ বিজ্ঞানী এরিন পেতিতের মতে, জমে যাওয়ার আগে জল তাপ ছাড়ে। সেই তাপ নোনা জলকে জমতে দেয় না। ফলে ওই তাপমাত্রাতেও জল তরল অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানান, লৌহ সমৃদ্ধ হ্রদের জল অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসছে, তখনই সেটা লাল রঙের হয়ে যাচ্ছে। ফলে টেলর হিমবাহের গায়ে রক্তবর্ণের মতো দাগ তৈরি হচ্ছে।

● **মেঘ নেমে আসছে? শঙ্কা নাসার গবেষণায় :**

মেঘ সাধারণত থাকে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর, ট্রপোস্ফিয়ারে। মাটি থেকে তিন কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে। বর্ষার মেঘ ১০/১২ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে। সাইক্লোনের মেঘ ১৫ কিলোমিটার উচ্চতাও ছুঁয়ে যায় কখনও। গত ১৫ বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তের আকাশে মেঘের আকার-আকৃতি, আচার-আচরণ দেখে, মহাকাশে পাঠানো নাসার 'টেরা' উপগ্রহ জানিয়েছে, মেঘ বোধহয় ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

গত ১৫ বছর ধরে পৃথিবীর দিকে মোট ৯-টি ক্যামেরাকে তাক করে চক্কর মেরে গিয়েছে নাসার 'টেরা' উপগ্রহ। বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে ওই ৯-টি ক্যামেরায় তোলা মেঘেদের ছবি বিশ্লেষণ করেছে উপগ্রহটির 'মাল্টি-অ্যাঙ্গেল ইমেজিং স্পেকট্রো-রেডিওমিটার (এমআইএসআর) ইনস্ট্রুমেন্ট। ছবিগুলি তোলা হয়েছে দৃশ্যমান আলো ও কাছের অবলোহিত রশ্মির (নিয়ার-ইনফ্রারেড) চারটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (ওয়েভলেংথ)। ১৯৯৯ সালে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল এমআইএসআর। সেই এমআইএসআর-এর পাঠানো প্রথম ১০ বছরের ডেটা নিয়ে ২০১২-এ তার গবেষণাপত্রে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাকলে-গ্ল্যাভিশ চেয়ার' প্রফেসর রজার ডেভিস দেখিয়েছিলেন, গত এক দশকে পৃথিবীর কোথাও কোথাও মেঘ নেমে আসছে। কোনও বছর বা বছরের বিশেষ কোনও সময়ে। পরের ৫ বছরের ডেটা যদিও দেখিয়েছে, এই ওঠা-নামার কোনও নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নেই। তবে বছর বছর মেঘেদের উচ্চতা যে পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে কমছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। গবেষকদের দাবি, প্রশান্ত মহাসাগরে লা-নিনা আর এল-নিনোর প্রভাবেই মেঘেদের এই নামা-ওটা। ২০০৮ সালে লা-নিনার দরুন বিশ্ব জুড়ে মেঘ নেমে এসেছে গড়ে ১৩০ ফুট বা, ৪০ মিটার। আবার এল-নিনোই এই হামলে পড়া মেঘকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। মেঘেদের এই নামা-ওঠায় বেশ কিছুটা ফারাকও দেখেছেন বিজ্ঞানীরা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের তথা একই গোলার্ধের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

তবে, নাসার এই গবেষণা মাত্র ১৫ বছরের পর্যবেক্ষণের ফলাফল। আবহাওয়া, জলবায়ু সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে অন্তত ১০০ বছর লাগে। কম করে ৩০ বছরের হিসেব নিলেও কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছনো যায় কোনও সিদ্ধান্তের।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

● **৭১৬ কোটিরও বেশি টাকায় বিক্রি কালো 'খুলি' :**

কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন শিল্পী জঁ-মিশেল বাসকিয়া-র একটি নামহীন ছবি (যেটিকে এখন উল্লেখ করা হচ্ছে 'স্কাল' বা 'খুলি' নামে) গত ১৮ মে ১১ কোটি ডলারে বিক্রি করল নিলাম সংস্থা সোথবি। ভারতীয় টাকায় যার মূল্য ৭১৬ কোটিরও বেশি। এর আগে কখনও কোনও মার্কিন শিল্পীর ছবি ১০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যে বিক্রি হয়নি। সারা পৃথিবীতেই মাত্র খান তিরিশেক ছবি এই '১০ কোটি ডলারের ক্লাব'-এ রয়েছে। সেগুলোর বেশিরভাগই আবার পাবলো পিকাসো, ভিনসেন্ট ভ্যান গখ বা গুস্তাভ ক্লিম্‌টের আঁকা। অবশ্য লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা রেম্ব্রান্টের মতো ধ্রুপদী শিল্পীদের ছবি সাধারণত নিলামে ওঠে না।

প্রশ্ন, ১৯৮২ সালে আঁকা ৬ ফুট বাই সাড়ে পাঁচ ফুটের ছবিটা কি সত্যিই এত 'দামি'? শিল্প সমালোচকেরা এক বাক্যে বলেছিন—হ্যাঁ। কারণ, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের রক্তক্ষরণের দলিল এই ছবি। একটা কালো খুলি, তা থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত। রক্ত চোখের কোটরে, দাঁতের ফাঁকে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কপাল ও কান থেকে। এ জন্যই বাসকিয়ার এই ছবিটি এত দামি। শিল্পের নিরিখে। ইতিহাসের মাপকাঠিতেও।

মার্কিন নিও-এক্সপ্রেশনিজম-এর বাইরে বাসকিয়া খুবই স্বল্প পরিচিত একটি নাম। জন্ম ১৯৬০ সালে, নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে। দশম শ্রেণির পরে স্কুল ছেড়ে দেন। রেগে বাড়ি থেকে ছেলেকে বার করে দিয়েছিলেন জঁ-মিশেল-এর বাবা। ব্রুকলিনের অলিগলিতে বন্ধুদের সঙ্গে দিন কাটত। পেট চলত হাতে আঁকা টি-শার্ট আর পোস্টকার্ড বিক্রি করে। ছোটোবেলা থেকেই ম্যানহাটনের দেওয়ালে দেওয়ালে গ্রাফিটি করে বেড়াতেন। সাতের দশকের শেষ থেকে শিল্পী হিসেবে তার খ্যাতি চড়চড় করে বাড়তে থাকে। প্রদর্শনী হয় দেশে, বিদেশেও। ১৯৮৮ সালে, ২৮ বছর বয়সে, অতিরিক্ত মাদক খেয়ে মারা যান শিল্পী। যে ছবিটি নিলামে উঠেছিল, সেটি শিল্পীর ২১ বছর বয়সে আঁকা।

নিউ ইয়র্কের সোদবিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ছবিটা কিনে নেন ৪১ বছর বয়সি জাপানি কোটিপতি, শিল্পপতি ও শিল্পানুরাগী ইউসাকু মেজাওয়া। জাপানের চিবা শহরে একটি শিল্প সংগ্রহশালা খুলতে চান তিনি। এর আগেও বাসকিয়ার আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি কিনেছেন ইউসাকু।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **নাসার জন্য ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ বানাল তামিলনাড়ুর কিশোর :**

তামিলনাড়ুর পাল্লাপটি শহরে থাকেন রিফথ শারুক। ছোটো থেকেই মহাকাশ টানত তাকে। তাই নাসার কিড'স ক্লাবের সদস্য হন। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে হালকা উপগ্রহ তৈরির কৃতিত্ব এখন এই ১৮ বছরের ভারতীয় কিশোরের। হাতের মুঠোতেই বন্দি করা আস্ত উপগ্রহটিকে। দেখতে লুডোর ঘুঁটির মতো। ওজন মাত্র ৬৪ গ্রাম। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের নাম অনুসারে এই স্যাটেলাইটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কালামস্যাট'। 'স্পেস কিডজ ইন্ডিয়া'-র টাকায় করা হয়েছে এই প্রজেক্ট। সম্প্রতি 'কিউবস ইন স্পেস' নামে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল 'নাসা' এবং 'আই ডুডল লার্নিং'। সেখানেই নজর কাড়ে শারুকের এই উপগ্রহ। নাসা সূত্রে খবর, আগামী ২১ জুন ওয়ালপস দ্বীপ থেকে মহাকাশে পাঠানো হবে

'কালামস্যাট'। সম্পূর্ণ মিশনটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে ২৪০ মিনিট। মহাকাশে মাইক্রো-গ্র্যাভিটি পরিবেশে ১২ মিনিট থাকবে উপগ্রহটি। এর প্রধান কাজ হবে ৩ডি প্রিন্টেড কার্বন ফাইবারের কর্মক্ষমতা বোঝা।

● **জোনাকি' ব্যাকটেরিয়ারাই এবার খুঁজে দিতে পারবে ল্যান্ডমাইন :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের ৭০-টি দেশে কম করে ১০ কোটি ল্যান্ডমাইন পোঁতা রয়েছে এই মুহূর্তে। যার বিস্ফোরণে বছরে গড়ে জখম হন অন্তত ২০ হাজার মানুষ। ল্যান্ডমাইন খুঁজে নিষ্ক্রিয় করার কাজটা বেশ বিপজ্জনক। সমস্যা মেটাতে গবেষণা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হলেও নজরকাড়া আবিষ্কারটি হয়েছে একেবারে হালে। ইজরায়েলের জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক শিমশন বেল্কিন-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ ধরনের জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ব্যাকটেরিয়া (জিএম ব্যাকটেরিয়া) বানিয়েছেন। ল্যান্ডমাইন বানানো হয় সাধারণ প্লাস্টিক বা কোনও পলিমার যৌগ দিয়ে। গবেষকরা দেখেছেন, ল্যান্ডমাইন থেকে এক ধরনের বাষ্প বা ভেপার বেরিয়ে আসে। যে বাষ্পের 'গন্ধ' পেয়েই ওই জিএম ব্যাকটেরিয়া জোনাকির মতো ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঝলকানি দিতে শুরু করে। ল্যান্ডমাইন থেকে যত বেশি করে ওই বাষ্প বেরিয়ে আসে, ওই ব্যাকটেরিয়া ততটাই বেশি করে আলো ঝলকায়। আগে জানা ছিল, ওই ধরনের বাষ্পে কিছু গাছপালা রং বদলায়। সেই 'সংকেত' একটি লেজার ব্যবস্থায় ধরা পড়লে ওই লেজার রশ্মিই খুঁজে বের করতে পারে ল্যান্ডমাইনটিকে। ওই লেজার সিস্টেমটিকে কোনও গাড়ির ওপর, এমনকী ড্রোনেও বসিয়ে রাখা যায়। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার-বায়োটেকনোলজি'-র সাম্প্রতিক সংখ্যায়। তিন বছর আগে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড এই ফ্লুরোসেন্ট ব্যাকটেরিয়া দিয়েই জলের মধ্যে জীবাণু বা দূষণ সৃষ্টিকারী কণা ও পদার্থ খুঁজে বের করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন বেল্কিন ও তার সহযোগীরা।

● **পাঁচ মিনিটে সূর্যের ১৫০০ ছবি পাঠাবে নাসার রকেট :**

সূর্যের নানা অবস্থার ছবি তুলতে সাউন্ড রকেট পাঠাল নাসা। গত ৫ মে নাসার আর্থিক সহায়তায় তৈরি 'রাইজ' (দ্য র‍্যাপিড অ্যাকিউজিশন ইমেজিং স্পেক্ট্রোগ্রাফ এক্সপেরিমেন্ট)-এর সফল উৎক্ষেপণ হল। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল) উচ্চতার কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে এই রকেটটি। সূর্যকে সব সময়ের জন্য ক্যামেরা-বন্দি করে রাখবে এই মহাকাশযানটি। পাঁচ মিনিটে দেড় হাজার ছবি তুলবে পারবে 'রাইজ'। নাসা জানাচ্ছে, সূর্যের বিকিরণের যেসব সক্রিয় জায়গা (অ্যাকটিভ এরিয়া) রয়েছে, তার তীব্রতা, চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তির তারতম্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তুলবে 'রাইজ'। সূর্যকে নিয়ে গবেষণায় ইতোমধ্যেই কাজ করে চলেছে নাসার সোলার ডায়নামিক অবজারভেটরি (এসডিও) এবং সোলার টেরেস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অবজারভেটরি (এসটিইআরইও বা 'স্টিরিও')। কিন্তু সূর্যের বেশ কিছু জায়গায় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সেটা কেন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, তা জানতেই 'রাইজ'-কে পাঠানো হল মহাকাশে।

● **বিপন্ন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীর ঢল ৬০০ শহরে :**

বিজ্ঞানকে আক্রমণ বা উপেক্ষা নয়, বরং গবেষণায় চাই আরও অর্থ। এই দাবিতে পথে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানপ্রেমীরা। বসুন্ধরা দিবসে, গত ২২ এপ্রিল। ওয়াশিংটন মনুমেন্ট থেকে লন্ডন, জার্মানির ব্র্যান্ডেনবুর্গ থেকে স্পেনের মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, এমনকী সুদূর উত্তরে গ্রিনল্যান্ড— একই ছবি ৬০০-টিরও বেশি শহরে। সকলের একটিই দাবি, বাঁচাতে হবে বিজ্ঞানকে। রাজনীতি আর কর্পোরেট সাম্রাজ্যের কব্জা থেকে মুক্ত করতে হবে। একপেশে তথ্যের একচেটিয়া প্রচারের বদলে বিজ্ঞানের বিকল্প তথ্যগুলিও মেলে ধরার পথ খুলে দিতে হবে। বিশ্বের দরবারে তাদের আর্জি, যথেষ্ট অর্থের সংস্থান থাক বিজ্ঞানের গবেষণায়। বক্তব্যটি এই মুহূর্তে আরও প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্প সম্প্রতি এক তুড়িতে বলে দিয়েছেন, বিশ্বের উষ্ণায়ণটা স্রেফ কর্পোরেট প্রচার। আমেরিকার ডলার হাতাবার ধান্দা। তার সরকার কলমের এক খোঁচায় ২০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থের বরাদ্দ। বস্তুত এই সব নিয়েই বারবার রাজনীতির লোকজনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞানী মাইকেল ম্যান। এদিন আর একা নন অনেক সতীর্থকে পাশে নিয়ে রাস্তায় নামেন। বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর পণ করে ৪৭ বছর আগে যারা 'আর্থ ডে' পালন শুরু করেন, ডেনিস হায়েস তাদের অন্যতম।

● **বিগ ব্যাং-এর পরের সেকেন্ডে পৌঁছে গেলেন বিজ্ঞানীরা :**

জেনিভার অদূরে ভূগর্ভে সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের (এলএইচসি) 'অ্যালিস' ল্যাবরেটরিতে পদার্থ বা ম্যাটারের একেবারে নতুন একটি অবস্থার খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি থাকে তার একটি প্রোটন (ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা), অন্যটি নিউট্রন (যার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোনও আধানই নেই)। সেই প্রোটন আর নিউট্রনের মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলিও গড়ে ওঠে কোয়ার্ক ও অ্যান্টি-কোয়ের্কের মতো আরও ছোটো ছোটো কণিকা দিয়ে। ছ' ধরনের কোয়ার্ক রয়েছে। আপ, ডাউন, টপ, বটম, চার্ম ও স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। এই কোয়ার্কগুলির মধ্যে ওজনে বেশ কিছুটা ভারী স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক।

কোয়ার্কগুলিকে একে অপরের সঙ্গে বেঁধে রাখে গ্লুওন নামে আরও একটি খুব ছোট্ট কণা। স্ট্রং ফোর্স বা অত্যন্ত শক্তিশালী বলের বাঁধনে। এই ব্রহ্মাণ্ডে বল বা ফোর্স রয়েছে মোট চার রকমের। মহাকর্ষীয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল (উইক) বল আর শক্তিশালী (স্ট্রং) বল। এত দিন বিজ্ঞানীরা জানতেন, দু'টি আপ আর একটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে গড়ে ওঠে প্রোটন কণার শরীর। সেই প্রোটনগুলি বা তাদের শরীরে থাকা আপ আর ডাউন কোয়ার্কগুলিকে খুব জোরালো বলে যে বেঁধে রাখে, তার নাম গ্লুওন। 'এনার্জি ডেনসিটি' কম থাকলে একটি কোয়ার্ক থেকে অন্য কোয়ার্ককে বা কোয়ার্ক থেকে গ্লুওন কণিকাকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। কিন্তু 'এনার্জি ডেনসিটি'-র পরিমাণ যদি অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই বন্ধনে ফাটল ধরে। তৈরি হয় একটি স্যুপের। কোয়ার্ক, অ্যান্ট-কোয়ার্ক আর গ্লুওনের সেই স্যুপকে বলা হয় 'কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা' (কিউজিপি)। যা অস্বাভাবিক রকমের তাপমাত্রায় কোনও পদার্থের অত্যন্ত গরম ও ঘন অবস্থা।

ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আগে যে মহা-বিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং হয়েছিল, তার এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই সেই

তাপমাত্রাটা কিন্তু নেমে গিয়েছিল ঝুপ করে। কারণ, তখন প্রচণ্ড গতিতে, অসম্ভব দ্রুত হারে ফুলে-ফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল এই ব্রহ্মাণ্ড। এটাকেই বলে 'ইনফ্লেশন'। সেই সময়েই কোয়ার্ক, অ্যান্টি-কোয়ার্ক, গ্লুওনের মতো কণিকাগুলির জন্ম হতে শুরু করে। এলএইচসি-তে এবার সার্ন পদার্থের ওই অদ্ভুত অবস্থাটিই চাক্ষুষ করতে পেরেছে প্রোটন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে। ৭ টেরা-ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে। বিগ ব্যাং-এর এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে যখন হু হু করে ফুলে-ফেঁপে উঠছিল গোটা ব্রহ্মাণ্ড, তখন মোটামুটি ওই পরিমাণ শক্তিরই উদ্ভব হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। ওই শক্তিতে প্রোটন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে পেরেছেন সেই অদ্ভুত অবস্থা, যার নাম 'কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা'। দেখেছেন, সেই অবস্থায় স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক কণিকাকেও।

● **বাতাস থেকেই মিলবে জল :**

একটি চমকে দেওয়ার মতো যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ইভলিন ওয়াঙ ও বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ ওমর ইয়াঘির নেতৃত্বে যে আন্তর্জাতিক গবেষক দল, তার অন্যতম দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক সমীর আর. রাও ও শঙ্কর নারায়ণন। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'সায়েন্স'-এর ১৩ এপ্রিল সংখ্যায়। যার শিরোনাম—'ওয়াটার হারভেস্টিং ফ্রম এয়ার উইথ মেটাল-অরগ্যানিক ফ্রেমওয়ার্কস পাওয়ারড বাই ন্যাচারাল সানলাইট'।

গবেষকরা জারকোনিয়াম ধাতু ও একটি জৈব যৌগ, অ্যাডিপিক অ্যাসিড দিয়ে একটি জটিল যৌগিক পদার্থ বানিয়েছেন। যার নাম—'মেটাল অরগ্যানিক ফ্রেমওয়ার্ক' (এমওএফ)। খুব কম শক্তি খরচ করেই যা সহজেই বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টেনে, শুষে নিতে পারে। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ওই স্পঞ্জ জাতীয় পদার্থের ভেতরে থাকা ছিদ্রগুলির (পোরস) মধ্যে আটকে থাকে জলীয় বাষ্পের কণাগুলি। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে থাকলেও ১২ ঘণ্টার মধ্যে ওই যন্ত্রটি দিয়ে ২.৮ লিটার জল শুকনো, খটখটে বাতাস থেকে টেনে বের করে আনা যাচ্ছে। আর তার জন্য লাগছে মাত্র ২.২ পাউন্ড ওজনের 'মেটাল-অরগ্যানিক ফ্রেমওয়ার্ক' (এমওএফ)।

প্রয়াণ

● **অনিলমাধব দাভে :**

প্রয়াত হলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী অনিলমাধব দাভে। বয়স হয়েছিল ৬০। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ মে মারা যান তিনি।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর বড়নগরে ১৯৫৬-র ৬ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন অনিলমাধব দাভে। ইন্দোরের গুজরাতি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য হিসাবে নর্মদা নদীর সংরক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন। ২০০৯ থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন বিজেপি-র এই নেতা। গত বছর জুলাইয়ে মোদী সরকারের ক্যাবিনেট সম্প্রসারণের পর পরিবেশ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী হন তিনি।

● **মিন বাহাদুর শেরচান :**

বিশ্বর সবচেয়ে বয়স্ক এভারেস্ট জয়ী। ২০০৮ সালে এই রেকর্ড ছুঁয়েই তিনি সংবাদ শিরোনামে জায়গা করেছিলেন। কিন্তু তার ৫ বছর পরে সেই রেকর্ড ভেঙে ফেলেন অন্য এক এভারেস্ট জয়ী। হারানো রেকর্ড ফিরে পেতে ফের একবার বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওঠার পরিকল্পনা করেছিলেন ৮৫ বছরের মিন বাহাদুর শেরচান। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। এভারেস্টের বেস ক্যাম্পেই মৃত্যু হল তার।

নেপালের বাসিন্দা বাহাদুর। ১৯৬০ সালে ধবলগিরিতে একটি দলকে গাইড করার জন্য নেপাল সরকার তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। ২০০৮ সালে ৭৬ বছর বয়সে তিনি এভারেস্ট জয় করে রেকর্ড করেন। কিন্তু ২০১৩ সালে জাপানের বাসিন্দা ৮০ বছরের ইউচিরো মিউরা তার রেকর্ড ভেঙে দেন। তখনই মিন বাহাদুর স্থির করেন ফের এভারেস্টে উঠবেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে এভারেস্ট জয় করার তোড়জোড় শুরু করে দেন মিন বাহাদুর। মেডিক্যাল পরীক্ষাতেও তাকে ফিট বলে ঘোষণা করা হয়। হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র এবং রক্তচাপ একেবারে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গত ৬ মে এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে পৌঁছনোর পরই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার।

● **মাহ গোথো :**

এর আগে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে যার নাম শীর্ষে ছিল তিনি এক জন ফরাসি মহিলা। নাম জেনি ক্যামেন্ট। ১২২ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন সেই মহিলা। সেই রেকর্ডকে অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার মাহ গোথো। সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৪৬। গোথোর জন্ম শংসাপত্র থেকেই মিলেছে এই সংক্রান্ত তথ্য। বছর খানেক আগে ইন্দোনেশিয়ায় ১৯০০ বা তার পরে জন্মেছেন এমন জীবিত ব্যক্তিদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়। আর সে জন্যই 'ভুলবশত' বাদ পড়ে যায় ১৮৭০-এর ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা মাহ গোথোর নাম। ১২ এপ্রিল বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তাকে একবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিবিধ

● **টয় ট্রেন, ফিরছে ঐতিহ্যের কয়লা ইঞ্জিন :**

বিশ্ব ঐতিহ্যের, ট্রয় ট্রেন বা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের স্টিম ইঞ্জিনগুলি 'বি ক্লাস'-এর। ইংল্যান্ডের 'শার্প, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি' এবং পরে 'নর্থ ব্রিটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানি' ১৮৮৯ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে এমন ৩৪-টি ইঞ্জিন তৈরি করেছিল। এখন ১০-টির মতো ইঞ্জিন কার্যক্ষম। সেগুলির অবস্থাও খারাপ, তিনধরিয়ার ওয়ার্কশপে কোনওমতে জোড়াতালি দিয়ে কলকব্জা বদলে চালানো হচ্ছে। বাধ্য হয়েই চারটি ডিজেল ইঞ্জিনও চালাতে হচ্ছে। ডিজেল ইঞ্জিন বিকল্প

হলেও, কয়লার ইঞ্জিনের রোম্যান্স ও ইতিহাসের ছোঁয়া সেখানে থাকে না। তাই কয়লার ইঞ্জিনগুলোর ভিতরের কলকব্জা ঠিক আগের মতো করে তৈরি করা সম্ভব কি না—তা নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ইঞ্জিনিয়াররা বছর তিনেক আগে রাঁচির 'হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন' বা এইচইসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা পুরোনো ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের ডায়াগ্রাম তৈরি করেন। এর পর তৈরি করা হয় যন্ত্রাংশ। দেখা যায় রাঁচীতে তৈরি কলকব্জা বিলিতি ইঞ্জিনে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছে। উৎফুল্ল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সিদ্ধান্ত নেয়, বিকল ইঞ্জিনগুলিকে এইচইসি-র সাহায্যে ফের সচল করা হবে। টয় ট্রেনের কয়লার ইঞ্জিনে যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা নিয়ে গত ১৯ মে, কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোঁহাইয়ের সঙ্গে এইচইসি কর্তাদের চুক্তি স্বাক্ষর হল। অনুষ্ঠান হয় উত্তর-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর মালিগাঁওতে।

● **বারমুডায় ফের নিখোঁজ বিমান :**

ফের বারমুডা ট্র্যাঙ্গলে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল একটি চার্টার্ড বিমান। মিয়ামি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিমানটিতে বিমানচালক ছাড়া ছিলেন মার্কিন ব্যবসায়ী জেনিফার ব্লুমিন ও তার দশ এবং চার বছর বয়সি দুই ছেলে। মিয়ামি এটিসি আরও জানায়, ১৫ মে, স্থানীয় সময় দুপুর ২-টো ১০ মিনিট নাগাদ বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানটির সর্বশেষ অবস্থান ছিল, বাহামা থেকে ৩৭ মাইল পূর্বে, সমুদ্র থেকে ২৪ হাজার ফুট উঁচুতে এবং গতিবেগ ছিল ৩০০ নটিক্যাল মাইল। বাহামা উপকূলীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও বাহামা ডিফেন্স ফোর্স নিখোঁজ বিমানটির তল্লাসি চালিয়েও কোনও হদিশ পায়নি।

অতলান্তিক মহাসাগরের প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এ যুগের অন্যতম বড়ো রহস্য। বহু মানুষ, বিমান, জাহাজ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে এখানে। ১৪৯২ সালে স্পেনীয় নাবিক এবং ভূ-পর্যটক ক্রিস্টোফার কলোম্বাস প্রথম বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গল সম্পর্কে লেখেন। তার জাহাজের কম্পাসও বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গলে অকেজো হয়ে যায়। কেন বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গলে এলেই বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয় বিমান বা জাহাজকে? ২০১৬-য় বিখ্যাত আবহবিদ র‍্যান্ডি কারভ্যানি-সহ বেশ কিছু বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দেন এই রহস্যের। তাদের দাবি, রহস্যের পিছনে রয়েছে এক রকম ষড়ভুজাকৃতি মেঘ (হেক্সাগোনাল ক্লাউড)। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বারমুডা দ্বীপে ২০ থেকে ৫৫ মাইল জুড়ে ষড়ভুজাকৃতি মেঘ তৈরি করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু, যাকে বলা হয় 'এয়ার বম্ব'। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭০ মাইল। এই বায়ু প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতার ঝড় তৈরি করতে পারে। যার ফলে বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেল দিয়ে যাওয়া জাহাজ বা প্লেন উধাও হয়ে যায়। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঁচটি মার্কিন বোমারু বিমান বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেলে নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ পাঁচটি বিমানের সন্ধানে যাওয়া আরও তিনটি বিমানও ফেরেনি ফোর্ট লডরডেলের বিমানঘাঁটিতে।

● **২০ বছর পর খুলছে পাকিস্তানের শিবমন্দির :**

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বন্ধ থাকা শিব মন্দির হিন্দুদের জন্য খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল পাক আদালত। পাকিস্তানের অ্যাবটাবাদ জেলার ঘটনা। গত ২৪ এপ্রিল পেশোয়ার হাইকোর্টের বিচারপতি আতিক হুসেন শাহের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় এবার থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার ওই শিব মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারবেন। পুজো দিতেও আর কোনও বাধা রইল না। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে জানানো হয়, আইনিভাবে ওই সম্পত্তি লিজে নিয়েছিল তারা। তাদের দাবি, দেশভাগের পর থেকে তারাই ওই মন্দিরের দেখভাল করত। কিন্তু তার পরেই ওই সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে শুরু হয় বিবাদ। আইনি জটিলতার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ১৭৫ বছর আগে তৈরি মন্দিরটি। পেশোয়ার হাইকোর্টে ২০১৩ সালে একটি পিটিশন ফাইল করেছিল ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

● **বন্ধ হল মহাত্মা গান্ধীর ছোটোবেলার স্কুল :**

এই স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন জাতীর জনক। দীর্ঘ ১৬৪ বছর পর বন্ধ হয়ে গেল গুজরাতের রাজকোটের সেই স্কুল। ১৮৮৭ সালে ১৮ বছর বয়সে রাজকোটের এই আলফ্রেড হাই স্কুল থেকেই স্নাতক হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর স্মৃতিতে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা হবে হিন্দি মিডিয়াম এই স্কুলে। মিউজিয়াম তৈরির উদ্দেশ্যেই বন্ধ করা হচ্ছে স্কুলটি। গত বছর রাজকোট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (আরএমসি) স্কুলটিকে সংগ্রহশালা করার একটি প্রস্তাব আনে গুজরাত সরকারের কাছে। সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে সেই প্রস্তাব। খুব শীঘ্রই মিউজিয়ম তৈরির কাজ শুরু হবে। ১০ কোটি টাকার কাছাকাছি খরচ হবে এই প্রকল্পে। মহাত্মা গান্ধীর পাশাপাশি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং আরও বহু রাজনৈতিক নেতার জীবনের নানান দিক তুলে ধরা হবে এই সংগ্রহশালায়।

● **সন্ত হলেন দুই মেষপালক ভাইবোন :**

দুই ভাই-বোন ফ্রান্সিসকো এবং ইয়াসিন্দা মার্তো আর তাদের সম্পর্কিত বোন লুসিয়া। তিন দরিদ্র-অশিক্ষিত-মেষপালক শিশুকে ১৯১৭ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ছ'বার দর্শন দিয়েছিলেন মেরি—জনশ্রুতি এমনটাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত সেই সময়ের পৃথিবী। ঘটনার দু' বছর পরেই মারা যান ফ্রান্সিসকো। ১৯২০-তে মৃত্যু হয় ইয়াসিন্তার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে মহামারির আকার নেওয়া স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েই মারা যায় দু'ভাই-বোন। তাঁদের সম্পর্কিত বোন লুসিয়া অবশ্য ২০০৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গত ১৩ মে ওই দুই শিশুকে সন্ত ঘোষণা করলেন পোপ ফ্রান্সিস। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্যাথলিকরা ভিড় জমান ফতিমা শহরে। সন্তায়ন দেখার জন্য 'স্যাঙ্কচুয়ারি অব আওয়ার লেডি অব ফতিমা'-র সমানে অন্তত চার লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। ফতিমার ওই ঘটনা নিয়ে ধারাবাহিক বিতর্কের পরে ২০০০ সালে তদানীন্তন পোপ দ্বিতীয় জন পল ভাইবোন ফ্রান্সিসকো এবং ইয়াসিন্তার 'বিয়েটিফিকেশন' করেন। এর পরে দু'টি 'মির‍্যাকল' বা অলৌকিক ঘটনা তাদের নামের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার পরে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে সন্তায়ন হল।

সংকলক : রমা মন্ডল

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

প্রকাশন বিভাগ
রাষ্ট্রপতি ভবন গ্রন্থমালা

গত বছর তিনেকেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশন বিভাগ রাষ্ট্রপতি ভবন বিষয়ে অত্যন্ত উঁচুমানের এক গ্রন্থমালা প্রকাশ করে আসছে। রাষ্ট্রপতির দপ্তর এবং রাষ্ট্রপতি ভবনের চৌহদ্দির বিভিন্ন দিক এতে ঠাঁই পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের রহস্যজাল ঘেরা আঙ্গিনার পাঠকরা এক অজানা দৃশ্যকল্পের সন্ধান পাবেন এসব বইয়ের মধ্যে। এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তরাধিকারের অনন্য দস্তাবেজ মেলে ধরা হয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলিতে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত মোট সতেরোটি খণ্ডের (যার একটি অবশ্য বর্তমানে ছাপার কাজ চলছে) অসাধারণ ঐতিহ্যগত মূল্য রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ভবন গ্রন্থমালা (RB Series) প্রকাশের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বইগুলি প্রকাশ করা হবে বলে সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকাশিত খণ্ডগুলি রাষ্ট্রপতি ভবনেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই ও ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ সালের ২৫ জুলাই ও ১১ ডিসেম্বর তারিখে। অনুষ্ঠানে মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বইগুলির প্রথম কপি মাননীয় রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন।

এই মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বইগুলি হল :

(i) Abode under the Dome (State Guests at Raisina Hill : 1947-'67)
(ii) A Work of Beauty : Art and Architecture of the Rashtrapati Bhavan
(iii) Arts and Interiors of the Rashtrapati Bhavan
(iv) Around India's First Table : Dining and Entertaining at the Rashtrapati Bhavan
(v) Discover the Magnificent world of Rashtrapati Bhavan (for children)
(vi) Indradhanush – Volume 1
(vii) Indradhanush – Volume 2
(viii) Life at Rashtrapati Bhavan
(ix) Right of the Line : The President's Bodyguard
(x) Rashtrapati Bhavan : From Raj to Swaraj
(xi) The Presidential Retreats of India
(xii) The First Garden of the Republic : Nature in the President's Estate
(xiii) Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan
(xiv) Selected Speeches of the President : Volume 1
(xv) Selected Speeches of the President : Volume 2
(xvi) Selected Speeches of the President : Volume 3
(xvii) Selected Speeches of the President : Volume 4 *- *currently under production*

এর কয়েকটি খণ্ডের দায়িত্ব অবশ্য যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এবং "ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কলা কেন্দ্র" (IGNCA)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। এগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে গবেষণা ও অলঙ্করণের কাজটি করেছে IGNCA-র নিয়ন্ত্রণাধীন একটি এজেন্সি, Saahpedia। বাকি সবই প্রকাশন বিভাগের তত্ত্বাবধানেই হয়েছে, সম্পাদনা থেকে শুরু করে ছেপে বেরোনো পর্যন্ত।

বইগুলি কেনা যাবে প্রকাশন বিভাগের দিল্লিস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের বিক্রয় কেন্দ্র-সহ দেশের অন্যান্য জায়গার আটটি কেন্দ্র থেকে। অনলাইনে বইগুলি কিনতে লগঅন করতে হবে https://bharatkosh.gov.in/Product/2 পোর্টালে। অথবা বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.publicationsdivision.nic.in-এ দেখুন।

"Selected Speeches of the President : Volume 4" প্রকাশের মধ্য দিয়ে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভবন এবং প্রকাশন বিভাগের ফলপ্রসূ যোগের এক পরিতৃপ্তিজনক উপসংহার ঘটেছে। এই অংশীদারিত্ব, গত তিন বছর এই প্রকল্পে যারা কাজ করে এসেছেন সেই দলের সব সদস্যের কাছে এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা বিশেষ। কারণ তা গোটা দলের পেশাদারিত্বের সামর্থ্যকে তথা ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাসের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবে। প্রকাশন বিভাগের দলটি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ডাক পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। প্রকাশন বিভাগ যতিহীনভাবে তাদের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিয়ে আগামী দিনে আরও বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ সহযোগিতার অংশীদার হতে চায়।❑

WBCS-এর সেরা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ

সৌভিক ঘোষ, Executive (Rank-1) WBCS - 2015

ACADEMIC's hand of co-operation helped me to achieve the ultimate goal.

This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

-Moumita Sengupta, CTO (Rank-1), WBCS - 2015

For proper guidance Academic Association is the best one

To be an executive needs hardwork, patience, family support and proper guidance. Especially for the final stage of the three stage process. I thank everyone for this success especially to my family.

For future friends my message is to do smart work with hardwork to crack this examination.

-Tirthankar Ghosh, Exe. WBCS-2015

টপ র‍্যাঙ্ক অফিসারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য চাই পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য। আমার সাফল্যের পথে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য অনস্বীকার্য। এখানকার মক ইন্টারভিউ আমাকে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সামিম সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহ দান আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে। অ্যাকাডেমিকের গ্রুমিংসেশনগুলো এক কথায় অভূতপূর্ব।

–সৌগত চৌধুরী, (Executive) WBCS-2015

আমার জীবনের এত বড় পরীক্ষায় প্রথম চান্সেই সফল হওয়ার পেছনে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অপরিসীম

ডব্লুবিসিএস - পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়া যে খুব বেশী জটিল নয় সেটা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন -এ আসার আগে পর্যন্ত আমার ধারনা ছিল না। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে আমার দূর্বলতা গুলোকে বুঝতে পেরে সমাধানে সচেষ্ট হই।

-Ramjiban Hansda, Executive WBCS-2015

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি হয়ে এবং এখানকার উচ্চ মানের ফ্যাকাল্টিদের গাইডেন্সে আমার লক্ষ্য পূরণ হল

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দরকার অদম্য জেদ, ধৈর্য্য, নিরবছিন্ন ভাবে পরিকল্পামাফিক পড়াশুনা আর সঙ্গে সঠিক গাইডেন্স ও পর্যাপ্ত স্টাডি মেটিরিয়াল। যে কোনো পরিস্থিতিতেহার না মানার মানসিকতা থাকলে সাফল্য একদিন আসবেই।

–ভানু কেওড়া, CTO, WBCS -2015

WBCS SCANNER Third Edition

'এখন আরোও বেশী তথ্য, আরোও বেশি পৃষ্ঠা, আরোও বেশি কমন'

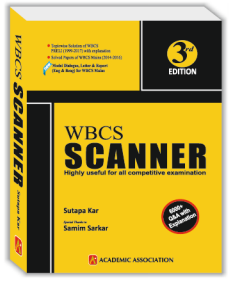

বইটিতে থাকবে — ● ১৯ বছরের প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান ● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ এবং ট্রেন্ড অ্যানালিসিস ● ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ মেন প্রশ্নপত্রের সমাধান।

নতুন সংযোজন

বাংলা এবং ইংরেজী (কম্পালসারি) বিষয়ের নমুনা ডায়লগ, চিঠি, রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন

প্রকাশ : ৯ জুন, ২০১৭

WBCS-2017 মেনস ক্লাব

যারা এবার মেনস্ দেবেন, তারা মাত্র ৪০০ টাকার বিনিময়ে নিতে পারেন মেনস ক্লাবের সদস্যপদ।

এতে পাবেন — ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ● কিছু মকটেস্ট ও কিছু মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ।

WBCS-2018 নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। ক্লাস শুরু ১লা জুলাই, ২০১৭ থেকে

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

হেড অফিস : দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

✆ 9038786000
9674478644

Website : www.academicassociation.in ✸ Uluberia-9051392240 ✸ Barasat-9800946498
✸ Berhampur-9474582569 ✸ Siliguri-9474764635 ✸ Birati-9674447451 ✸ Medinipur Town-9474736230

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

June, 2017
R.N.I. No. 19740/69

BUY YOUR COPY NOW

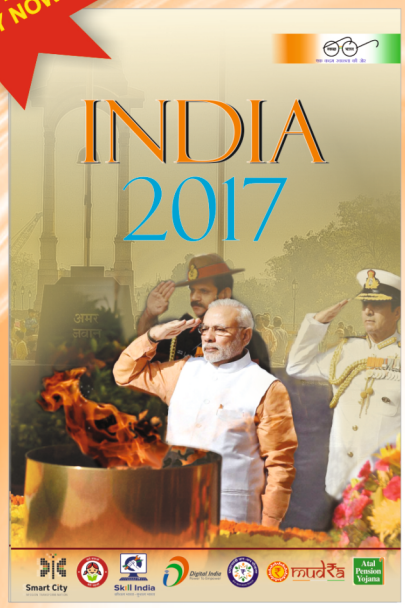

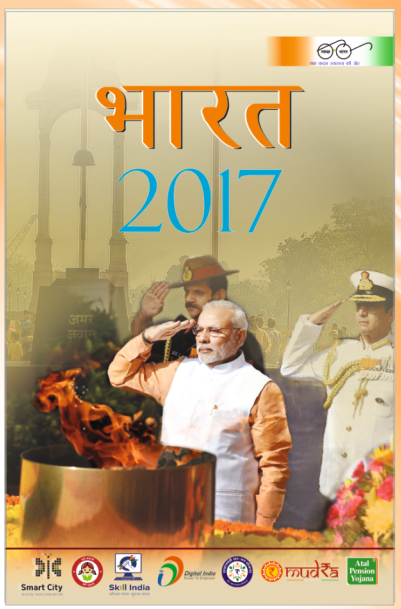

Reference Annual

A TREASURE FOR RESEARCHERS, POLICY MAKERS, ACADEMICS, MEDIA PROFESSIONALS AND JOB SEEKERS, ESPECIALLY, ASPIRANTS OF CIVIL SERVICES EXAMINATION

Also available as eBook
Buy online at-
play.google.com, amazon.in, kobo.com

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
8, Esplanade East, Kolkata - 700 069

website: www.publicationsdivision.nic.in
For placing orders, please contact:
Phone : 033-2248-6696/8030 e-mail: **kolkatase.dpd@gmail.com**
@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।